কুরআন-হাদীসের আলোকে

গুনাহ মাফের উপায়

শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল

সম্পাদনায়

ড. মুহাম্মাদ মোছলেহ উদ্দিন

কুরআন-হাদীসের আলোকে

গুনাহ্ মাফের উপায়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসের আলোকে
গুনাহ মাফের উপায়

শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল

সম্পাদনায়
ড. মুহাম্মাদ মোছলেহ্ উদ্দিন
এম. এ., ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
রিয়াদ, সাউদী আরব।
পি এইচ. ডি., আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
সাবেক সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

مكتبة الشهادة
মাকতাবাতুশ শাহাদাহ

মাকতাবাতুশ শাহাদাহ্
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসের আলোকে গুনাহ্ মাফের উপায়
শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল

মাকতাবাতুশ শাহাদাহ্ প্রকাশনা- ০১

গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 978-984-34-4111-9

প্রকাশক : মাকতাবাতুশ শাহাদাহ্
বাড়ী # ০৯, রোড # ১৫, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা।
মোবাইল : 01675263909
ইমেইল : shahadatfaysal@yahoo.com
facebook/ Maktabatush Shahadah

প্রথম প্রকাশ : রমাযান ১৪৩৮ হিজরী (জুন ২০১৭ 'ঈসায়ী)

প্রথম সংস্করণ : জুমাদিউস্ সানী ১৪৩৯ হিজরী
ফেব্রুয়ারি ২০১৮ 'ঈসায়ী
ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

কম্পিউটার মেকআপ ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : 01842-567370

মূল্য : ২২০/- (দুইশত বিশ টাকা মাত্র)

Quran-Hadeeser Aloke Gunah Mafer Upay (Ways of attaining forgiveness in the light of Quran and Hadith) written by Shahadat Hossain Khan Faysal and edited by Dr. Muhammad Moslehuddin published by MAKTABATUSH SHAHADAH, Dhaka. Mobile : 01675263909, E-mail : shahadatfaysal@yahoo.com, Price : 220/- (Two Hundred Twenty Taka Only).

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাদিয়্যাহ

লেখালেখির অভ্যাসটা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে না পেলেও এর জন্য যে রসদ দরকার তার যোগানটা শতভাগই পেয়েছি মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছ থেকে। আমার 'বাবা' একজন প্রথিতযশা শিক্ষক ও 'মা' একজন শিক্ষিতা নারী হওয়ায় তারা সবসময়ই জ্ঞানের মর্যাদা বুঝতেন। তাই দু'আ, পরিবেশ তৈরি, মানসিক সমর্থন, উৎসাহ সবদিক থেকেই আমার পরিবার আমাকে জ্ঞান অর্জনের পথকে মসৃণ করতে তাদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমার মা-বাবাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমার জীবনে লেখা প্রথম বইটি আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যের বিশেষ করে মা-বাবার পরকালীন নাজাতের ওয়াসীলা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পেশ করছি।

মা- **আফরোজা খানম আরজু**

বাবা- **'আবদুশ শহীদ খান**

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে সদাক্বাহয়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করো এবং পরকালে নাজাতের ওয়াসীলা করো। আ-মীন।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। তরুণ গবেষক ও উদীয়মান 'আলিম শাইখ শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল প্রণীত **"কুরআন-হাদীসের আলোকে গুনাহ্ মাফের উপায়"** শীর্ষক বইটি মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রথম প্রকাশের সবগুলো কপি শেষ হয়ে যাওয়ায় ও পাঠকের চাহিদার কথা বিবেচনা করে পুনর্মুদ্রণ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু লেখক অনুভব করলেন যে, বইটি বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং বানানঘটিত কিছু ভুল সংশোধনের জন্য পরিমার্জন জরুরি। তাই তিনি বইটির বিষয়বস্তুর আলোকে কুরআন ও হাদীস চষে আরও কিছু গুনাহ্ মাফের উপায় খুঁজে বের করেছেন, যা এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে।

প্রথমবারের মতো এবারও প্রথম ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনা করে দিয়েছেন খ্যাতিমান 'আলিম ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মাদ মোছলেহ্ উদ্দিন। তার শক্তহাতের সম্পাদনা বইটির মান ও গ্রহণযোগ্যতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ তা'আলা মুহতারাম লেখক ও সম্পাদককে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইটির পরিমার্জিত সংস্করণের সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই কর্মটি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও জাযায়ে খায়র দান করুন।

পাঠকদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার চাপে দ্রুত প্রকাশ করার তাগিদে তাড়াহুড়ার কারণে এবং কলেবর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার কারণে এই সংস্করণেও কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সচেতন পাঠকমহল যদি প্রথমবারের মত এবারও তাদের গোচরিভূত ভুলগুলো লেখক বা প্রকাশককে অবহিত করেন তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেয়া হবে, ইনশা-আল্লা-হ।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে একাগ্রচিত্তে দু'আ করছি, তিনি যেন সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করেন এবং পরকালে আমাদের সকলের নাজাতের ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন, আ-মীন।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম প্রকাশে প্রকাশকের কথা

নাবী-রাসূলগণ ছাড়া সকল আদম সন্তানই কম-বেশি গুনাহ করে। শয়তানের ওয়াসওয়াসায় গুনাহ হয়ে যেতেই পারে। কিন্তু সেই গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর তার উপর অটল থাকা বড় ভুল ও অন্যায়। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বারবার তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার ও তাওবাহ্ করার আদেশ-উপদেশ-উৎসাহ দিয়েছেন। আবার কিছু 'আমলও বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যেগুলো করলে কৃত গুনাহ্গুলো মাফ হয়ে যায়। আমরা অনেকেই গুনাহ করি কিন্তু কীভাবে গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে পারি তা জানি না বা জানলেও 'আমল করি না। আল্লাহ্ তা'আলা কিছু কিছু 'আমল এমন ভাবে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যা করা খুবই সহজ। যে 'আমলগুলো করলে অনেক গুনাহ সহজে ও স্বাভাবিকভাবেই মাফ হয়ে যায়। অথচ আমরা সেগুলো জানি না। তাই দেখা যায় গুনাহ করতে করতে আমাদের অন্তর কালো হয়ে যায়। পরে আর ইস্তিগফার-তাওবাহ্ করার দিকে মন টানে না।

এমতাবস্থায় গুনাহ মাফের উপায় সম্পর্কে তরুণ 'আলিম ও গবেষক শাইখ শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল **"কুরআন-হাদীসের আলোকে গুনাহ্ মাফের উপায়"** শীর্ষক বইটি লিখেছেন। আমরা মুহতারাম লেখকের এই বইখানা প্রকাশ করার মাধ্যমে প্রকাশনা জগতে যাত্রা শুরু করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আল হামদুলিল্লাহ। আমরা আশা করছি এই বইটি গুনাহের ভারে নিমজ্জিত মুসলিম জাতিকে উদ্ধারের পথের পাথেয় হবে, ইনশা-আল্লা-হ। এই বইতে কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে গুনাহ মাফের 'আমলগুলো রেফারেন্সসহ আলোচনা করা হয়েছে।

খ্যাতিমান 'আলিম, শিক্ষাবিদ ও বহুভাষাবিদ ড. মুহাম্মাদ মোছলেহ্ উদ্দিন সাহেব বইটি সম্পাদনা করে দেয়ায় এর নির্ভরযোগ্যতা অনেকগুণ বেড়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুহতারাম লেখক ও সম্পাদককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইটি প্রকাশনা সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই কর্মটি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও জাযায়ে খায়র দান করুন। মাহে রামাযানের মধ্যে প্রকাশ করার তাগিদে তাড়াহুড়ার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সচেতন পাঠকমহল যদি তাদের গোচরিভূত ভুলগুলো লেখক বা প্রকাশককে অবহিত করেন তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেয়া হবে, ইনশা-আল্লা-হ।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিনম্র চিত্তে দু'আ করছি, তিনি যেন ভুল-ত্রুটিগুলো মার্জনা করে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করেন এবং পরকালে আমাদের সকলের মুক্তির ওয়াসীলা হিসেবে এটিকে গ্রহণ করেন, আ-মীন।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! তরুণ গবেষক ও উদীয়মান লেখক পরম স্নেহভাজন শায়খ শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল রচিত **"কুরআন-হাদীসের আলোকে গুনাহ মাফের উপায়"** বইটির ক্ষেত্রে আমাদের দু'আ কবূল ও কামনা পূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। সংশ্লিষ্ট মহলে বইটি ব্যাপক সারা ফেলেতে সক্ষম হয়েছে এবং মুদ্রিত কপিগুলো স্বল্প সময়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

পাঠক ও সমাজের চাহিদাকে সামনে রেখে বেশ কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় নতুনভাবে সংযোজন করে পরিমার্জিতরূপে বর্ধিত কলেবরে এটির প্রথম সংস্করণ উপস্থাপন করার বার্তা আমাদেরকে আন্দোলিত করছে। শ্রম, নিষ্ঠা ও গভীরতার ছাপ অধিকহারে ফুটে উঠায় আমাদের দু'চোখ আনন্দে ভরে উঠছে। দূরবর্তী সফরের জন্য যথাযথ অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির বিকল্প নেই।

বস্তুত জ্ঞানের জগত দীর্ঘ, গভীর, বিস্তৃত ও শত সতর্কতার। লেখকের কলম আরো গতিশীল হোক এবং অন্যান্য জরুরী বিষয়ে তার দলিল-প্রমাণভিত্তিক শুদ্ধ, সাহসী ও বিনয়ী পদচারণা বৃদ্ধি পাক। সর্বমহলে বইটির ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য কায়মনোবাক্যে দু'আ করছি। আ-মীন।

মুহাম্মাদ মোছলেহ্ উদ্দিন
১০ জানুয়ারি, ২০১৮

www.pathagar.com

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম প্রকাশে সম্পাদকের কথা

গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা, এর জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া একটি 'ইবাদাত, যা বান্দার জন্য অবশ্য কর্তব্য। মানুষের সাধারণ কর্মজীবনেই দেখা যায়- উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সামনে "ইয়েস স্যার, নো স্যার, জ্বী স্যার, সরি স্যার, ওকে স্যার" করতে করতে অধঃস্তনদের তটস্থ থাকতে হয়। এমতাবস্থায় আমাদের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিয্ক্বদাতা, মৃত্যুদাতা, জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালাকারী আল্লাহর সামনে আমাদের কী করা উচিত? উত্তর সোজা। আমাদের উচিত সর্বক্ষণ তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করতে থাকা। সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আখেরী নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার করে তাওবা-ইস্তিগফার করতেন। যদিও তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ্ এমনিতেই মাফ করে দেয়া হয়েছে। গুনাহ মা'ফ চাওয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেরও একটি দিক। এ বিষয়ে নাবী ﷺ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেছেন,

«أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا» "(আল্লাহ যে আমার গুনাহ্ মা'ফ করে দিয়েছেন এ জন্য) আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকারী বান্দা হব না?" (বুখারী : ৪৮৩৬, মুসলিম : ৭৩০২)

গুনাহ্ মা'ফ চাইতে গেলে সেক্ষেত্রে শরীয়তের বিধি-বিধানের মধ্যে থাকতে হবে। খৃস্টানদের মতে পাদ্রী ক্ষমা না করলে বা সুপারিশ না করলে পাপের ক্ষমা হবে না। তাদের মত মুসলিম সমাজের একশ্রেণীর লোকের ধারণা, নির্ধারিত পীর বা শায়খ বিশেষ তরীকায় তাওবাহ্ পড়িয়ে দেবেন। অথবা তাওবাহ্ করার জন্য বিশেষ কিছু গদ আওড়াতে হবে। এসব কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। তবে এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্র পদ্ধতি জানার জন্য অবশ্যই আলেমগণের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষক, আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও সহমর্মী শায়খ শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল মেধাবী ছাত্র ও অধ্যবসায়ী পাঠক হিসেবে শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত। ইতোমধ্যে তার বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। "কুরআন-হাদীসের আলোকে গুনাহ মা'ফের উপায়" পুস্তকটি তার লিখিত প্রথম বই। অনেকেই গুনাহ্ করে আর শেষ জীবনে সবাই তাওবাহ্ করতে চায়, গুনাহ্ থেকে মা'ফ পেতে চায়। কিন্তু তার পদ্ধতি বা উপায়ই বা কী? - তারই জবাব খোঁজা হয়েছে এ পুস্তকে। লেখক বইটি সম্পাদনার জন্য আমাকে দিয়েছিল। সময়-স্বল্পতার কারণে যথাযথ সম্পাদনা করতে পারিনি। তবে আদ্যোপান্ত পাঠ করে আমার সাধ্যানুযায়ী দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছি। দলীল-প্রমাণ ঠিক রেখে সকল শ্রেণীর 'পাঠক'-এর আসনে বসে 'লেখক' হবার পরামর্শ দিয়েছি, যা তরুণ গবেষকের জন্য বেশ কঠিন কাজ। আশা করি সে যথাসম্ভব তার কলমের গতিবিধি সেদিকে নযর রেখে পরিচালনার চেষ্টা করেছে।

পরিশেষে উদীয়মান লেখকের এ বইটি সকল মহলে গৃহীত হোক এবং পাঠকগণ উপকৃত হোন সেই কামনা করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট বইটির বহুল প্রচারের জন্য দু'আ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন। আ-মীন।

রমাযান, ১৪৩৮ হি. **মুহাম্মাদ মোছলেহ্ উদ্দিন**

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম সংস্করণে লেখকের কথা

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد.

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি লাখো-কোটি শুকরিয়া যিনি তাঁর এই অধম বান্দাকে শুদ্ধ জ্ঞানের ছিটেফোটা দিয়েছেন এবং কিছু লেখার তাওফীক দিয়েছেন। আল হামদুলিল্লাহ। সলাত ও সালাম পেশ করছি নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি। *আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলাইহি, আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলাইহি।*

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে গত রমাযান মাসে (১৪৩৮ হি.) আমার লেখা প্রথম বই **"কুরআন-হাদীসের আলোকে গুনাহ মাফের উপায়"** প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশের প্রায় সকল কপিই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে প্রায় আড়াই হাজার পাঠকের হাতে হার্ডকপি এবং অসংখ্য পাঠকের কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে হাজার হাজার পিডিএফ কপি পৌঁছেছে। আল হামদুলিল্লাহ।

বইটির মুদ্রিত কপি স্বল্পসংখ্যক হওয়ার জন্য এবং বিতরণের জন্য ছাপা হওয়ার কারণে আমরা অনেকের চাহিদা সত্ত্বেও সবার কাছে পৌঁছাতে পারিনি। এমনকি অনেকে বেশি কপি কিনে নিতে চাইলেও আমরা এক কপিও বিক্রি করতে পারিনি। তাই পাঠকদের চাহিদা ও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করে রমাযানের পরেই সিদ্ধান্ত নেই যে, আমরা খুব দ্রুত বইটির পুনর্মুদ্রণ করবো। কিন্তু প্রথম প্রকাশে তাড়াহুড়োর কারণে বানানভুলসহ কিছু অনিচ্ছকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়ায় এবং গুনাহ মাফের উপায় সম্বলিত কিছু আয়াত ও হাদীস নতুন করে খুঁজে পাওয়ায় সেগুলো সংযোজন করে বইটির পুনর্মুদ্রণ করার সিদ্ধান্ত নেই সে মোতাবেক কাজে অগ্রসর হই।

সৌভাগ্যবশত আল্লাহর রহমতে ২০১৭ সালে হাজ্জের সফরে মক্কার মাসজিদে হারামে বসেই পরিমার্জনের কাজ শুরু করি। সফরে যাওয়ার আগেই নিয়্যাত করেছিলাম যে, বাইতুল্লাহতে কা'বার পাশে বসে এই বইটি পরিমার্জনের কাজ করবো। সেই মনোবাঞ্ছা পুরো হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। পরে বিশেষ করে মাসজিদে হারাম এবং মাসজিদে নাবাবীর লাইব্রেরিতে বসে নিয়মিত মহাকাঙ্ক্ষিত কাজটি করতাম। পরিমার্জনের পুরো কাজ সফরে বসে শেষ করতে পারিনি। তাই দেশে ফিরেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেটি করতে থাকি।

এ বিষয়ের উপরে লেখা বেশ কয়েকটি আরবী বইয়ের সন্ধান পাওয়ায় সংস্কারের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। প্রথম প্রকাশে যেখানে গুনাহ মাফের ৫১টি উপায় বর্ণনা

www.pathagar.com

করা হয়েছিল এবারের সংস্করণে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০টিতে। আশা করি অনুসন্ধান চলমান রাখলে এই সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যাবে– ইনশা-আল্লা-হ। তবে গুনাহ মাফের উপায় সম্বলিত অনেক হাদীস গ্রহণযোগ্য মানের না হওয়ায় সেগুলো এই বইতে স্থান দিতে পারিনি। এই বইতে শুধু কুরআনের সরাসরি আয়াত ও গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত গুনাহ মাফের উপায়গুলোই সংকলন করা হয়েছে।

পরিমার্জিত সংস্করণ বলা হলেও মূলত এটি প্রথম প্রকাশের সংশোধিত, সংযোজিত ও পুনর্বিন্যস্ত সংস্করণ। বইটি থেকে পাঠকবৃন্দের সর্বোচ্চ উপকার লাভের উদ্দেশেই এই সংস্করণ। গুনাহ মাফের অনেকগুলো উপায় নতুন করে সংযোজিত ও বেশ কিছু আয়াত-হাদীসের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হওয়ায় এবং বইটির শেষভাগে "গুনাহ মাফের দু'আ" শিরোনামে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করায় বইটির কলেবর বেড়েছে অনেক। প্রয়োজনের তাগিদেই তা হয়েছে বিধায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

আগেরবারের মত এবারও সম্পাদনার কঠিন, সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য কাজটি করে দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তায ও নেতা, বিশিষ্ট 'আলিম ও শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বাগ্মী শাইখ ড. মুহাম্মাদ মোছলেহ্ উদ্দীন (হাফিযাহুল্লাহ)। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জাযাহুল্লাহু খাইরা।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় আপন বড় বোন ছানিয়া আক্তার এবং তরুণ দা'ঈ ও আমার সহকর্মী শরীফুল ইসলাম-এর প্রতি, যারা বইটির সংযোজিত অংশের একটি বৃহৎ অংশ কম্পোজ ও প্রুফ কারেকশন ইনপুট করে দিয়েছেন। বইটির দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন প্রিয়ভাই আহাদুল হাসান। আরও যারা বইটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাযাহুমুল্লাহু খাইরা।

তথ্যগত বা বানানগত কিংবা অন্য যে কোন ভুল চোখে পড়া মাত্র আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেবো। বইটির মান উন্নয়নে সঙ্গত ও যৌক্তিক পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে, ইনশা-আল্লা-হ।

সবশেষে, আল্লাহ তা'আলার নিকট আকুল কামনা, তিনি যেন এ বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন এবং সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আমাদের সকলের পরকালীন মুক্তির ওয়াসীলা হিসেবে বইটিকে কবূল করেন। আ-মীন।

জুমাদিউস্ সানী, ১৪৩৯ হি.
ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ঈ.

শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম প্রকাশে লেখকের কথা

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

আল হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ তা'আলার প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা যার অশেষ দয়া, করুণা ও রহমতে আমার লেখা জীবনের প্রথম বই প্রকাশিত হলো। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত থাকায় এর প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ করতাম। তাছাড়া পরিবার, বন্ধুমহল, উস্তায, শুভাকাঙ্ক্ষী সবারই অনুরোধ ছিল আমি যেনো কিছু লিখি। আমারও প্রচণ্ড আগ্রহ লেখার প্রতি। ইতঃপূর্বে কিছু গবেষণা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখলেও পূর্ণাঙ্গ বই লেখা হয়নি। আল্লাহর ইচ্ছা ও রহমতে অবশেষে **"কুরআন-হাদীসের আলোকে গুনাহ্ মাফের উপায়"** শীর্ষক এই বইটি লেখার মাধ্যমে বই লেখার জগতে প্রবেশ করলাম। আল হামদুলিল্লাহ।

আমাদের আকীদা বা বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে নাবী-রাসূলগণ ছাড়া কেউ-ই নিষ্পাপ নয়। তাই সবারই কম-বেশি গুনাহ হওয়াটা স্বাভাবিক। প্রবৃত্তির অনুসরণ, শয়তানের কুমন্ত্রণা ইত্যাদি কারণে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়। গুনাহে লিপ্ত হওয়াটা মানবীয় ও স্বাভাবিক। কিন্তু গুনাহের উপরে অটল থাকাটা শয়তানীয় ও অস্বাভাবিক। তাই একদিকে শয়তান যেমন মানুষকে গুনাহের দিকে ডাকে অপরদিকে আল্লাহও ক্ষমার দিকে ডাকেন। শুধু ডাকেন-ই না উপরন্তু তিনি গুনাহগারদের জন্য এমন কিছু অফারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন যেন সহজেই মানুষ তার কৃত গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিছু পদ্ধতি, কিছু যিক্‌র-আযকার, কিছু 'আমল আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে অতি দ্রুত গুনাহ্ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

আমি নিজেকেসহ সকল গুনাহগারের মুক্তির উপায় বর্ণনা করার উদ্দেশে কুরআন, হাদীস, সালাফে সালিহীনের বিভিন্ন বই ও সমকালীন বিভিন্ন 'আলিমগণের লেখা পুস্তকাদি ঘেটে সহজভাবে গুনাহ মাফের উপায়গুলো বর্ণনা করেছি। এই বই লেখার ক্ষেত্রে আমি শুধু কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের উপরই নির্ভর করেছি। কারণ কীভাবে আর কী করলে গুনাহ মাফ হবে তা ওয়াহির জ্ঞান তথা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান ছাড়া জানা সম্ভব নয়। এটি রচনার ক্ষেত্রে যেসকল বই থেকে সহযোগিতা নিয়েছি সেগুলোর অধিকাংশের নাম বইয়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ সেসকল বইয়ের লেখক-প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আ-মীন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার উস্তায ও এই বইয়ের সম্পাদক খ্যাতিমান 'আলিম, বাগ্মী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মাদ মোছলেহ্ উদ্দিন স্যারের প্রতি যিনি

www.pathagar.com

তার শত ব্যস্ততার মাঝেও কষ্ট করে স্বল্প সময়ে এই বইখানা সম্পাদনা করে দিয়েছেন। এছাড়াও সর্বশেষে কিছু পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করায় অ্যারাবিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান শাইখ ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফীজুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের মেধাবী ছাত্র মুশফিকুর রহমান নোমান-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই বই লেখার জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন হয়েছে সে জ্ঞান আমি যাদের কাছ থেকে অর্জন করেছি আমার সেসকল মহান উস্তাযগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাযাহুমুল্লাহু খাইরা।

এছাড়া বইটি লেখার সময়ে বাসায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা করায় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বড় বোন ছানিয়া আক্তার ও ছোট ভাই ফাহাদ খান-এর প্রতি। একই সাথে যারা এই বই লেখার জন্য আমাকে পিড়াপিড়ি করেছে বিশেষ করে প্রিয় ভাই রাজীব, ইকবাল, আবিদ, রবিউল্লাহসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাছাড়া যেসকল ভাইবোনেরা বইটি প্রকাশের জন্য আর্থিক কুরবানী করেছেন তাদের প্রতিও শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষভাবে বইটির কম্পোজের কাজে ছোট ভাই শরীফুল ইসলাম-এর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি। বইটির প্রকাশক প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবাতুশ্ শাহাদাহ্' ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান 'বাংলা হাদিস' ও 'অ্যারাবিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহ যেন সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আমাদের সকলের পরকালীন মুক্তির উসীলা হিসেবে এটিকে কবূল করেন। আ-মীন।

আমি নিশ্চিত যে, এই বই লেখার জন্য যে ইলমী গভীরতা ও সার্বিক যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তা আমার মধ্যে নেই। তাই সচেতন ও জ্ঞানবান পাঠক মহলের কাছে আমার অনুরোধ থাকলো, যে কোন ভুল চোখে পড়া মাত্র আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেবো। বইটির মান উন্নয়নে যে কোন পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। ইন-শা-আল্লা-হ।

শার'ঈ কোন বিষয় নিয়ে কিছু লেখালেখি করা বিশেষ করে বই লেখা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ভালো কিছু লিখতে পারলে ইহকালে ও পরকালে তা উপকারে আসবে। আবার কোন ভুল হয়ে গেলে লেখক মারা যাওয়ার পরও সেই ভুল 'আমলটি মানুষ করতে থাকবে আর গুনাহগার হতে থাকবে। তবে ইজতিহাদী ও অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আল্লাহ লেখককে পাকড়াও করবেন না বলে আশা রাখছি। সেই ঝুঁকি থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ-ই নিশ্চিত পরিত্রাণ দিতে পারবেন না। তাই আল্লাহর কাছেই দু'আ করি, তিনি যেন আমাকে এমন কিছু লিখতে তাওফীক দেন যাতে তিনি খুশি হবেন। এই লেখার মাঝে যা ভালো কিছু আছে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আর ভুল বা অপূর্ণতা যা আছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ যেন ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করেন। আ-মীন।

২০ রমাযান, ১৪৩৮ হি. **শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে প্রকাশকের কথা ৬
প্রথম প্রকাশে প্রকাশকের কথা ৭
প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে সম্পাদকের কথা ৮
প্রথম প্রকাশে সম্পাদকের কথা ৯
প্রথম সংস্করণে লেখকের ভূমিকা ১০
প্রথম প্রকাশে লেখকের কথা ১২

প্রথম অধ্যায় : গুনাহ্ পরিচিতি / ২১

ভূমিকা ২৩
গুনাহ কাকে বলে ২৭
গুনাহ-এর প্রকারভেদ ২৭
কাবীরা গুনাহের তালিকা ২৮
মানবজীবনে গুনাহের কুপ্রভাব ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায় : গুনাহ্ মাফের উপায় / ৫৩

সব গুনাহ্ কি মাফ হয়? ৫৫

গুনাহ্ মাফের উপায়ের প্রকারভেদ ৬০

* উপলক্ষযুক্ত উপায়

* উপলক্ষহীন উপায়

গুনাহ্ মাফের উপায়সমূহ ৬২

১. ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ৬২

* আমরা কেন ইস্তিগফার করবো ৬৭

* ইস্তিগফার করার উপযুক্ত সময় ৬৯

www.pathagar.com

২. মু'মিনদের একে অপরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ৭৫
৩. তাওবাহ্ করা : ৭৯
ক. তাওবাহ্ পরিচিতি ৭৯
খ. তাওবার প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত ৭৯
গ. খাঁটি তাওবাহ্ ৮৩
ঘ. খাঁটি তাওবার শর্তাবলী ও পদ্ধতি ৮৪
ঙ. খাঁটি তাওবার প্রতিদান ৯৭
চ. খাঁটি তাওবার জন্য ব্যাকুলতা ও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ১০২
* একশ' মানুষের খুনির তাওবাহ্ ১০২
* গামিদী গোত্রের ব্যভিচারিণী মহিলার তাওবাহ্ ১০৫
* তাবূক যুদ্ধে না যাওয়া তিন সাহাবীর তাওবাহ্ ১০৮
৪. ইসলামী দণ্ড ভোগ করা ১১৮
৫. কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা ১২১
৬. গায়েব অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করা ১২২
৭. ঈমান আনা ও 'আমলে সালেহ করা ১২৩
৮. ঈমান আনা ও তাকওয়া অবলম্বন করা ১২৪
৯. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের ওয়াসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করা ১২৫
১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করা ১২৫
১১. শির্কমুক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী 'আমল করা ১২৬
১২. আল্লাহর সাথে 'আমলে সালেহ-এর ব্যবসা করা ১২৭
১৩. ভালো কাজ (হাসানাত) করা ১২৮
১৪. ধৈর্যধারণ ও 'আমলে সালেহ করা ১৩৫
১৫. শির্ক ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকা অবস্থায়
'আমল পেশ হওয়া ১৩৫
১৬. তাকওয়া অবলম্বন করা ও সঠিক কথা বলা ১৩৬
১৭. জিহাদ করা ১৩৭
১৮. মানুষের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা ১৩৭

গুনাহ্ মাফের ‘আমলগুলোর স্তরবিন্যাস ১৪১

[১] এমন ‘আমল যা ব্যক্তির বিগত জীবনের গুনাহ্ মাফ করে দেয় ১৪২

১৯. উযূ করা ১৪২
২০. সুন্দর করে উযূ করে দুই রাক্‘আত সলাত আদায় করা ১৪২
২১. সলাতের সময় হলে উত্তমরূপে উযূ করে উত্তমরূপে সলাত আদায় করা ১৪৪
২২. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা শেষে “*আ-মীন*” বলা ১৪৫
২৩. সলাতে রুকূ‘ থেকে উঠে নির্দিষ্ট দু‘আ পাঠ করা ১৪৭
২৪. রমাযানের সিয়াম পালন ১৪৭
২৫. রমাযানে ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করা ১৪৭
২৬. লাইলাতুল কদ্‌রের সলাত আদায় করা ১৪৮
২৭. ইসলাম গ্রহণ করা ১৪৯
২৮. হিজরত করা ১৫১
২৯. হাজ্জ করা ১৫১
৩০. খাওয়াদাওয়ার পর নির্দিষ্ট দু‘আ পাঠ করা ১৫১
৩১. কাপড় পরার সময় নির্দিষ্ট দু‘আ পাঠ করা ১৫২

[২] এমন ‘আমল যা ব্যক্তিকে নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ করে দেয় ১৫৩

৩২. উযূ করে সলাত আদায় করা ১৫৩
৩৩. সলাত আদায়ের পর মাসজিদে অবস্থান করা, জামা‘আতের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাওয়া ও কষ্টকর সময়ে পূর্ণরূপে উযূ কর়া ১৫৪
৩৪. বায়তুল মাকদিসে সলাত আদায় করা ১৫৬
৩৫. হাজ্জ করা ১৫৭
৩৬. রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহর প্রশংসা করা ১৫৮

www.pathagar.com

[৩] এমন 'আমল যা ব্যক্তির গুনাহ্গুলো মাফ করিয়ে দেয় যদিও তার গুনাহ্ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ বা তার থেকেও বেশি হয় ১৫৯

৩৭. প্রত্যেক সলাতের পর নির্দিষ্ট যিক্‌র নির্দিষ্টবার পাঠ করা ১৫৯

৩৮. নির্দিষ্ট যিক্‌র ১০০ বার পাঠ করা ১৬০

৩৯. সকাল-সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট যিক্‌র ১০০ বার করে পাঠ করা ১৬১

৪০. বিছানায় ঘুমাবার সময় নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা ১৬১

৪১. নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা ১৬২

৪২. ফজরের সলাতের পর ১০০ বার করে *সুবহা-নাল্লা-হ* ও *লা- ইলা-হা ইল্লালা-হ* পড়া ১৬৩

[৪] এমন 'আমল যা ব্যক্তির যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার গুনাহ্ও মাফ করিয়ে দেয় ১৬৫

৪৩. ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ সম্বলিত নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ ১৬৫

[৫] এমন 'আমল যা ব্যক্তির গুনাহ্গুলো সাধারণভাবে মাফ করিয়ে দেয় ১৬৭

৪৪. আযান শুনে নির্দিষ্ট দু'আ পড়া ১৬৭

৪৫. উযূ করা ১৬৮

৪৬. উযূ করে সলাতের জন্য মাসজিদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করা ১৬৯

৪৭. সলাতের জন্য আযান দেয়া ১৭২

৪৮. সলাত সম্পর্কিত তিনটি কাজ করা ১৭৩

৪৯. পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ১৭৪

৫০. মাগরিব ও ফজর সলাতের পর নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা ১৭৫

৫১. জুমু'আর সলাত আদায় করা ১৭৬

৫২. ক্বিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ সলাত) আদায় করা ১৭৭

৫৩. যে কোন সময় দুই রাক্'আত সলাত আদায় করা ১৭৭

৫৪. গুনাহ করার পর সুন্দর করে উযূ করে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করে ইস্তিগফার করা ১৭৮

www.pathagar.com

৫৫. আল্লাহর জন্য সাজদা প্রদান ১৭৯
৫৬. রমাযানে 'ইবাদাত করা ১৮০
৫৭. 'উমরাহ্ করা ১৮২
৫৮. হাজ্জের জন্য যাওয়ার বাহনের পা উঠানামা করা ১৮২
৫৯. হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পরপর করা ১৮৩
৬০. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা ১৮৪
৬১. কা'বাহ্ ঘর ত্বওয়াফ করা ১৮৫
৬২. 'আরাফাত দিবসের সিয়াম রাখা ১৮৬
৬৩. মুহাররমের ১০ তারিখ ('আশূরার) সিয়াম রাখা ১৮৭
৬৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সলাত ও সালাম পাঠ করা ১৮৮
৬৫. দান-সদাক্বাহ্ করা ১৮৯
৬৬. ইসলামী মজলিসে ও যিক্‌রে বসা ১৯০
৬৭. মজলিস শেষে নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা ১৯২
৬৮. মুসাফাহা (হ্যান্ডশেক) করা ১৯৫
৬৯. জীবের প্রতি দয়া দেখানো ১৯৬
৭০. মানুষের কল্যাণ করা বা মানুষের কষ্ট দূর করা ১৯৭
৭১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একত্র হয়ে
আল্লাহকে স্মরণ করা ১৯৮
৭২. বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করা ১৯৯
৭৩. নির্দিষ্ট যিক্‌র ও তাসবীহ্ পাঠ করা ১৯৯
৭৪. নির্দিষ্ট যিক্‌র ১০০ বার পাঠ করা ২০১
৭৫. নির্দিষ্ট কয়েকটি বাক্য পাঠ করা ২০২
৭৬. সকাল-সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট দু'আ ১০ বার করে পড়া ২০২
৭৭. তাশাহ্হুদ পড়ে সলাত শেষ করার সময়
নির্দিষ্ট দু'আ পড়া ২০৪
৭৮. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ২০৫
৭৯. বালা-মুসীবাতে পতিত হওয়া ২০৫
৮০. রোগ-বালাই হওয়া ২০৯

www.pathagar.com

৮১. রোগাক্রান্ত হয়ে বা রোগভোগের পর মৃত্যুবরণ করা ২১১
৮২. সম্পর্কচ্যুত দুই ব্যক্তির মধ্যে সর্বপ্রথম কথা বলার উদ্যোগ গ্রহণ করা ২১২
৮৩. সালাম প্রদান করা ও সুন্দর কথা বলা ২১৩
৮৪. সূরা মুল্‌ক তেলাওয়াত করা ২১৩
৮৫. ক্রয়-বিক্রয় ও পাওনা আদায়ে উদার হওয়া ২১৪
৮৬. শহীদ হওয়া ২১৪
৮৭. জানাযায় একশ মুসলিমের উপস্থিতি ও মৃতের জন্য দু'আ করা ২১৬
৮৮. নিজ বাড়ি থেকে মাসজিদে নববীর উদ্দেশে হেঁটে যাওয়া ২১৭
৮৯. শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিছু দান করা ২১৭
৯০. চুল সাদা হওয়া ২১৮

তৃতীয় অধ্যায় : গুনাহ্ মাফের দু'আ / ২১৯

গুনাহ্ মাফের দু'আ ২২১
- কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত যেগুলো গুনাহ মাফের দু'আর সাথে সম্পৃক্ত ২২১
- হাদীসে বর্ণিত গুনাহ মাফের সাথে সম্পৃক্ত কিছু দু'আ ২৩০

চতুর্থ অধ্যায় : উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি / ২৪৫

উপসংহার ২৪৭
গ্রন্থপঞ্জি ২৪৮
পরিবেশক ২৫১
প্রাপ্তিস্থান ২৫২
অনলাইন বুকশপ ২৫৩
পাঠকের কথা ২৫৪

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
গুনাহ্ পরিচিতি

- ভূমিকা
- গুনাহ কাকে বলে?
- গুনাহ-এর প্রকারভেদ
- কাবীরা গুনাহের তালিকা
- মানবজীবনে গুনাহের কুপ্রভাব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

দুনিয়ার প্রত্যেকটি শিশুই ফিতরাত বা স্বভাব-ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। আবার মানুষ মাত্রই কোন না কোনভাবে কখনো না কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায় বা শয়তানের ধোঁকায় ভুল-ত্রুটি, গুনাহ্-খাতা করে বসে; তা সে গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, জেনে হোক বা না জেনে হোক। শয়তান আল্লাহ্র নিকট প্রতিজ্ঞা করেই দুনিয়ায় এসেছে যে, সে আদমসন্তানকে আল্লাহ্র সরল পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবেই। যা আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

﴿قَالَ أَنْظِرْنِيْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ⑭ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ⑮ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑯ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ ⑰﴾

"সে (শয়তান) বলল, 'সেদিন (ক্বিয়ামাত) পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। সে বলল, 'যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন (সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন), সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। 'তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না'।"[১]

তাই তো দেখা যায় অধিকাংশ মানুষই জীবনের কখনো না কখনো শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে গুনাহ্ অর্জন করে।

গুনাহ করাটা মানুষের জন্য স্বাভাবিক। যেমনটা আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

---

১. সূরা আল আ'রাফ ০৭ : ১৪-১৭।

www.pathagar.com

«كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»

"প্রত্যেক আদম সন্তানই চরম গুনাহ্গার। আর গুনাহ্গারদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তাওবাকারীগণ।"[২]

মু'মিন ব্যক্তি গুনাহকে মনে করে পাহাড়ের মত, যার নিচে সে বসে আছে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি গুনাহকে মনে করে মাছির মত, যা তার নাকের ডগায় বসে উড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ»

"ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহ্গুলোকে এত বড় মনে করে, যেন সে একটা পাহাড়ের নীচে বসা আছে, আর সে আশংকা করছে যে, কখন যেন পাহাড়টা তার উপর ধসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহ্গুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকের উপর দিয়ে চলে যায়।"[৩]

গুনাহ্ করাটা যেহেতু মানুষের জন্য স্বাভাবিক সেহেতু গুনাহ্ হয়ে যেতেই পারে। মানুষ যদি গুনাহ্ না করতো তাহলে আল্লাহ্ তাদের বদলে অন্য কোন জাতিকে সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ্ করতো এবং পরক্ষণেই আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতো। এ কথাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন এভাবে,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»

"সেই স্বত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ্ না করতে তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিলীন করে দিয়ে নতুন এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ্ করতো আবার পরক্ষণেই আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতো। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।"[৪]

---

২. জামি' আত্ তিরমিযী : ২৪৯৯, সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২৫১, হাদীসটি হাসান।

৩. সহীহুল বুখারী : ৬৩০৮।

৪. সহীহ মুসলিম : ৭১৪১।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসের উদ্দেশ্য কখনই পাপের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা বা উৎসাহ দেয়া নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর অসীম ক্ষমার ইচ্ছা ও অপার দয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং আল্লাহর কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়ে তোলার তাকিদ দেয়া। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বান্দার গুনাহ হয়ে গেলে সে যেন অহংকার করে বা লজ্জায় পরে কিংবা হীনমন্যতায় ভুগে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে বিরত না থাকে; বরং সাথে সাথে যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার সময় কান্নাকাটি করলে তা মাফ পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ জন্যই গুনাহগারের উচিত গুনাহ্ হয়ে গেলে কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। এই আদেশই নীচের হাদীসে দেয়া হয়েছে :

قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ «أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ».

'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মুক্তির উপায় কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "তুমি নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থেকে নিজের পাপের জন্য কান্না কর"।[৫]

জীবন চলার পথে শয়তানের কুমন্ত্রণায় কখনো গুনাহ্ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এমন অবস্থায় একজন মুমিনের কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া, তাওবাহ্ করা এবং 'আমলে সালেহ (সৎকর্ম) করতে থাকা।

স্বাভাবিকভাবে গুনাহ্ হয়ে গেলে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাওবাহ্ করা উচিত। আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لِيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوِ الْمُسِيءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلا كُتِبَتْ وَاحِدَةً»

---

[৫]. মুসনাদ আহমাদ : ২২২৩৫; সুনান আত্ তিরমিযী : ২৪০৬; মিশকাত : ৪৮৩৭, হাদীসটি সহীহ।

"বামপাশের ফেরেশতা গুনাহকারী মুসলিম বান্দার গুনাহ্ লেখার পূর্বে ছয় ঘণ্টা (একটি নির্ধারিত সময়) কলম তুলে রাখেন (গুনাহ লেখেন না)। (এই সময়ের মধ্যে) গুনাহকারী ব্যক্তি যদি (তার গুনাহের কারণে) লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে ফেরেশতা তা না লিখে ছুঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু (এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যদি গুনাহকারী লজ্জিত হয়ে) ক্ষমা প্রার্থনা না করে তাহলে তার 'আমলনামায় একটি গুনাহ্ লেখা হয়।"[৬]

ক্ষমা চাইতে বা তাওবাহ্ করতে দেরি করা মারাত্মক অন্যায় ও ভুল। কারণ কখন যে মৃত্যু এসে যাবে তা আমরা কেউ জানি না। তাই প্রথমবার গুনাহ করে শয়তানকে খুশি করলেও আল্লাহ ইস্তিগফার ও তাওবার সুযোগ দেয়ার পরও তা না করে দ্বিতীয়বার শয়তানকে খুশি করা কোন মুসলিমের জন্য কখনো উচিত নয়। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত গুনাহ হয়ে যাওয়ার পরপরই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাওবাহ্ করা ও অন্যান্য সুন্নাহ্সম্মত 'আমল করার মাধ্যমে কৃত গুনাহসমূহ মাফ করিয়ে নেয়া।

কুরআন ও হাদীসে গুনাহ মাফের জন্য ইস্তিগফার ও তাওবার পাশাপাশি আরও কিছু 'আমল বর্ণিত হয়েছে যেগুলো করলে অনেক গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা সে 'আমলগুলো না জানার কারণে এবং না করার কারণে আমাদের গুনাহগুলো মাফ করাতে পারি না। অথচ সেগুলো খুবই সহজ 'আমল। এই 'আমলগুলো করলে আমাদের গুনাহগুলো মাফ হয়ে যেতে পারে, ইনশা-আল্লা-হ। সেদিকে দৃষ্টি রেখে সকল গুনাহগারের জন্য এই বইয়ে শরীয়ত অনুযায়ী গুনাহ মাফের বেশকিছু পদ্ধতি ও 'আমল বর্ণনা করা হয়েছে।

[৬]. আল মু'জামুল কাবীর : ৭৭৬৫, হাদীসটির সদন সহীহ, সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ্ : ১২০৯।

www.pathagar.com

গুনাহ্ কাকে বলে?

'গুনাহ' শব্দটি বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত হলেও এটি মূলত ফার্সি শব্দ।[৭] গুনাহ বুঝাতে বাংলায় আরও একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে পাপ। বাংলা অভিধানে এর অর্থ লেখা হয়েছে অন্যায়, কলুষ, দুষ্কৃতি ইত্যাদি।[৮] আরবীতে গুনাহ বা পাপ বুঝানোর জন্য অনেকগুলো পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল ইস্‌ম (الإثمُ), আল খাত্বা ও আল খাত্বীআহ্ (الخطأ والخطيئة), আল মা'সিয়াহ্ (المعصيةُ), আল জুর্‌ম (الجرمُ), আয্ যান্‌ব (الذنبُ) ইত্যাদি।

এ সকল পরিভাষার মাঝে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও মূলত যা বুঝায় তা হলো, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশ পালন না করা বা তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাঁদের নিষেধকৃত কাজ করা, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনে হোক।

গুনাহ্-এর প্রকারভেদ

গুনাহ বা পাপগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. কাবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ; যেমন শির্‌ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা, বিদ্'আত করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি।

২. সগীরা গুনাহ বা ছোট গুনাহ; যেগুলো কাবীরা গুনাহ নয় এমন গুনাহ; যেমন, পরনারীর প্রতি দ্বিতীয়বার তাকানো ইত্যাদি।

---

[৭]. বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৩৬২।
[৮]. বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৭৪৬।

www.pathagar.com

কাবীরা গুনাহের তালিকা

কাবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা কুরআন ও হাদীসে একই জায়গায় ধারাবাহিকভাবে আসেনি। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস গবেষণা করে 'আলিমগণ কাবীরা গুনাহের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ)[৯]। তিনি তার কিতাব "আল কাবায়ির"-এর মধ্যে অর্ধশতাধিক কাবীরা গুনাহের তালিকা দিয়েছেন। সম্প্রতি সাউদী আরবের বিখ্যাত 'আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন 'আবদুল্লাহ আত্ তুয়াইজিরী একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন যা তার রচিত ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-এর ১৬ তম পর্বে "কিতাবুল কাবায়ির" নামে উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে সেই তালিকাটি পেশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, তিনি তার লেখায় প্রতিটি কাবীরা গুনাহ্‌র দলীল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা কলেবর বৃদ্ধির শঙ্কায় দলীলগুলোর মূলপাঠ (Text) উল্লেখ না করে শুধু সূত্র (রেফারেন্স) উল্লেখ করে দিয়েছি। যাতে করে কোন পাঠক চাইলে সেই সূত্র ধরে বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন।[১০]

(ক) অন্তরের কাবীরা গুনাহ :

১. কুফ্‌র[১১]

২. শির্‌ক[১২]

৩. অহংকার[১৩]

---

[৯]. জন্ম : ৬৭৩ হি. - মৃত্যু : ৭৪৮ হি.।

[১০]. এই তালিকাটি রাজশাহীর মাকতাবাতুস সুন্নাহ্ থেকে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

[১১]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৬১-১৬২; সূরা আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ১০৬; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৩৬; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৫০-১৫১।

[১২]. সূরা আল বায়্যিনাহ্ ৯৮ : ৬; সূরা আন্ নিসা ৪ : ৪৮; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭২; সহীহুল বুখারী : ৬৮৫৭, সহীহ মুসলিম : ২৭২, সুনান বায়হাক্বী : ১৭১২৮; সহীহুল বুখারী : ২৬৫৪, সহীহ মুসলিম : ২৬৯, জামি' আত্ তিরমিযী : ১৯০১,৩০১৯।

[১৩]. সূরা আল মু'মিন ৪০ : ৬০; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৭২-১৭৩; সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ৩৪; সহীহুল বুখারী : ৬০৭১, সহীহ মুসলিম : ৭৩৬৬, সুনান আবূ দাউদ : ৪৫৯৫, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৬৪৯।

www.pathagar.com

৪. মুনাফিক্বী[১৪]

৫. রিয়া বা লোক দেখানো 'আমল[১৫]

৬. যাদু করা[১৬]

৭. অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস করা[১৭]

(খ) জ্ঞান ও জিহাদ সংক্রান্ত কাবীরা গুনাহ্ :

৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে জ্ঞান অর্জন করা[১৮]

৯. জ্ঞান গোপন করা[১৯]

১০. আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা আরোপ করা[২০]

১১. জ্ঞান অনুযায়ী 'আমল না করা[২১]

১২. আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দানে বিরত থাকা বা দা'ওয়াতী কাজ ছেড়ে দেয়া[২২]

১৩. সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা হতে বিরত থাকা বা তা ছেড়ে দেয়া[২৩]

---

[১৪]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৪৫; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৮; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৭।

[১৫]. সূরা আল কাহ্ফ ১৮ : ১১০; সহীহ মুসলিম : ৭৬৬৬, সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২০২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ : ৯৩৮; সহীহ মুসলিম : ৫০৩২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৩১৩৭, মুসতাদরাক হাকিম : ২৫২৪।

[১৬]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১০২; সহীহুল বুখারী : ৬৮৫৭, সহীহ মুসলিম : ২৭২, সুনান বায়হাক্বী : ১৭১২৮।

[১৭]. সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ১৮-১৯; সুনান আবূ দাউদ : ৩৯১০, জামি' আত্ তিরমিযী : ১৬১৪।

[১৮]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৪২; সহীহ মুসলিম : ৫০৩২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৩১৩৭, মুসতাদরাক হাকীম : ২৫২৪, ৩৬৪, মুসনাদ আহমাদ : ২৮৭৭।

[১৯]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৯-১৬০; সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৭৪-১৭৫; সুনান আবূ দাউদ : ৩৬৫৮, জামি' আত্ তিরমিযী : ২৬৪৯, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৬৪, হাদীসটি হাসান, সহীহ।

[২০]. সূরা আল আন্'আম ৬ : ১৪৪; সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ১১৬-১১৭; সহীহুল বুখারী : ১১০, সহীহ মুসলিম : ৪, সুনান ইবনু মাজাহ : ৩০, সুনান আবূ দাউদ : ৩৬৫১।

[২১]. সূরা আস্ সফ্ ৬১ : ২-৩, সহীহুল বুখারী : ৩২৬৭, সহীহ মুসলিম : ৭৬৭৪।

[২২]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১০৪-১০৫; সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৮।

www.pathagar.com

১৪. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হতে বিরত থাকা বা তা ছেড়ে দেয়া[২৪]

১৫. ভ্রান্তদলের পক্ষে যুদ্ধ করা[২৫]

১৬. যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে সাহায্য করা[২৬]

(গ) 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ

১৭. পেশাব হতে বেঁচে/সতর্ক না থাকা (যথাযথভাবে পরিচ্ছন্ন না থাকা)[২৭]

১৮. সলাত পরিত্যাগ করা[২৮]

১৯. সলাতে ইমামের পূর্বে কোন কাজ করা[২৯]

২০. সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা[৩০]

২১. যাকাত দানে বাধা দেয়া বা যাকাত না দেয়া[৩১]

২২. সিয়াম পরিত্যাগ করা[৩২]

২৩. হাজ্জ পরিত্যাগ করা[৩৩]

২৪. আল্লাহকে স্মরণ না করা[৩৪]

---

[২৩]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭৮-৭৯; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৮০; সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১০৪-১০৫।

[২৪]. সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৮-৩৯; সহীহ্ মুসলিম : ৫০৪০, সুনান আবূ দাউদ : ২৫০২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৩০৯৭; সহীহুল বুখারী : ২৭৬৬, সহীহ্ মুসলিম : ২৭২।

[২৫]. সহীহ্ মুসলিম : ৪৮৯২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪১১৪, সহীহ্ ইবনু হিব্বান : ৪৫৮০।

[২৬]. সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ২৩; সহীহ্ মুসলিম : ৪৮০৩, সুনান আন্ নাসায়ী (কুবরা) : ১১৫৩৬।

[২৭]. সহীহুল বুখারী : ২১৬, সহীহ্ মুসলিম : ৭০৩, সুনান আন্ নাসায়ী : ২০৬৭, সহীহ্ ইবনু খুযায়মাহ্ : ৫৫।

[২৮]. সূরা মারইয়াম ১৯ : ৫৯; সহীহ্ মুসলিম : ২৫৬, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ৬৪৯৫।

[২৯]. সহীহুল বুখারী : ৬৯১, সহীহ্ মুসলিম : ৯৯২।

[৩০]. সহীহুল বুখারী : ৫১০, সহীহ্ মুসলিম : ১১৬০, মুয়াত্ত্বা মালিক : ১৬২, ৫২৬, সুনান আন্ নাসায়ী : ৭০১।

[৩১]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৮০; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৪; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৫; সহীহুল বুখারী : ১৪৬০, সহীহ্ মুসলিম : ২৩৪৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ১৫৫৯; সহীহ্ মুসলিম : ২৩৩৯, সুনান আবূ দাউদ : ১৬৫৮, সুনান আন্ নাসায়ী : ২৪৪২।

[৩২]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৩; সহীহুল বুখারী : ৮, সহীহ্ মুসলিম : ১২২, ১২৩।

[৩৩]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৯৭; সহীহুল বুখারী : ৮, সহীহ্ মুসলিম : ১২২।

www.pathagar.com

(ঘ) শাসন-প্রশাসন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ্

২৫. আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া শাসন/বিচার করা[৩৫]

২৬. শাসক কর্তৃক নাগরিকদের ধোঁকাদান বা নাগরিকদের সাথে প্রতারণা করা[৩৬]

২৭. অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা[৩৭]

২৮. সূদ খাওয়া[৩৮]

২৯. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ ও অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা[৩৯]

৩০. জুয়া খেলা[৪০]

৩১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া[৪১]

৩২. শরীয়তের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা[৪২]

৩৩. স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ করা[৪৩]

৩৪. অন্যায়ভাবে মালিকানা দাবি করা[৪৪]

৩৫. মানুষের সাথে প্রতারণা করা[৪৫]

---

[৩৪]. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ২০৫; মুসনাদ আহমাদ : ৯৫৮০, জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৩৮০।

[৩৫]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪৪; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪৫; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪৭; সহীহুল বুখারী : ৭১৫১, সহীহ্ মুসলিম : ৩৮৩, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৭৯০১।

[৩৬]. সূরা আশ্ শূরা ৪২ : ৪২; সূরা সোয়াদ ৩৮ : ২৬; সহীহুল বুখারী : ৭১৫০, সহীহ্ মুসলিম : ৪৮৩৪।

[৩৭]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৮; সূরা আন্ নিসা ৪ : ২৯।

[৩৮]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৭৮-২৭৯; সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৩০-১৩১; সহীহ্ মুসলিম : ৪১৭৭।

[৩৯]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১০; সহীহুল বুখারী : ৬৮৫৭, সহীহ্ মুসলিম : ২৭২, সুনান আবূ দাউদ : ২৮৭৪।

[৪০]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯০-৯১।

[৪১]. সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৩০ সহীহুল বুখারী : ২৬৫৪, সহীহ্ মুসলিম : ২৬৯।

[৪২]. সহীহুল বুখারী : ২৪২৪, সহীহ্ মুসলিম : ৪১৩৬।

[৪৩]. সহীহুল বুখারী : ২২২৭, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৪৪২, মুসনাদ আহমাদ : ৮৬৭৭।

[৪৪]. সহীহুল বুখারী : ৩৫০৮, সহীহ্ মুসলিম : ২২৬, সহীহ্ ইবনু হিব্বান : ১৫৩৩৫।

[৪৫]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ২৯; সহীহ্ মুসলিম : ২৯৫, সহীহ্ ইবনু হিব্বান : ৪৯০৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ২১২০।

www.pathagar.com

৩৬. মিথ্যা ক্বসম করে পণ্য বিক্রয় করা[৪৬]

৩৭. অন্যায় উদ্দেশে পণ্য মজুদ করা[৪৭]

৩৮. মিথ্যা শপথ করা[৪৮]

৩৯. দোষ গোপন ও মিথ্যা কথা বলে পণ্য বিক্রয় করা[৪৯]

৪০. হারাম ব্যবসা করা[৫০]

৪১. যুলুম করে (অন্যায়ভাবে) কোন কিছু গ্রহণ করা[৫১]

৪২. সাক্ষ্য গোপন করা[৫২]

৪৩. জমিনের সীমানা/খুঁটি অন্যায়ভাবে পরিবর্তন করা[৫৩]

(ঙ) পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক কাবীরা গুনাহ

৪৪. অধীনদের ওপর অত্যাচার করা[৫৪]

৪৫. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া[৫৫]

---

[৪৬]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৭৭; সহীহুল বুখারী : ২৩৬৯, সহীহ মুসলিম : ৩১০; সহীহুল বুখারী : ২০৮৭, সহীহ মুসলিম :৪২০৯; সহীহ মুসলিম : ৩০৬।

[৪৭]. সহীহ্ মুসলিম : ৪২০৭, সুনান আবূ দাউদ : ৩৪৪৭।

[৪৮]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৭৭; সহীহুল বুখারী : ২৩৫৬, সহীহ মুসলিম : ৩৭২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৫৯৭৬, সুনান আবূ দাউদ : ৩২৪২; সহীহ মুসলিম : ৩৭০, সুনান দারিমী : ২৬৪৫, মুয়াত্ত্বা মালিক : ১১।

[৪৯]. সহীহুল বুখারী : ২০৮২, সহীহ মুসলিম : ৩৯৩৭; সহীহুল বুখারী : ৬৮৭৪, সহীহ মুসলিম : ২৯৪, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৫৭৫, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪১০০।

[৫০]. সূরা লুক্বমান ৩১ : ৬; সহীহুল বুখারী : ২২২৩, সহীহ মুসলিম : ৪১৩২, সুনান ইবনু মাজাহ : ২১৬৭, সুনান আবূ দাউদ : ৩৪৮৬; সুনান আবূ দাউদ : ৩৬৭৪, সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৩৮০, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১০৭৭৮।

[৫১]. সূরা আল ফুরক্বান ২৫ : ১৯; সহীহুল বুখারী : ২৪৫২, সহীহ মুসলিম :৪২২০; সহীহুল বুখারী : ২৪৫৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ২১৬৬।

[৫২]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮৩; সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৮।

[৫৩]. সহীহ মুসলিম : ৫২৩৯, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪৪৪২, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৭০১৭।

[৫৪]. সহীহ মুসলিম : ৪৮২৬, সুনান আন্ নাসায়ী : ৮৮২২, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ২০৪৬৬; সহীহ মুসলিম : ৩৮৩, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৭৯০১।

www.pathagar.com

৪৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা[৫৬]

৪৭. কারো বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা[৫৭]

৪৮. বিনা কারণে মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা[৫৮]

৪৯. মন্দ নামে ডাকা[৫৯]

৫০. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা[৬০]

৫১. মানুষকে কষ্ট দেয়া[৬১]

৫২. এমন কথা বলা যা বললে আল্লাহ্ তা'আলা রাগান্বিত হন[৬২]

৫৩. মুসলিমকে কাফির বলা[৬৩]

৫৪. বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি করা[৬৪]

---

[৫৫]. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৩-২৪; সহীহুল বুখারী : ২৬৫৪, সহীহ মুসলিম : ২৬৯, জামি' আত্ তিরমিযী : ১৯০১, ৩০১৯; সহীহুল বুখারী : ৫৯৭৩, সহীহ মুসলিম : ২৭৩, সুনান আবূ দাউদ : ৫১৪১।

[৫৬]. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২২-২৩; সহীহুল বুখারী : ৫৯৮৯, সহীহ মুসলিম : ৬৬৮৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৩৪৩৪, ৩৪৩৬; সহীহুল বুখারী : ৫৯৮৪, সহীহ মুসলিম : ৬৬৮৫, সুনান আবূ দাউদ : ১৬৯৬।

[৫৭]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১১; সহীহ মুসলিম : ২২০৩, জামি' আত্ তিরমিযী : ১০০১, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ১৫৩৫।

[৫৮]. সহীহুল বুখারী : ৬০৭৭, সহীহ মুসলিম : ৬৬৯৭, সুনান আবূ দাউদ : ৪৯১১, জামি' আত্ তিরমিযী : ১৯৩২; সহীহ মুসলিম : ৬৭০৯, মুসনাদ আহমাদ : ৯১৯৯; সুনান আবূ দাউদ : ৪৯১৫, মুসনাদ আহমাদ : ১৭৯৩৫, মুসতাদ্‌রাক হাকীম : ৭২৯২।

[৫৯]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১১; সহীহুল বুখারী : ৬০৪৪, সহীহ মুসলিম : ২৩০, সুনান ইবনু মাজাহ : ৬৯, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪১০৫; সহীহুল বুখারী : ৩০, সহীহ মুসলিম : ৪৪০৫।

[৬০]. সহীহুল বুখারী : ৬০১৬, মুসনাদ আহমাদ : ৮৪১১, ৮৪১২, ৮৪১৩; সহীহ মুসলিম : ১৮১, মুসনাদ আহমাদ : ৮৮৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান : ৫১০।

[৬১]. সূরা আল বুরূজ ৮৫ : ১০; সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৫৮; সহীহ মুসলিম : ৬৮২৩, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৬৬৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান : ২৮৭।

[৬২]. সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৫-৬৬; সহীহুল বুখারী : ৬৪৭৮, সহীহ মুসলিম : ৭৬৭২।

[৬৩]. সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৫৮; সহীহুল বুখারী : ৬০৪৫, সহীহ মুসলিম : ৬১, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৭৮৭১।

[৬৪]. সহীহুল বুখারী : ১৪৭৪, সহীহ মুসলিম : ২৪৪৫-২৪৪৬; সুনান ইবনু মাজাহ : ১৮৩৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৭৮৭১।

www.pathagar.com

৫৫. স্বামীর অবাধ্য হওয়া[৬৫]

৫৬. স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করা[৬৬]

৫৭. স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয়া[৬৭]

৫৮. মুত্‌'আহ্ (সাময়িক চুক্তিভিত্তিক)বিবাহ করা[৬৮]

৫৯. গায়রে মাহ্‌রাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) মহিলার সাথে বিবাহহীন অবস্থায় নির্জনে অবস্থান করা[৬৯]

৬০. সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান না করা[৭০]

৬১. দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা[৭১]

(চ) চারিত্রিক কাবীরা গুনাহ্

৬২. মিথ্যা বলা[৭২]

৬৩. সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া[৭৩]

---

[৬৫]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ৩৪; সহীহুল বুখারী : ৩২৩৭, সহীহ্ মুসলিম : ৩৬১১, মুসনাদ আহ্‌মাদ : ৭৪৬৫; সহীহুল বুখারী : ৩০৪, সহীহ্ মুসলিম : ২৫০, সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০০৩।

[৬৬]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১২৯; সহীহ্ মুসলিম : ৩৭২১, মুসনাদ আহ্‌মাদ : ৮৩৬৩, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৪৭২৭; সহীহুল বুখারী : ৫১৮৬, সহীহ্ মুসলিম : ৩৭২০, সুনানুল কুবরা নাসায়ী : ৯০৯৫; সুনান আবূ দাউদ : ২১৩৩, জামি' আত্ তিরমিযী : ১১৪১, সুনান আদ্ দারিমী : ২২৫২।

[৬৭]. সহীহুল বুখারী : ৫১৯৪, সহীহ্ মুসলিম : ৩৬১১, সুনান আদ্ দারিমী : ২২৭৪; সহীহ্ মুসলিম : ৩৬১৩; সহীহুল বুখারী : ৩২৩৭; সুনান আবূ দাউদ : ২১৪১।

[৬৮]. সহীহ্ মুসলিম : ৩৪৯৬, সুনানুল কুবরা নাসায়ী : ৫৫১৯।

[৬৯]. সহীহুল বুখারী : ৫২৩২, সহীহ্ মুসলিম : ৫৮০৩, সুনান আদ্ দারিমী : ২৬৮৪; সহীহুল বুখারী : ৩০০০৬; সহীহ্ মুসলিম : ৩৩৩৬; সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১০১৩৪।

[৭০]. সহীহুল বুখারী : ২৫৮৭, সহীহ্ মুসলিম : ৪২৬৯; সুনান আন্ নাসায়ী : ৩৬৮১; সহীহ্ ইবনু হিব্বান : ৫১০৩।

[৭১]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১০৮; সহীহুল বুখারী : ৬০৫৮; সহীহ্ মুসলিম : ৬৭৯৮; মুসনাদ আহ্‌মাদ : ১০৪২৭।

[৭২]. সূরা আল 'আন্‌কাবূত ২৯ : ৬৮; সহীহুল বুখারী : ৬০৯৪, সহীহ্ মুসলিম : ৬৮০৩, সুনান আদ্ দারিমী : ২৭৫৭; সহীহুল বুখারী : ৩৩, সহীহ্ মুসলিম : ২২০; সুনান আবূ দাউদ : ৪৬৮৮;জামি' আত্ তিরমিযী : ২৬৩২।

www.pathagar.com

৬৪. গীবত ও চোগলখোরী করা[৭৪]

৬৫. আমানতের খিয়ানত করা[৭৫]

৬৬. অভিশাপ দেয়া[৭৬]

৬৭. সাহাবীদেরকে গালি দেয়া[৭৭]

৬৮. অসমীচীন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা[৭৮]

৬৯. সীমালঙ্ঘন করা[৭৯]

৭০. অত্যাচার ও শত্রুতা করা[৮০]

৭১. মারাত্মক ঝগড়া বিবাদ করা[৮১]

৭২. অশ্রাব্য গালিগালাজ করা[৮২]

৭৩. হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা[৮৩]

---

[৭৩]. সূরা আন্ নূর ২৪ : ২৩; সূরা আন্ নূর ২৪ : ৪; সহীহুল বুখারী : ২৭৬৬, সহীহ মুসলিম : ২৭২।

[৭৪]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১২; সূরা আল ক্বলাম ৮৬ : ১০-১৩; সহীহ মুসলিম : ৬৭৫৮, সুনান আবূ দাঊদ : ৪৮৭৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৩৫৬১; সহীহুল বুখারী : ৬০৫৬; সহীহ মুসলিম : ৩০৩।

[৭৫]. সূরা আল আনফাল ৮ : ২৭; সহীহুল বুখারী : ৩৪; সহীহ মুসলিম : ২১৯।

[৭৬]. সহীহুল বুখারী : ৬০৪৭, সহীহ মুসলিম : ২১১০; সহীহ মুসলিম : ৬৭৭৭; সুনান আবূ দাঊদ : ৪৯০৭।

[৭৭]. সহীহুল বুখারী : ৩৬৭৩, সহীহ মুসলিম : ৬৬৫১, সুনান ইবনু মাজাহ : ১৬১, সুনান আবূ দাঊদ : ৪৬৫৮; সহীহুল বুখারী : ৩৭৮৩; সহীহ মুসলিম : ২৪৬; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৯০০।

[৭৮]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১১; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৫; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৬।

[৭৯]. সূরা আশ্ শূরা ৪২ : ৪২; সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৩৩; সুনান আবূ দাঊদ : ৪৯০২, জামি' আত্ তিরমিযী : ২৫১১; সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২১১।

[৮০]. সূরা আল কাহ্ফ ১৮ : ২৯; সূরা কফ ৫০ : ২৪-২৬; সূরা হূদ ১১ : ১০২; সহীহুল বুখারী : ৪৬৮৬, সহীহ মুসলিম : ৬৭৪৬, জামি' আত্ তিরমিযী : ৩১১০; সহীহুল বুখারী : ২৪৪২, সহীহ মুসলিম : ৬৭৪৩, সুনান আবূ দাঊদ : ৪৮৯৩।

[৮১]. সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৩; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১১৫; সহীহুল বুখারী : ২৪৫৭; সহীহ মুসলিম : ৬৯৫১।

[৮২]. সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৫৮; সহীহুল বুখারী : ৪৮; সহীহ মুসলিম : ২৩০।

[৮৩]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১০৯; সহীহুল বুখারী : ৬০৬৪; সহীহ মুসলিম : ৬৭০১।

www.pathagar.com

৭৪. গর্ব ও অহংকার করা[৮৪]

৭৫. কৃপণতা করা[৮৫]

৭৬. বাড়াবাড়ি করা[৮৬]

৭৭. বিশ্বাসঘাতকতা করা[৮৭]

৭৮. অপকৌশল ও ঠকবাজি করা[৮৮]

৭৯. অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা[৮৯]

৮০. আত্মহত্যা করা[৯০]

৮১. অপচয় করা[৯১]

৮২. অপব্যয় করা[৯২]

৮৩. স্বেচ্ছাচারিতা করা[৯৩]

৮৪. গোয়েন্দাগিরি করা[৯৪]

---

[৮৪]. সূরা গাফির/আল মু'মিন ৪০ : ৬০; সূরা লুক্বমান ৩১ : ১৮; সহীহ মুসলিম : ২৭৫; সুনান ইবনু মাজাহ : ৫৯; সহীহুল বুখারী : ৪৯১৮; সহীহ মুসলিম : ৭৩৬৬।

[৮৫]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৮০; সুনান আবূ দাউদ : ১৬৯৮; শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৪১৬১।

[৮৬]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭৭; মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫১; সুনান আন্ নাসায়ী : ৩০৫৭; সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৬১; সহীহ মুসলিম : ৩২৩; সুনান আদ্ দারিমী : ২৫৩২।

[৮৭]. সহীহুল বুখারী : ৩১৮৮; সহীহ মুসলিম : ৪৬২৭; সহীহ মুসলিম : ৪৬৩৬; বায়হাক্বী : ১৬৬৩৫।

[৮৮]. সূরা আল ফা-ত্বির ৩৫ : ১০; সূরা আল ফা-ত্বির ৩৫ : ৪৩; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৪২; সহীহ মুসলিম : ৭৩৮৬, মুসনাদ আহমাদ : ১৭৪৮৪।

[৮৯]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ৯৩; সূরা আল ফুরক্বান ২৫ : ৬৮-৭০; সহীহুল বুখারী : ২৭৬৬, সহীহ মুসলিম : ২৭২।

[৯০]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ২৯; সূরা আন্ নিসা ৪ : ৩০; সহীহুল বুখারী : ৩৪৬৩; সহীহ মুসলিম : ১১৩।

[৯১]. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৩১; সূরা আল মু'মিন ৪০ : ৪৩।

[৯২]. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৬; সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৭; সুনান আবূ দাউদ : ২৮৭২; সুনান আন্ নাসায়ী : ৩৬৬৮; সুনান ইবনু মাজাহ : ২৭১৮।

[৯৩]. সূরা সোয়াদ ৩৮ : ৫৫-৫৬; সূরা আন্ না-যি'আ-ত ৭৯ : ৩৭-৩৯; সূরা আন্ নাবা ৭৮ : ২১-২২।

www.pathagar.com

৮৫. অন্যায়ভাবে রাগান্বিত হওয়া[৯৫]

৮৬. অশ্লীল ভাষায় কথা বলা[৯৬]

৮৭. আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করা[৯৭]

৮৮. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া[৯৮]

৮৯. অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা[৯৯]

৯০. উপকার করে খোঁটা দেয়া[১০০]

৯১. আল্লাহর ওয়ালীদের সাথে শত্রুতা করা[১০১]

৯২. আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা[১০২]

৯৩. হারামের মধ্যে ডুবে থাকা[১০৩]

৯৪. ওয়াদা ভঙ্গ করা[১০৪]

৯৫. মাদকাসক্ত হওয়া[১০৫]

---

[৯৪]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১২; সহীহুল বুখারী : ৬০৬৪, সহীহ মুসলিম : ৬৭০১; সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৮৪৯, সুনান আবূ দাউদ : ৪৯১০; সহীহুল বুখারী : ৭০৪২; বায়হাক্বী : ১৪৫৭২।

[৯৫]. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ২০০; সহীহুল বুখারী : ৬১১৬, মুসনাদ আহমাদ : ১০০১১; সহীহুল বুখারী : ৩৩৮২, সহীহ মুসলিম : ৬৮১২।

[৯৬]. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৩৩; সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ৯০; সহীহুল বুখারী : ৬০৩২; সহীহ মুসলিম : ৬৭৬১।

[৯৭]. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৯৯; সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ৪৫-৪৭।

[৯৮]. সূরা ইউসুফ ১২ : ৮৭; সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৮৩; সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩; সূরা আল হিজ্‌র ১৫ : ৫৫-৫৬; সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১ : ৪৯।

[৯৯]. সূরা আল ফাত্‌হ ৪৮ : ৬; সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১ : ২২-২৩; সহীহুল বুখারী : ৬০৬৬, সহীহ মুসলিম : ৬৭০১।

[১০০]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৪; সহীহ মুসলিম : ৩০৬, সুনান ইবনু মাজাহ : ২২০৮; সুনান আবূ দাউদ : ৩৪৭৪।

[১০১]. সূরা আল বুরূজ ৮৫ : ১০; সহীহুল বুখারী : ৬৫০২; শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ১২৪৭।

[১০২]. সূরা আল মুজাদালাহ্ ৫৮ : ২২; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৫১।

[১০৩]. সূরা আল হাজ্জ ২২ : ২৫; সহীহুল বুখারী : ৬৮৮২; বায়হাক্বী : ১৫৯০২।

[১০৪]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৭; সূরা আর্ রা'দ ১৩ : ২৫; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ১৩; সহীহ মুসলিম : ৪৮৯২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪১১৪।

www.pathagar.com

৯৬. যিনা বা ব্যভিচার করা[১০৬]

৯৭. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া[১০৭]

৯৮. চুরি করা[১০৮]

৯৯. ডাকাতি করা[১০৯]

১০০. চেহারায় দাগ কাটা ও চিহ্ন দেয়া[১১০]

১০১. সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা[১১১]

১০২. পুরুষের রেশম বা স্বর্ণের পোশাক পরিধান করা[১১২]

১০৩. অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা[১১৩]

১০৪. জানা সত্ত্বেও অন্যকে পিতা দাবী করা[১১৪]

১০৫. বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও বাজনা শোনা[১১৫]

১০৬. কবরের উপর বসা[১১৬]

১০৭. টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া[১১৭]

---

[১০৫]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯০-৯১; সহীহ মুসলিম : ৫৩৩৫, মুসনাদ আহমাদ : ১৪৮৮০; সহীহুল বুখারী : ৫৫৭৫, সহীহ মুসলিম : ৫৩৪১।

[১০৬]. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৩২; সূরা আন্ নূর ২৪ : ২-৩।

[১০৭]. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৮০-৮৪; সুনান আবূ দাউদ : ৪৪৬২, জামি' আত্ তিরমিযী : ১৪৫৬।

[১০৮]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩৮; সহীহুল বুখারী : ২৪৭৫, সহীহ মুসলিম : ২১১; সহীহুল বুখারী : ৬৭৬৩; সহীহ মুসলিম : ৪৫০৩।

[১০৯]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩৩।

[১১০]. সহীহ মুসলিম : ৫৬৭২; সহীহ মুসলিম : ৫৬৭৪।

[১১১]. সহীহুল বুখারী : ৫৪২৬, সহীহ মুসলিম : ৫৫২১; সহীহ মুসলিম : ৫৫০৯।

[১১২]. সহীহুল বুখারী : ৫৮৩৪; সহীহ মুসলিম : ৫৫৩১; সহীহ মুসলিম : ৫৫৯৩।

[১১৩]. সহীহ মুসলিম : ৬৮৩২।

[১১৪]. সহীহুল বুখারী : ৬৭৬৬; সহীহ মুসলিম : ২২৯।

[১১৫]. সূরা লুক্বমান ৩১ : ৬; সহীহুল বুখারী : ৫৫৯০; সহীহ মুসলিম : ৪০৩৯।

[১১৬]. সহীহ মুসলিম : ২২৯২।

[১১৭]. সহীহ মুসলিম : ৩০৬, সুনান ইবনু মাজাহ : ২২০৮; সুনান আবূ দাউদ : ৩৪৭৬; সহীহুল বুখারী : ৫৭৮৭।

www.pathagar.com

১০৮. পুরুষদের মহিলার বেশ এবং মহিলাদের পুরুষদের বেশ ধারণ করা[১১৮]

১০৯. ছায়ায় ও রাস্তায় প্রসাব-পায়খানা করা[১১৯]

১১০. মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কোন জন্তুকে আটকে রাখা[১২০]

১১১. কোন জন্তুকে তীর বা গুলি লাগানোর ট্রেনিং-এর লক্ষ্য বস্তু বানানো[১২১]

১১২. বিনা কারণে কুকুর পোষা[১২২]

১১৩. মৃত জন্তু ও রক্ত খাওয়া[১২৩]

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত তালিকায় বর্ণিত গুনাহগুলোর মধ্যে শাস্তির পরিমাণ ও ভয়ংকরিতার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর কোনটি পৃথিবীতে দণ্ডনীয় অপরাধ আবার কোনটির পৃথিবীতে দণ্ড উল্লেখ নেই। আবার কিছু গুনাহ কাবীরা গুনাহ কিনা তা নিয়ে 'আলিমগণের মধ্যে সঙ্গত কারণেই মতবিরোধ রয়েছে। তাছাড়া যেহেতু এখানে সংক্ষেপে শুধু গুনাহগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু উল্লিখিত শিরোনামগুলোর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বোঝা জরুরি। নতুবা ভুল বোঝার আশঙ্কা রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট বইপত্র পড়ে ও 'আলিমদের জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট করে বুঝে নেয়া উচিত।

---

[১১৮]. সহীহুল বুখারী : ৫৮৮৫; সুনান ইবনু মাজাহ : ১৯০৪; শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৩২০৭; ৩২০৮; সহীহুল বুখারী : ৫৮৮৬; সুনান আবূ দাঊদ : ৪৯৩২; মুসনাদ আহমাদ : ২১২৩।

[১১৯]. সহীহ মুসলিম : ৬৪১, সুনান আবূ দাঊদ : ২৫; সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ : ৬৭; শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ১৯১।

[১২০]. সহীহুল বুখারী : ৩৩১৮; সহীহ মুসলিম : ৫৯৮৯।

[১২১]. সহীহুল বুখারী : ৫৫১৫; সহীহ মুসলিম : ৫১৭৪।

[১২২]. সহীহুল বুখারী : ৫৪৮১; সহীহ মুসলিম : ৪১০৬।

[১২৩]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩।

www.pathagar.com

মানবজীবনে গুনাহের কুপ্রভাব

গুনাহের পরকালীন শাস্তির কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা অনেকেই গুনাহের ইহকালীন কুপ্রভাব সম্পর্কে জানি না। আসলে আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুনাহের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। গুনাহ আমাদের জীবনযাপনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কখনো কখনো ব্যক্তির করা গুনাহের প্রভাব ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কখনো সেই প্রভাব ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে এমনকি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা নিয়মিত গুনাহ করে যাচ্ছি। অথচ এসব গুনাহ আমাদের জীবনে কিভাবে কুপ্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে তা আমরা অনেকেই বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। খারাপ থেকে বাঁচার জন্যই খারাপকে চিনতে হবে।

কবি আবূ ফারাস আল হামদানী[১২৪] বলেছেন :

عرفت الشَّرَّ لا للشَّر ... لكن لتوقِّيهِ

ومن لا يعرف الشَّرَّ ... من النَّاس يقع فيهِ

"আমি খারাপকে চিনেছি, খারাপ কিছু করার জন্য নয় বরং খারাবী থেকে বাঁচার জন্য; আর যে মানুষ খারাপকে চিনবে না সে তাতে পতিত হবে।"[১২৫]

কিন্তু কুরআন, হাদীস এবং সালাফে সালিহীনের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায়, এই গুনাহগুলো আমাদের জীবনে কী ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করছে। গুনাহ থেকে বাঁচার অনুভূতি মনের মধ্যে তৈরি করার জন্য গুনাহের কুপ্রভাব জানা জরুরি। তাই গুনাহ মাফের উপায় বর্ণনা করার আগে আমাদের জীবনে গুনাহের কিছু প্রভাব আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। নিম্নে কিছু কুপ্রভাব উল্লেখ করা হলো :

---

১২৪. জন্ম : ৩২০ হি./৯৩২ ঈ. - মৃত্যু : ৩৫৭ হি./৯৬৮ ঈ.।

১২৫. আল হামাসাহ আল মাগরিবিয়্যাহ, পৃ. ১২৪ (আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ)।

www.pathagar.com

১. জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি কমে যাওয়া :

জ্ঞান ও মুখস্থ শক্তি আল্লাহর দেয়া অনন্য নি'আমত। গুনাহের কারণে আল্লাহ এই নি'আমত তুলে নেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)[১২৬]একদিন মাদীনায় ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)[১২৭]-এর সামনে বসা ছিলেন। তখন ইমাম মালিক ইমাম শাফি'ঈকে দেখে বুঝলেন যে, ছেলেটির মধ্যে প্রতিভা আছে। তাই তিনি তাকে নসীহত হিসেবে বলেন,

"إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية"

"আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরে আলো (জ্ঞান) দান করেছেন, অতএব তুমি এই আলোকে গুনাহের অন্ধকার দিয়ে নিভিয়ে দিও না।"

ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) নিজেই বলেন :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور *** ونور الله لا يهدى لعاصي

"আমি আমার শিক্ষক ওয়াকি'-এর নিকট দুর্বল মুখস্থশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলাম (অর্থাৎ আমি বললাম যে, আমার মুখস্থশক্তি/স্মৃতিশক্তি দুর্বল। এখন আমি কী করতে পারি?) জবাবে তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করি। তিনি আরও বললেন, জেনে রাখো, জ্ঞান হচ্ছে আলো। আর আল্লাহর আলো তিনি কোন গুনাহগারকে দেন না।"[১২৮]

অনেকে বিভ্রান্ত হন যখন দেখেন, কোন গুনাহগারকেও আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি দান করেন। এটা কেন? এর উত্তর জানতে নিচের আয়াত দু'টি পড়ুন :

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ

---

[১২৬]. জন্ম : ১৫০ হি./৭৬৭ ঈ. - মৃত্যু : ২০৪ হি./৮২০ ঈ.।
[১২৭]. জন্ম : ৯৩ হি./৭১১ ঈ. - মৃত্যু : ১৭৯ হি./৭৯৫ ঈ.।
[১২৮]. ই'য়ানাতুত্ তালিবীন 'আলা হাল্লি আলফাযি ফাতহিল মু'ঈন, খ. ২, পৃ. ১৬৭।

www.pathagar.com

كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

"আর তুমি তাদের নিকট সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনীসমূহ বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে।"[১২৯]

ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাউযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)[১৩০] বলেন,

"ففي الآية دليل على أنه ليس كل من آتاه الله العلم فقد رفعه به، إنما الرفعة بالعلم درجة فوق مجرد إتيانه"

"এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ যাকে জ্ঞান দান করেন তাকেই উচ্চমর্যাদা দান করেন না। যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ শুধু জ্ঞানার্জনের চেয়ে অনেক উত্তম ব্যাপার।"

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেলো যে, আল্লাহ কোন গুনাহগারকে জ্ঞানের আলো দেন না। বাহ্যিকভাবে কাউকে দিয়েছেন বলে দেখা গেলে বুঝে নিতে হবে যে, এটি তার জন্য পরীক্ষা। ক্বিয়ামাতের বিচারের মাঠে তার এই জ্ঞান তার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। তাই জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখার জন্য গুনাহের কাজ বর্জনের ও জ্ঞানানুযায়ী 'আমলের কোন বিকল্প নেই। সকল মানুষের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে বেশি সচেতন হওয়া জরুরি।

---

[১২৯] সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৭৫-১৭৬।

[১৩০]. জন্ম ৬৯১ হি./১২৯২ ঈ. - মৃত্যু ৭৫১ হি./১৩৫০ ঈ.।

www.pathagar.com

২. রিয্‌ক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া :

গুনাহের কুপ্রভাবগুলো মধ্যে অন্যতম হলো, গুনাহ করলে তা গুনাহকারীর জীবিকা কমিয়ে দেয় বা সে বরকতপূর্ণ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা অনেকেই একসময় ভালো ও পর্যাপ্ত খাবার এবং অন্যান্য নি'আমত ভোগ করলেও হঠাৎ দেখি রিয্‌ক্ব ও নি'আমত কমে যাওয়া শুরু করেছে। তখন আমরা হতাশ হই, এর কারণ খুঁজি। আসল কারণের কথা হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। সাওবান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ»

"দু'আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফেরায় (পরিবর্তন করে) না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছু আয়ুকে বাড়ায় না এবং কৃত পাপের কারণেই বান্দা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়।"[১৩১]

৩. আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়া :

গুনাহের কাজের অন্যতম কুপ্রভাব হলো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ না মানা এবং নিজের মনের ইচ্ছার লাগামহীন অনুসরণ করা। মানুষ যখন গুনাহ করতে থাকে এবং গুনাহের পরিমাণ বাড়াতে থাকে তখন ধীরে ধীরে তার 'ইবাদাতের পরিমাণ কমতে থাকে, ঈমান সঙ্কুচিত হতে থাকে, 'ইবাদাতের প্রতি মনোযোগে ঘাটতি দেখা দেয়, আল্লাহর আনুগত্য করতে না পারলে দুঃখ বা আফসোস লাগে না। গুনাহের প্রভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করা কঠিন মনে হতে থাকে। অন্যায়-অশ্লীলতার চর্চায় সুখ লাভ করে এবং তা অভ্যাসে পরিণত হয়।

আল্লাহর আনুগত্য ও শয়তানের আনুগত্য একই সাথে সমান গতিতে চলতে পারে না। তাই শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে গুনাহ অর্জন করতে থাকলে আল্লাহর আনুগত্য করতে মন আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যারা আল্লাহর আনুগত্যে অনীহাবোধ করে, অলসতাবোধ করে অথচ তারা একসময় 'ইবাদাতে

---

[১৩১]. সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০২২, মুসনাদ আহমাদ : ২২৪১৩; মিশকাত : ৪৯২৫, হাদীসটির প্রথমাংশ হাসান লিগাইরিহী, তবে শেষাংশের ইসনাদ য'ঈফ।

www.pathagar.com

মনোযোগী ছিল এবং অন্যকেও দা'ওয়াত দিত তখন বুঝে নিতে হবে যে, তার উপরে তার কৃত গুনাহের কুপ্রভাব পড়েছে। তাই সে ইবাদাতে গাফিল ও পিছিয়ে। তাইতো যারা কাফির তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মৃত বলেছেন; তারা জীবিত নয়। (সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ২১) অর্থাৎ কাফিররা শারীরিকভাবে জীবিত থাকলেও আত্মিক ও মানসিকভাবে তারা মৃত।

৪. অন্তর মরে যাওয়া ও অপমানিত হওয়া :

গুনাহ মানুষের অন্তরকে মেরে ফেলে। এর কারণে অন্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয়। গুনাহে লিপ্ত থাকা অসম্মানেরও কারণ। সম্মান দেয়ার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর অবাধ্যতা করে সম্মানিত হওয়া যায় না। বরং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়া যায়। ফলে সে সকলের আন্তরিক ভালোবাসায় সিক্ত হয়।

আল্লাহর ভালোবাসা পেলে যেমন মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া যায় তেমনি আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তার বিরাগভাজন হতে হয় এবং অপমানিত হতে হয়।

ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ)[১৩২] বলেন :

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها

"আমি দেখেছি গুনাহ অন্তরকে মেরে ফেলে আর সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকা অপমান নিয়ে আসে। গুনাহ পরিত্যাগ করা অন্তরের বাঁচিয়ে রাখে আর নফস্ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত।"

৫. পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া :

মানুষের গুনাহের কারণে দুনিয়াতে বিভিন্ন রকমের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিপর্যয় হতে পারে স্থলভাগে, হতে পারে জলভাগে (সাগর-নদীতে), হতে

---

[১৩২]. জন্ম : ১১৮ হি. - মৃত্যু : ১৮১ হি.।

www.pathagar.com

পারে আকাশে, হতে পারে ফল-ফসলে, হতে পারে বাসস্থানে। এই বিপর্যয়ের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ্ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"[১৩৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا ، بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, "হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া

---

[১৩৩] সূরা আর্ রূম ৩০ : ৪১।

www.pathagar.com

এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।”[১৩৪]

৬. সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা ও মনস্তাত্ত্বিক রোগে ভোগা :

গুনাহগার ব্যক্তি সবসময় জানা-অজানা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তাকে দেখেই বোঝা যায় যে, সে ভীত, নিরাপত্তাহীন। যখন কেউ গুনাহ করে তখন সে আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যায়। আর আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে এমন এক নিরাপত্তা যার ভিতরে কেউ ঢুকলে সে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

আর যে আল্লাহর আনুগত্যের নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যাবে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সে মনে মনে ভাববে, কখন না জানি মৃত্যু চলে আসে, কখন না জানি শাস্তি চলে আসে। সে মৃত্যুকে ভয় পাবে। কারণ সে জানে যে, মারা গেলে পরেই তার প্রাপ্য শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। আর মৃত্যুকে ভয় পাবার কারণে সে ঝুঁকিপূর্ণ যে কোন কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। এভাবে সারাক্ষণ সে ভয়ের মধ্যে কাটাবে, হীনমন্যতায় ভুগবে। একটা পর্যায়ে তাকে “ভয়রোগ” গ্রাস করে ফেলবে, যা আজকাল পৃথিবীর সবচেয়ে মহামারী রোগ হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সে কোন সৃজনশীল কাজ করতে পারবে না।

---

[১৩৪]. সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০১৯, হাদীসটির সনদ হাসান।

www.pathagar.com

৭. মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হওয়া :

গুনাহের প্রভাবে মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হয়। কাফিররা আর মুসলিমদেরকে ভয় পায় না। বর্তমানেও এমন অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই মুসলিমরাই ইসলামের প্রথম যুগে অস্ত্রশক্তিতে দুর্বল হওয়ার পরও শুধু ঈমানের ও 'আমলের বলে বলিয়ান হয়ে কাফিরদের পরাজিত করেছিল। কিন্তু আজ মুসলিমরা গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের ঈমান ও 'আমলের শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।

যে মুসলিমরা শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলেও মৃত্যু পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছে সেই মুসলিমরাই আজ পায়ে একটি কাঁটা বিধঁলে ভয়ে ঘর থেকে বের হয় না।

মুসলিমরা আজ ইতিহাসের যে কোন সময়ের তুলনায় সংখ্যায় বেশি হলেও তাদেরকে আজ কাফির-মুশরিকরা পাত্তা দিচ্ছে না। এর কারণ কী? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মৃত্যুভয়। আর মৃত্যুভয় তৈরি হয় গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকলে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلٰى قَصْعَتِهَا». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ».

"অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? তিনি বলেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভীরুতা দূর করে দেবেন।

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! ‘আল ওয়াহ্‌ন’ কী? তিনি (ﷺ) বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[১৩৫]

৮. লজ্জা-শরম কমে যাওয়া :

গুনাহের কাজ করলে ধীরে ধীরে লজ্জা-শরম কমে যেতে থাকে। তখন সে যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারে, করতে পারে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»

“যখন তোমার থেকে লজ্জা চলে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।”[১৩৬]

অর্থাৎ লজ্জাহীন মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। আর লজ্জার পুরোটুকুই কল্যাণ। যার লজ্জা নাই তার কাছে কল্যাণও থাকার কথা না। তাই লজ্জাহীন মানুষ কল্যাণহীন হতে পারে। আর যখন কারো মধ্যে কল্যাণ থাকবে না তখন তার কর্মকাণ্ড বিপথে পরিচালিত হবে। এগুলো সবই তার গুনাহের কুপ্রভাবে হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যত্র বলেছেন :

«وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» “লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।”[১৩৭]

৯. আল্লাহর নি‘আমত থেকে বঞ্চিত হওয়া :

গুনাহের কারণে ব্যক্তি আল্লাহর অনেক নি‘আমত থেকে বঞ্চিত হয়। ‘আলী رضي الله عنه বলেন,

إذا كنت في نعمة فارعها.....فإن الذنوب تزيل النعم.

“যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নি‘আমতকে দূর করে দেয়।”

---

১৩৫. সুনান আবূ দাঊদ : ৪২৯৯, মুসনাদে আহমাদ : ২২৩৯৭, হাদীসটি সহীহ।
১৩৬. সহীহুল বুখারী : ৬১২০।
১৩৭. সহীহুল বুখারী : ৯।

www.pathagar.com

১০. গুনাহের কারণে গুনাহ্গার ও তার রবের মাঝে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও দুঃসম্পর্ক তৈরি হয় :

কোন এক পূর্ববর্তী বিদ্বান বলেছেন,

إِنِّي لأَعصِي اللهَ ، فَأَرى ذلكَ فِي خُلُقِ دابَّتِي وامرأتِي.

"আমি যখন আল্লাহর অবাধ্য হই তখন তার কুপ্রভাব আমি আমার বাহন ও আমার স্ত্রীর আচার-আচরণে দেখতে পাই।"

১১. দৈনন্দিন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও সমস্যায় পড়া :

গুনাহের কুপ্রভাবে গুনাহ্গার যখনই কোনো কাজ করতে যায় তখনই সে তাতে বাধাপ্রাপ্ত ও সমস্যায় পতিত হয়। তার উপরে কাজটি কঠিন হয়ে যায়। এর বিপরীতে মুত্তাকী ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করতে যায় তখন আল্লাহ্ তার জন্য সে কাজকে সহজ করে দেন। তবে তাকে আল্লাহ্ কখনো কখনো পরীক্ষাও করেন।

১২. গুনাহ্ গুনাহ্গারের জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয় :

গুনাহ্গার ব্যক্তি তার অন্তরে অন্ধকার অনুভব করে। রাতের অন্ধকারে আলোহীন পথিকের যে অবস্থা হয় গুনাহের ভারে নিমজ্জিত ব্যক্তিরও তেমন অবস্থা হয়।

চোখ না থাকার কারণে যেমন অন্ধ ব্যক্তির সামনে দুনিয়ার সবকিছু অন্ধকার মনে হয় তেমনি গুনাহের কারণে চামড়ার চোখ থাকার পরও গুনাহের অন্ধকারে গুনাহ্গারও হাবুডুবু খায়। কারণ আল্লাহর আনুগত্য করাই হচ্ছে আসল আলো। আর তাঁর অবাধ্যতাই হচ্ছে অন্ধকার।

অন্ধকার যত বাড়তে থাকে আলোহীন পথিক যেমন বেশি পথ হারায় তেমনি গুনাহ্গারও যখন গুনাহ্ মাফ না করিয়ে নতুন নতুন গুনাহ্ করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে সে বিদ্'আত, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে বুঝতেই পারে না যে সে বিপথে চলছে। একসময় সে কোন কিছুকেই গুনাহ মনে করে না। সবকিছুকেই বৈধ ও সঠিক কাজ মনে করে।

www.pathagar.com

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إن للحسنة ضياءً في الوجه ، ونوراً في القلب ، وسعةً في الرزق ، وقوةً في البدن ، ومحبةً في قلوب الخلق ، وإن للسيئة سواداً في الوجه ، وظلمةً في القلب ، ووهناً في البدن , ونقصاً في الرزق ، وبغضةً في قلوب الخلق.

"সাওয়াবের কাজ হলো চেহারা উজ্জ্বলতা, অন্তরের আলো, রিয্ক্বের প্রশস্তি, শরীরের শক্তি এবং মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী। আর গুনাহ হচ্ছে চেহারার কলুষতা, অন্তরের অন্ধকার, শরীরের দুর্বলতা, রিয্ক্বের সংকট ও মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী।"

১৩. গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হতে হয় :

আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া গুনাহের আর যদি কোনো কুপ্রভাব না থাকতো তাহলে শাস্তি হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতো। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি যে, গুনাহের শাস্তি হিসেবে আমরা আর আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবো না- এমন যদি হতো তাহলে তা কতই না ভয়াবহ একটি ব্যাপার হতো। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, *আ-মীন*।)

গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্যের পথ ও সুযোগ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একটি, দু'টি, তিনটি করতে করতে আনুগত্যের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এসব আনুগত্যের পথগুলোর এক একটি দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম ছিল।

১৪. গুনাহ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় :

গুনাহ ধীরে ধীরে গুনাহগারের অন্তরে গুনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। আর আরো বেশি গুনাহ করার ইচ্ছাকে শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করে দেয়। তার অন্তর থেকে তাওবার ইচ্ছাকে দূর করে দেয়। একসময় সে পুরোপুরিভাবে তাওবাকে পরিত্যাগ করে। একসময় সে মিথ্যাবাদীদের মত শুধু মৌখিক ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করে কিন্তু তার অন্তর থাকে গুনাহের সাথে বাঁধা। সে দিনরাত গুনাহ করতেই থাকে। আর এটিই হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ। আর এটিই তাকে আস্তে আস্তে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

১৫. গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায় :

নিয়মিত গুনাহ করতে থাকলে গুনাহ গুনাহগারের অন্তর থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণাভাব দূর করে দেয়। ফলে সে আর গুনাহকে খারাপ কিছু মনে করে না। তার কাছে গুনাহের কাজগুলো স্বাভাবিক মনে হয়। তাকে গুনাহের কাজ করতে মানুষ দেখছে বা মানুষ তার খারাপ দিক নিয়ে সমালোচনা করছে তাতেও তার কিছুই আশে যায় না। সে কিছুই মনে করে না। তার অন্তরে গুনাহের প্রতি কোনো ঘৃণা জাগে না।

১৬. গুনাহ্ অন্তরকে গাফিল করে দেয় :

গুনাহগার যখন অতিমাত্রায় গুনাহ্ করতে থাকে তখন তার অন্তরে মোহর পড়ে যায়। ফলে তার অন্তরে ভালো কিছুর প্রভাব পড়ে না। তখন সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[১৩৮]

উপরোল্লিখিত কুপ্রভাবগুলো ছাড়াও গুনাহের আরো অনেক কুপ্রভাব মানবজীবনে রয়েছে। অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো শুধু ভুক্তভোগীই জানে এবং অনুভব করে। গুনাহের কুপ্রভাবে যেমন জীবন সংকীর্ণ ও কষ্টকর হয়ে যায় তেমনি গুনাহ থেকে মুক্তি জীবনকে করে উজ্জ্বল, সফল ও সুখময়।

---

[১৩৮]. https ://islamqa.info/ar/23425; ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তার "আল জাওয়াব আল কাফী" গ্রন্থে উক্ত কুপ্রভাবগুলোর অনেকগুলো উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
গুনাহ্ মাফের উপায়

- সব গুনাহ কি মাফ হয়?
- গুনাহ্ মাফের উপায়ের প্রকারভেদ
- গুনাহ মাফের উপায়সমূহ
- গুনাহ মাফের 'আমলগুলোর স্তরবিন্যাস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সব গুনাহ্ কি মাফ হয়?

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, কাবীরা ও সগীরা সকল গুনাহ্-ই কি মাফ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো, হ্যাঁ, আল্লাহ চাইলে সকল গুনাহ্-ই মাফ করতে পারেন। তবে তিনি কুরআনে বলে দিয়েছেন যে, তিনি শির্কের গুনাহ্ মাফ করবেন না। এছাড়া অন্যান্য গুনাহ্ মাফ করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।"[১৩৯]

শির্ক ছাড়া অন্যান্য কাবীরা গুনাহ্গুলো মাফ পেতে সাধারণত তাওবাহ্ করার দরকার হয়। কিন্তু সগীরা গুনাহ্ মাফের জন্য সবসময় তাওবার প্রয়োজন হয় না। দৈনন্দিন কিছু 'আমলের মাধ্যমে এসব ছোট-খাট গুনাহ্গুলো মাফ হয়ে যায়। তাই কাবীরা গুনাহ্গুলো থেকে বেঁচে থাকলে সগীরা গুনাহ্গুলো আল্লাহ মাফ করে দেবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

"তোমরা যদি নিষেধকৃত কাবীরা গুনাহ্গুলো বা গুরুতর/বড় পাপসমূহ পরিহার করো তাহলে আমরা তোমাদের (ছোট) লঘুতর পাপগুলোকে মোচন করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো।"[১৪০]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾

"যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া কাবীরা গুনাহ্ ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত থাকে। নিশ্চয় তোমার রব অপরিসীম ক্ষমাশীল।"[১৪১]

---

১৩৯. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ৪৮, ১১৬।
১৪০. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ৩১।

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»

"পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আহ্ থেকে আরেক জুমু'আহ্ এবং এক রমাযান থেকে আরেক রমাযান; এর মাঝে সংঘটিত (সগীরা) গুনাহ মুছে ফেলে, যদি কাবীরা গুনাহ থেকে সে বেঁচে থাকে তাহলে (নতুবা নয়)।"[১৪২]

অর্থাৎ কেউ যদি ফজরের সলাত আদায় করে, তারপর যোহরের সময় যোহরের সলাত আদায় করে তাহলে সে ফজরের সলাতের পর থেকে যোহরের সলাত পর্যন্ত যে সব সগীরা গুনাহ করেছে, যোহরের সলাত আদায় করার সাথে সাথে তার সেই গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে। এ রকমই এক সপ্তাহে জুমু'আহর সলাত আদায় করে পরের সপ্তাহের জুমু'আর সলাত আদায় করলে এই দুই জুমু'আর মধ্যবর্তী সাত দিনের সগীরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে।

একইভাবে এ বছর যারা রমাযান মাসের সিয়াম পালন করেছে এবং পরবর্তী বছরও রযামানের সিয়াম পালন করলে তার এই দুই রমাযানের মাঝের এক বছরের সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে এই সময়গুলোতে কাবীরা গুনাহ করা যাবে না।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ»

"পাঁচ ওয়াক্তের সলাত, এক জুমু'আহ্ থেকে আরেক জুমু'আহ্ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সে সব পাপের মোচনকারী হয় (এই শর্তে যে,) যদি কাবীরা গুনাহসমূহ তাকে আবিষ্ট না করে (অর্থাৎ সে কোন কাবীরা গুনাহ না করে)।"[১৪৩]

---

[১৪১]. সূরা আন্ নাজ্ম ৫৩ : ৩২।
[১৪২]. সহীহ মুসলিম : ৫৭৪।
[১৪৩]. সহীহ মুসলিম : ৫৭২; জামি' আত্ তিরমিযী : ২১৪।

www.pathagar.com

আরও একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»

"যে ব্যক্তি ফরয সলাত উপস্থিত হলে সে জন্য উত্তমরূপে উযূ করবে। (অতঃপর) তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে 'রুকূ'' করবে। তাহলে তার সলাত পূর্বে সংঘটিত কাবীরা গুনাহ ছাড়া অন্যান্য পাপরাশির জন্য কাফ্ফারা বা মাফের অবলম্বন হয়ে যাবে। আর এ বিধান সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য।"[১৪৪]

সাধারণভাবে ভালো কাজ খারাপ কাজকে মুছে ফেলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

"নিশ্চয় ভালো কাজগুলো মন্দকাজগুলোকে মিটিয়ে দেয়।"[১৪৫]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাবীরা গুনাহ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ তা'আলা সাধারণ নেক কাজের মাধ্যমে এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। এর জন্য বিশেষ তাওবাহ্ জরুরি নয়। বিভিন্ন 'আমলের মাধ্যমেই এসব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, কিছু কিছু কাবীরা গুনাহও বিশেষ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মের মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে আসছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»

---

১৪৪. সহীহ মুসলিম : ৫৬৫।

১৪৫. সূরা হূদ ১১ : ১১৪।

"তিনি জিবরীল আলায়হিস সালাম আমার কাছে এসে বললেন, 'আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে (অর্থাৎ শির্‌ক না করে) মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, 'যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও?' তিনি বললেন, 'যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও'।"[১৪৬]

আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً. فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا». فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»

"নিশ্চয় আমি সেই জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, যে সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সবার শেষে জাহান্নাম থেকে বের হবে। সে এমন এক ব্যক্তি, যাকে ক্বিয়ামাতের দিন হাজির করা হবে এবং বলা হবে, 'ওর ছোট-ছোট পাপগুলো ওর কাছে পেশ কর এবং বড়-বড় পাপগুলো তুলে নাও।' তারপর তার ছোট-ছোট পাপগুলো তার কাছে পেশ করা হবে এবং বলা হবে, 'তুমি অমুক দিনে এই পাপ করেছ, অমুক দিনে এই এই পাপ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। সে তো অস্বীকার করতে পারবে না। সে তার বড় পাপগুলো পেশ করার ভয়ে ভীত থাকবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'তোমার প্রত্যেক পাপের স্থলে একটি করে পুণ্য দেয়া হল।' তখন সে বলবে, 'হে আমার রব! আমি তো অনেক কিছু (এমন পাপ) করেছি, যা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি না।' এ ঘটনা বর্ণনা করে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হেসে ফেললেন যাতে তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে গেল।"[১৪৭]

---

[১৪৬]. সহীহুল বুখারী : ৬৪৪৪; সহীহ মুসলিম : ২৩৫১।

[১৪৭]. সহীহ মুসলিম : ৪৮৭, মুসনাদ আহমাদ : ২১৩৯৩।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেলো আল্লাহ তা'আলা বিশেষ প্রেক্ষাপটে কিছু কাবীরা গুনাহ বান্দার অজান্তে তাওবাহ্ ছাড়াও মাফ করেন।

কাবীরা গুনাহ ক্ষমা সম্পর্কে ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ)[১৪৮] বলেন :

أن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله والله أعلم.

"কাবীরা গুনাহ শুধু তাওবাহ্ অথবা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের মাধ্যমে মাফ হয়। আল্লাহ অধিক জানেন।"[১৪৯]

অধিকাংশ (জুমহূর) 'আলিমগণের মতে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যমূলক বিভিন্ন 'আমল এবং ফরয 'আমলগুলো সগীরা গুনাহগুলোকে মাফ করিয়ে দেয়; কাবীরা গুনাহ্ মাফ করায় না। যা উপরিউক্ত আলোচনার প্রথমদিকের দলীলগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। কাবীরা গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য অবশ্যই তাওবাহ্ করতে হবে। তবে হদ্দ বা দণ্ডবিধির আলোকে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট কাবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায় যে কথা আমরা সামনে আলোচনা করবো।

সাউদী আরবের বিখ্যাত 'আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ্ আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ)[১৫০] এ ব্যাপারে 'আলিমগণের মতভেদ উল্লেখ করার শেষে বলেন,

"কিন্তু বলা যেতে পারে যে, আমরা এরূপ কথা বলা (মতভেদ করা) থেকে নীরব থেকে আল্লাহর নিকট এই আশা রাখব যে, তিনি (সগীরা-কাবীরা) সকল গুনাহকেই ক্ষমা করে দেবেন। বিশেষ করে যখন হাদীসে বলা হয়েছে, "তার পাপ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও মাফ হয়ে যাবে।"[১৫১] আর আল্লাহর কাছে এই আশা রাখব যে, কাবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত না থাকলেও সে ক্ষমা বহাল থাকবে। বলাবাহুল্য, এ কথা বিচ্যুতি থেকে অধিক দূরে এবং আশার ব্যাপারে বেশি বলিষ্ঠ।"[১৫২]

---

১৪৮. জন্ম : ৪৭৬ হি./১০৮৩ ঈ. - মৃত্যু : ৫৪৪ হি./১১৪৯ ঈ.।
১৪৯. শারহু সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১০৬ ও ১২৭।
১৫০. জন্ম : ১৩৪৭ হি./১৯২৫ ঈ. - মৃত্যু : ১৪২১ হি./২০০১ ঈ.।
১৫১. পূর্ণ হাদীস ও রেফারেন্স সামনে আসছে।
১৫২. শারহু বুলূগিল মারাম, খ. ৭, পৃ. ৫৪, পাপ, তার শাস্তি ও মুক্তির উপায় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আল্লাহ গাফুর (ক্ষমাশীল), রহীম (দয়ালু); তিনি চাইলে যে কোন ওয়াসীলায় আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন। অতএব, আমরা সর্বদা গুনাহ মাফের ব্যাপারে আশাবাদী থাকবো, কখনো হতাশ বা নিরাশ হবো না। তাই হতাশ না হয়ে আশাবাদী থাকাটাই আমাদের জন্য কল্যাণকর।

গুনাহ্ মাফের উপায়ের প্রকারভেদ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে মাফ করার অনেকগুলো উপায় বলে দিয়েছেন। এই উপায়গুলো দুই ধরনের :

*** উপলক্ষযুক্ত উপায়;**

*** উপলক্ষহীন উপায়।**

* উপলক্ষযুক্ত উপায় :

উপলক্ষযুক্ত উপায় বলতে কোন কথা বলা, কাজ করা বা বিপদ, পরীক্ষা, রোগ-বালাই ইত্যাদির উপলক্ষে বান্দার গুনাহ মাফ করানো। তা হতে পারে বান্দার তাওবাহ্ করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর-এর আনুগত্যমূলক কাজ যেমন সলাত, সিয়াম, দু'আ, দান-সদাক্বাহ্ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে; হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পরীক্ষার মাধ্যমে, যার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দার গুনাহগুলোকে মাফ করে দিবেন, তাঁর রবের সাথে সম্পর্ক নবায়ন করবেন, এমনকি বিপদাপদে ধৈর্য ধারণের কারণে তিনি বান্দাকে অতিরিক্ত সাওয়াব দান করবেন।

কখনো কখনো বান্দা জীবিত থাকা অবস্থায়ই তার জন্য অন্যদের দু'আ ও ইস্তিগফার করার মাধ্যমে গুনাহ মাফ করা হয়। আবার বান্দা মৃত্যুবরণ করার পরও কিছু মাধ্যমে গুনাহ মাফ পাওয়ার সুযোগ আছে। যেমন- জানাযার সলাত, পরকালে বিচারের মাঠে শাফা'আতের মাধ্যমে গুনাহ থেকে মাফ পাওয়া যায়। আবার মৃতব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে দু'আ, ইস্তিগফার, দান-সদাকাহ্, ওয়াক্ফ, সিয়াম রাখা, হাজ্জ বা "উমরাহ্ করা ইত্যাদি 'আমলের মাধ্যমেও বান্দা মাফ পেতে পারে। এগুলো সবই গুনাহ মাফের উপলক্ষযুক্ত উপায়।

www.pathagar.com

* উপলক্ষহীন উপায় :

উপলক্ষহীন উপায় বলতে মূলত আল্লাহর ইচ্ছাকেই বুঝানো হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছার উপরে খবরদারি করার কেউ নেই। তিনি একান্ত তাঁর অনুগ্রহবশত কোন বান্দাকে মাফ করে দিতে পারেন। এ জন্য কারও কাছে তাঁর কোন জবাবদিহি করতে হবে না। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তিনি যেমন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রিয্‌ক্‌দাতা ঠিক একইভাবে তিনিই আইনদাতা এবং সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তাই তিনি ইচ্ছামত কারণ ছাড়া ও জবাবদিহিতা ছাড়াই বান্দার জন্য যে কোনও কিছু বরাদ্দ বা ফায়সালা করতে পারেন, তার কোন বান্দাকে মাফও করে দিতে পারেন। এটি হচ্ছে গুনাহ্ মাফের উপলক্ষহীন উপায়।

তাওবাহ্ ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল উপায় দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহ্ মাফ করা হয়। কোন কোন 'আলিম বলেছেন, বান্দার যদি সগীরা গুনাহ্ না থাকে তাহলে এর দ্বারা কাবীরা গুনাহকে হালকা করে দেয়। আবার কিছু কিছু উপায় আছে যেগুলো আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত সগীরা ও কাবীরা-সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়। কখনো গুনাহ্ মাফের সাথে সাথে বান্দার মর্যাদাও বাড়িয়ে দেয়।

আর তাওবাহ্ ছোট-বড় সকল গুনাহ মোচন করে দেয়, যদি শর্ত পূরণ করে যথাযথভাবে তাওবাহ্ করা হয়। আল্লাহ চাইলে যে কাউকে নিজের রহমতে মাফ করে দিতে পারেন। আবার কখনো কখনো মাযলূম ব্যক্তিকে যুল্‌মের ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করেও বান্দার হক কেন্দ্রিক গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এর মানে এই নয় যে, কোন মুসলিম যদি দুনিয়ায় দণ্ডযোগ্য অপরাধজনিত গুনাহ যেমন চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ/মানহানী করা ইত্যাদি করে, তারপর আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে, তাহলে তার উপর থেকে দণ্ডবিধি বা শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কখনো না, বরং যখন যথাযথ আদালতের রায়ের মাধ্যমে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি অপরাধীর উপরে বাস্তবায়ন করা হবে তখন সে ঐ অপরাধের দায় থেকে মুক্ত হতে পারবে। এবং তার এই তাওবাই হলো সত্যিকারের তাওবা, যা তার অন্তরকে পবিত্র করবে এবং তার সাওয়াবের পাল্লাকে ভারি করবে।[১৫৩]

---

১৫৩. মিন মুকাফ্‌ফিরাতিয যুনূব, পৃ. ৮-১০ (ভূমিকা দ্র.)।

www.pathagar.com

গুনাহ্ মাফের উপায়সমূহ

গুনাহ মাফের যতগুলো উপায় কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্য থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ উপায় দলীলসহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো। এখানে বড় বড় উপায়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

১. ইস্তিগফার বা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা :

আরবী শব্দ 'ইস্তিগফার' (الإستغفار) শব্দের অর্থ ক্ষমা চাওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় দু'আ ও তাওবাহ্ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাকে 'ইস্তিগফার' বলা হয়। পাপ মোচনের প্রথম মাধ্যম হলো ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহ নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾

"(নূহ আলায়হিস্ সালাম বললেন) অতঃপর আমি বলেছি, 'তোমরা তোমাদের রব-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল'।"[১৫৪]

পাপের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইস্তিগফার। কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

"আল্লাহ্র কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৫৫]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

---

[১৫৪]. সূরা নূহ ৭১ : ১০।

[১৫৫]. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ১০৬।

www.pathagar.com

"তুমি তোমার রব-এর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা জ্ঞাপন কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবাহ্ গ্রহণকারী।"[১৫৬]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾

"তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য।"[১৫৭]

আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রশংসা করে বা তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্ম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না বা এর উপরে তারা অটল থাকে না। এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর 'আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!"[১৫৮]

কিছু পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন। কিন্তু পাপ করার পর তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলে তিনি পাপীকে শাস্তি দেন না। তিনি বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

---

১৫৬. সূরা আন্ নাস্র ১১০ : ৩।
১৫৭. সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ্ ৪১ : ৬।
১৫৮. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৩৫-৩৬।

www.pathagar.com

"আর আল্লাহ কখনো এমন নন যে, তাদেরকে 'আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো 'আযাবদানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।"[১৫৯]

কেউ যদি কোন পাপ করে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেছেন,

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুল্ম করবে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৬০]

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেছেন :

«يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِى أَغْفِرْ لَكُمْ»

"হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন পাপ করে থাকো, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব।"[১৬১]

নাবী ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِى عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِى أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِى»

"নিশ্চয় শয়তান বলেছে, 'হে আমার রব! আপনার ইয্যতের ক্বসম! আমি আপনার বান্দাদেরকে অবিরামভাবে পথভ্রষ্ট করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেহে প্রাণ থাকবে।' (শয়তানের এই কথার উত্তরে) রব বলেছেন, 'আর আমার ইয্যত ও উচ্চ মর্যাদার ক্বসম! আমি অবিরামভাবে তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব, যতক্ষণ তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।"[১৬২]

---

[১৫৯]. সূরা আল আনফাল ০৮ : ৩৩।
[১৬০]. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ১১০
[১৬১]. সহীহ্ মুসলিম : ৬৭৩।
[১৬২]. মুসনাদ আহমাদ : ১১২৩৭; মুসতাদরাক হাকীম : ৭৬৭২, হাদীসটি সহীহ, আস-সিলসিলা আস্ সহীহাহ্ : ১০৪।

www.pathagar.com

আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

«يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»

'হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশের যে পর্যন্ত দৃষ্টি যায়/প্রকাশ পায় সে পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি জমিন ভরা গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমি জমিন ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।"[১৬৩]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»

"আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষম' করব।"[১৬৪]

---

[১৬৩]. জামি' আত্ তিরমিযী : ২৮০৫, হাদীসটি সহীহ।
[১৬৪]. সহীহুল বুখারী : ১১৪৫, ৭৪৯৫; সহীহ মুসলিম : ১৮০৮।

www.pathagar.com

নাবী ﷺ (সামান্য অন্যমনস্কতার জন্য) প্রতিদিন ১০০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি বলেছেন,

«إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»

"আমার অন্তর ক্ষণিক বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর আমি দিনে ১০০ বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই।"[১৬৫]

তিনি আরও বলেছেন,

«وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»

"আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ৭০ বারেরও বেশি ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও তাওবাহ্ করে থাকি।"[১৬৬]

ইবন 'উমার رضي الله عنهما বলেন, একই মজলিসে বসে নাবী ﷺ-এর (এই ইস্তিগফারটি) পাঠ করা অবস্থায় ১০০ বার পর্যন্ত গুণতাম,

«رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»

"হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, আমার তাওবাহ্ কবূল কর, নিশ্চয় তুমি অতিশয় তাওবাহ কবূলকারী, পরম দয়াময়।"[১৬৭]

নাবী ﷺ-এর জীবনের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়ার পরও অর্থাৎ তিনি নিষ্পাপ হওয়ার পরও যদি প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার মহান রব-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাওবাহ্ করেন তাহলে আমার-আপনার মতো পাপীদের কী করা উচিত? প্রতিদিন কতবার ইস্তিগফার ও তাওবাহ করা উচিত?

ইস্তিগফারের কিছু ইতিবাচক প্রভাব আছে। যেমন প্রতিদিন ১০০ বার ইস্তিগফার পড়লে মন-মস্তিষ্কে তার বিশেষ প্রভাব পড়ে। কারণ বারবার উচ্চারিত কথা মনে-ব্রেনের নির্দিষ্ট জায়গায় স্থান করে নেয় এবং সেই অনুযায়ী মানুষের চরিত্র ও আচরণে বিশেষ প্রভাব পড়ে। সুতরাং পাপ থেকে বারবার ক্ষমা চাইলে পাপ করার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে যায়।

---

[১৬৫]. সহীহ মুসলিম : ৭০৩৩।

[১৬৬]. সহীহুল বুখারী : ৬৩০৭।

[১৬৭]. সুনান আবূ দাউদ : ১৫১৮; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৪৩৪, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

শাস্তির দিন এসে পড়ার আগে পাপীর উচিত পাপ বর্জন করে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মহিলাদের উদ্দেশে বললেন,

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»

"হে নারীসমাজ! তোমরা দান-সাদকাহ করতে থাক ও বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই তোমাদেরকে দেখলাম।"[১৬৮]

পরকালে যার 'আমলনামায় বেশি বেশি ইস্তিগফার পাওয়া যাবে তার জন্য সুসংবাদ। 'আবদুল্লাহ ইবন বুস্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا»

"যে ব্যক্তি তার 'আমলনামায় অধিক পরিমাণে 'ক্ষমা প্রার্থনা' যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ, আনন্দবার্তা।"[১৬৯]

* আমরা কেন ইস্তিগফার করবো?

আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত পাওয়ার জন্য ইস্তিগফার করা জরুরি। ইস্তিগফারের কারণে আল্লাহ তাওবাকারীর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করেন। নূহ আলায়হিস সালাম তার জাতিকে তাদের রবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কয়েকটি প্রতিদানে কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নূহ আলায়হিস সালাম-এর বক্তব্য তার কালামে উল্লেখ করেছেন,

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾

"আর আমি বলেছি, 'তোমরা তোমাদের রব-এর কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল'। 'তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন,

---

১৬৮. সহীহুল বুখারী : ২০৪, সহীহ মুসলিম : ২৫০।
১৬৯. সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৮১৮, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা'।"[১৭০]

এই আয়াতগুলোতে ইস্তিগফারের ৫টি লাভের কথা বলা হয়েছে :

১. মুষলধারে বৃষ্টি লাভ;

২. ধন-সম্পদ লাভ;

৩. সন্তান-সন্ততি লাভ;

৪. বাগ-বাগিচা লাভ;

৫. নদী-নালা লাভ।

এতগুলো লাভ শুধু ইস্তিগফার করলে। তারপরও আমরা কেন ইস্তিগফার করবো না?

আমরা ইস্তিগফার করবো পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য। প্রখ্যাত ফকীহ তাবিঈ বাক্র বিন আবদুল্লাহ আল মুযানী (মৃ. ১০৬ হি.) একদিন কোথাও যাওয়ার পথে দেখলেন, তাঁর সামনে এক কাঠুরে "আল হামদুলিল্লাহ", "আসতাগফিরুল্লাহ" বলতে বলতে পথ চলছিল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কি এ ছাড়া অন্য কিছু জান না?' কাঠুরে বলল, অবশ্যই জানি। আমি কুরআনের হাফিয এবং জানিও অনেক কিছু (দু'আ-যিক্র)। কিন্তু মানুষ সর্বদা পাপে নিমজ্জিত ও নি'আমতে ডুবে থাকে। তাই আমি পাপ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর দেয়া নি'আমতের জন্য প্রশংসা করি।' এ কথা শুনে বাক্র আল মুযানী বললেন, 'বাক্র হল অজ্ঞ, আর কাঠুরে হল বিজ্ঞ।'[১৭১]

আমরা কেউ পাপমুক্ত নই। তাই আসুন, পাপ বর্জন করি এবং সংকল্প করি, আর পাপ করব না। আর সেই সাথে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমরা ইস্তিগফার করবো হতাশা থেকে মুক্তির জন্য। গুনাহ করতে করতে আমরা একটা পর্যায়ে হতাশ হয়ে পড়ি যে, আমরা এত গুনাহ করেছি, আল্লাহ কি মাফ করবেন? এই ভেবে হতাশ হয়ে পড়ি আর সেই সুযোগে শয়তান আমাদের দ্বারা আরও গুনাহ করায়।

---

[১৭০]. সূরা নূহ ৭১ : ১০-১২।

[১৭১]. পাপ, তার শাস্তি ও মুক্তির উপায় দ্র.।

www.pathagar.com

শয়তানকে আমরা তিনবার সফল করি : প্রথমবার গুনাহ্ করে; দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে; তৃতীয়বার ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ না করে গুনাহ্ করতে থেকে। তাই শয়তানকে ব্যর্থ করে আমরা যদি সফল হতে চাই এবং হতাশা থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইতে হবে। আল্লাহ্ তাঁর রহ্মত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এবং সকল গুনাহ্ মাফ করবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"বল, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।"[১৭২]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, শয়তানের প্ররোচনায় যত গুনাহ্ই আমরা করে ফেলি না কেনো আমাদের হতাশ হওয়া যাবে না। বরং আল্লাহ্র রহ্মতের আশায় আশাবাদী হয়ে তাঁর কাছে মাফ চাইতে থাকতে হবে। তিনি ছাড়া মাফ করার আর কে আছে?

* ইস্তিগফার করার উপযুক্ত সময়

পাপ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুল্ম করবে তারপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৭৩]

---

[১৭২]. সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩।
[১৭৩]. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ১১০।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন :

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্ম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তার উপর অটল থাকে না।"[১৭৪]

পাপ হয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেউ যদি কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে ফেরেশতারা ঐ পাপ লেখেন না, বরং ছেড়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ صاحِبَ الشِّمالِ لَيَرْفَعُ القَلَمَ سِتَّ ساعات عنِ العَبْدِ المُسْلِمِ المخْطِىءِ فإنْ نَدِمَ واسْتَغْفَرَ الله مِنْها ألقاها وَإلَّا كُتِبَت وَاحِدَةً»

"কোন গুনাহগার মুসলিম বান্দা কোন গুনাহ করে ফেলার পর ডান কাঁধের ফেরেশতা ছয় ঘণ্টা গুনাহ লেখা থেকে কলম উঠিয়ে রাখে (অর্থাৎ গুনাহ লেখে না)। যদি সে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে গুনাহ থেকে ক্ষমা চায় তাহলে ফেরেশতা গুনাহটি না লিখে ছুঁড়ে ফেলে দেন, অন্যথায় একটি গুনাহ লেখা হয়।"[১৭৫]

তাছাড়া বিশেষ বিশেষ 'ইবাদাতের শেষে ইস্তিগফার করার বিধান রয়েছে। হাদীসে এসেছে, সাওবান رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثً»

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাত শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আল ওয়ালীদ তার শিক্ষক আল আওযা'ঈ (রহিমাহুল্লাহ্)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে ইস্তিগফার করতে হয়? তিনি বললেন, "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলা।[১৭৬]

---

[১৭৪]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৩৫।

[১৭৫]. সহীহ আল জামি' : ২০৯৭, হাদীসটি সহীহ; সিলসিলাহ সহীহাহ্ : ১২০৯।

[১৭৬]. সহীহ মুসলিম : ১৩৬২।

www.pathagar.com

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেলো যে, ফরয সলাতের সালাম ফেরানোর পর তিনবার "আস্‌তাগফিরুল্লাহ" (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলা সুন্নাহ।

হাজ্জের সময় ইস্তিগফারের আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৭৭]

বিশেষ বিশেষ সময়ে ইস্তিগফার করা উচিত। যেমন সলাতের মধ্যে একাধিক জায়গায় ইস্তিগফার করা হয়। যেমন- রুকূ' ও সাজদায়, শেষ বৈঠকে ইত্যাদি। শেষ রাতে ফজরের পূর্বে ইস্তিগফার করা মু'মিন-মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য এবং অনেক ফযীলতের। সেজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এই সময়ে যারা আল্লাহর কাছে গুনাহ্ মাফ চায় তাদের প্রশংসা করে বলেছেন,

﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾

"যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।"[১৭৮]

অন্য আয়াতে জান্নাতবাসী মুত্তাকীদের দুনিয়ার জীবনধারা বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, তাদের রব তাদের যা দিবেন তা তারা খুশীতে গ্রহণকারী হবে। ইতঃপূর্বে (দুনিয়ার জীবনে) এরাই ছিল সৎকর্মশীল। রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো। আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা চাওয়ায় রত থাকত।"[১৭৯]

---

[১৭৭]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ১৯৯।
[১৭৮]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৭।
[১৭৯]. সূরা আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ১৫-১৮।

www.pathagar.com

রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধ রাতের পরে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনাকারী আর তাওবাকারীদের খুঁজতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«فَإِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا جَلَّ وَعَزَّ فَقَالَ هَلْ مِنْ سَائِلٍ نَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ»

"রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ চলে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে ঘোষণা দিতে থাকেন, আছো কি কোন প্রার্থনাকারী? আমি তাকে দান করবো; আছো কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো; আছো কি কোন তাওবাকারী? আমি তার তাওবাহ্ গ্রহণ করবো। আছো কি কোন দু'আকারী? আমি তার দু'আর জবাব দেবো।"[১৮০]

বৈঠক শেষে ইস্তিগফার করা সুন্নাহ। নাবী ﷺ বলেছেন :

«مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ»

"যে ব্যক্তি এমন সভায় বসে, যাতে খুব বেশি কথা-বার্তা হয় (ভুলের সম্ভাবনা তৈরি হয়), অতঃপর যদি উক্ত সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে এই দু'আ পড়ে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তাওবাহ্ (প্রত্যাবর্তন) করছি।

---

[১৮০]. মুসনাদে আহমাদ : ৯৫৯১, বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

www.pathagar.com

তাহলে উক্ত মজলিসে কৃত অপরাধ তার জন্য ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১৮১]

উযূ করার পর ইস্তিগফার করা সুন্নাহ। নাবী ﷺ বলেছেন :

«مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبَ إِلَيْكَ كُتِبَ فِيْ رِقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

"যে ব্যক্তি উযূর পর (নিম্নের যিক্র) বলে, তার জন্য তা একটি পাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা সীল করে দেয়া হয়, যা ক্বিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ভঙ্গ করা হয় না।"

«سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : তোমার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র সত্য ইলাহ। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তাওবাহ্) করছি।[১৮২]

সকাল-সন্ধ্যায় ইস্তিগফার করার জন্য "সায়্যিদুল ইস্তিগফার" নামক দু'আটি পড়া খুবই ফযীলতের। দু'আটি হলো,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাক্তানী ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা- 'আহ্দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত'তু, আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা সনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফিরলী, ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আনতা।

---

[১৮১]. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৪৩৩, হাদীসটি হাসান সহীহ।

[১৮২]. আস-সুনান আল কুবরা : ৯৯০৯; আল মু'জামুল আওসাত : ১৪৫৫; সহীহুত তারগীব : ২২৫; হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব। তুমি ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার অনিষ্ট থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে অনুদান/অবদান রয়েছে তা আমি নি'আমত স্বীকার করছি এবং আমি আমার গুনাহ্ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।

এই দু'আটির ফযীলত সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেছেন :

«وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

"যে ব্যক্তি দিনে (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দু'আটি পড়বে অতঃপর সে সেই দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (সন্ধ্যায়) এ দু'আটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়বে অতঃপর সে সেই রাতে ভোর হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, তাহলে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৮৩]

দিন-রাত সব সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরি। কারণ আমরা প্রায় সব সময়ই পাপে ডুবে থাকি। কীভাবে যে পাপ হয়ে যাচ্ছে আমরা হয়তো টেরও পাচ্ছি না। তাই আমাদের উচিত সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা। ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য ব্যাপক কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। অন্তত "আস্তাগফিরুল্লাহ" পড়লেও ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। তবে বুঝে বুঝে দু'আ করা উচিত। আমি যা বলছি তা যদি না-ই বুঝি তাহলে কীভাবে আমার আবেদন কবুলের আশা করতে পারি? ক্ষমা প্রার্থনা করলে পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমাকে ভালোবাসেন। তাই আমাদের উচিত গুনাহ মোচনের জন্য বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা।

---

[১৮৩]. সহীহুল বুখারী : ৬৩০৬, ৬৩২৩।

www.pathagar.com

২. মু'মিনদের একে অপরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা :

যে কোন মু'মিন ব্যক্তি নিজে নিজে দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা যেমন কবূল করেন তেমনি কোন মু'মিন অপর কোন মু'মিনের জন্য যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে বা দু'আ করে তাহলে তাও আল্লাহ্ কবূল করেন। নাবীগণের মধ্য থেকে আমরা দেখতে পাই ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি চরম অবিচার করে তার ভাইয়েরা যে অন্যায় করেছিলেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তারা তাদের পিতা ইয়া'কূব আলায়হিস্ সালাম-কে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছিলেন এবং তাদের অনুরোধ শুনে তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাদের কথপোকথন উল্লেখ করেছেন এভাবে,

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আপনি আমাদের গুনাহ্ মাফের জন্য ক্ষমা চান। নিশ্চয় আমরা ছিলাম গুনাহকারী'। তিনি বললেন, 'অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আমার রব-এর নিকট ক্ষমা চাইব, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।"[১৮৪]

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-কেও একাধিকবার আদেশ করেছেন মু'মিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি রূঢ়ভাষী (কঠোর স্বভাবের), কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে মাফ করে দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ

---

১৮৪. সূরা ইউসুফ ১২ : ৯৭-৯৮।

www.pathagar.com

কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।"[১৮৫]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"মু'মিন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে থাকলে অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। নিশ্চয় তোমার কাছে যারা অনুমতি চায় তারাই কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে; সুতরাং কোন প্রয়োজনে তারা তোমার কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে তোমার যাকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[১৮৬]

নাবী ﷺ-কে মু'মিন নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"হে নাবী! যখন মু'মিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না,

---

[১৮৫]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৫৯।
[১৮৬]. সূরা আন্ নূর ২৪ : ৬২।

www.pathagar.com

ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৮৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো জন্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তা কবূল করতেন এবং যার জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তাকে তিনি মাফ করে দিতেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

"আর আমি যে কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়। আর যদি তারা যখন নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবাহ্ কবূলকারী, দয়ালু হিসেবে পেত।"[১৮৮]

নাবী ﷺ সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। নিম্নের আয়াতের বাস্তবায়ন তিনি করতেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

"হে নাবী! তুমি নিজের জন্য এবং মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।"[১৮৯]

সহীহ মুসলিম-এর ৬২৩৪ নং হাদীসে এ আয়াতের বাস্তবায়নের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো খাবার খেলে তার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা

---

১৮৭. সূরা আল মুমতাহিনাহ্ ৬০ : ১২।
১৮৮. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ৬৪।
১৮৯. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯।

www.pathagar.com

করতেন। একদিন তিনি এক বাড়িতে দা'ওয়াত খেয়ে তাদের জন্য দু'আ করেছেন এভাবে,

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ»

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফী মা- রযাকতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন এবং তাদেরকে মাফ করুন আর তাদের ওপর রহম করুন।[১৯০]

নাবী ﷺ অন্য এক ঘটনায় আল্লাহর প্রিয় বান্দার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করতে আদেশ দিয়েছেন।[১৯১] তিনি মুসলিমদের মধ্যে যারা মারা গেছেন তাদের জন্য নিজে ক্ষমা চাইতেন এবং সাহাবীদেরকে তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে আদেশ দিতেন।

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার জন্য মাফ চাওয়ার আদেশ দিয়ে তিনি বলেছেন,

«اَسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»

"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার জন্য দৃঢ়তার দু'আ করো। কেননা তাকে এখনই প্রশ্ন করা হবে।"[১৯২]

তবে কোন অমুসলিম বা মুনাফিকের জন্য ক্ষমা চাওয়া বৈধ নয়। এরূপ কোন দু'আ আল্লাহ কবূল করবেন না। তাই ইস্তিগফার করতে হবে মু'মিন-মুসলিমদের জন্য। মু'মিনদের জন্য কখন কিভাবে ইস্তিগফার করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের উচিত সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল মু'মিন-মুসলিমের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং নির্দিষ্টভাবে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী, ছাত্র-শিক্ষক, অফিসের বস-সহকর্মী-কর্মচারী, জীবিত-মৃত ইত্যাদি ব্যক্তিদের জন্য নাম ধরে ক্ষমা চাওয়া।

---

[১৯০]. সহীহ মুসলিম : ৫৪৪৯, সুনান আবূ দাউদ : ৩৭৩১, জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৬।

[১৯১]. সহীহ মুসলিম : ৬৬৫৪-৬৬৫৬।

[১৯২]. সুনান আবূ দাউদ : ৩২২৩, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

৩. তাওবাহ্ করা :

(ক) তাওবাহ্ পরিচিতি

(اَلتَّوْبَةُ) 'তাওবাহ্' আরবী শব্দ। এর অর্থ ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চলে গেলে তার জন্য আবার আল্লাহর পথে ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগের নাম-ই 'তাওবাহ্'। সাউদী আরবের বিখ্যাত 'আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ্ আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ্)-এর মতে তাওবাহ্ হলো,

"اَلرُّجُوْعُ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالٰى إِلٰى طَاعَتِهٖ"

"আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা থেকে তাঁর আনুগত্যে ফিরে আসা।"[১৯৩]

সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ তাওবাহ্ হলো কুফর ও শির্ক থেকে তাওবাহ্ করে ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসা। তারপর গুরুত্বপূর্ণ তাওবাহ্ হলো কাবীরা গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করা। আর সর্বশেষ তাওবাহ্ হলো সগীরা গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করা।

(খ) তাওবার প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত

ছোট-বড় সমস্ত পাপ থেকে তাওবাহ্ করা ওয়াজিব। তাওবাহ্ কবূল হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপার। হকপন্থী আলেমগণের মতে আংশিক পাপ থেকে তাওবাহ্ করলে সেই তাওবাহ্ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট পাপ রয়ে যাবে। তাওবাহ্ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যও বিদ্যমান।

তাওবাহ্ করলে মহান আল্লাহ তাঁর গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

---

১৯৩. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন, শারহু রিয়াদিস সালিহীন, তাওবাহ্ অনুচ্ছেদের ব্যাখার প্রাথমিক আলোচনা।

www.pathagar.com

"তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ্ কবূল করেন এবং পাপসমূহ মোচন করেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা জানেন।"[১৯৪]

আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীর গুনাহ্ মাফ করে তাকে পরকালে জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।"[১৯৫]

তাওবাকারী তাওবাহ্ করার পর এমন অবস্থায় পৌঁছে যেন সে কোন গুনাহই করেনি অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে তাওবাকারী নিষ্পাপ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»

"গুনাহ থেকে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গুনাহই নেই।"[১৯৬]

নাবী ﷺ আরো বলেছেন :

«وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

"আর যে তাওবাহ্ করে, আল্লাহ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করেন।"[১৯৭]

তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন :

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»

---

[১৯৪]. সূরা আশ্ শূরা ৪২ : ২৫।

[১৯৫]. সূরা আত্ তাহ্রীম ৬৬ : ৮।

[১৯৬]. সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২৫০; শু'আবুল ঈমান : ৭১৯৬, সহীহুত তারগীব : ৩১৪৫, হাদীসটি হাসান।

[১৯৭]. সহীহুল বুখারী : ৬৪৩৪, ৬৪৩৯; সহীহ মুসলিম : ২৪৬২।

www.pathagar.com

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন; যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তাওবাহ্ করে। এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী (দিনে) তাওবাহ্ করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিকে থেকে সূর্যোদয় না হবে, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে।"[১৯৮]

তাওবাকারী বান্দা সফল বান্দা। বান্দা তাওবাহ্ করলে আল্লাহ্ তা'আলা খুশী হন। কোন বান্দা গুনাহ করার পর তাওবাহ্ করলে আল্লাহ কতটা আনন্দিত হন তার উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ»

"আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দার তাওবাহ্ করার জন্য ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী আনন্দিত হন, যে তার উট মরুভূমিতে হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় ফিরে পায়।"[১৯৯]

সহীহ্ মুসলিম-এর অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে,

«لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ.أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবায় যখন সে তাওবাহ্ করে তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশি হন, যে তার বাহন (উট)-এর উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানিয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি (উটটি) হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশির

[১৯৮]. সহীহ্ মুসলিম : ৭১৬৫।
[১৯৯]. সহীহুল বুখারী : ৬৩০৯; সহীহ মুসলিম : ৭১২৮।

www.pathagar.com

চোটে বলে ওঠে, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আর আমি তোমার রব!’ সীমাহীন খুশির কারণে সে ভুল করে ফেলে।”[২০০] উল্লেখ্য, এ জাতীয় অনিচ্ছাকৃত ভুল মার্জনীয়।

তাওবাহ্ আল্লাহর রহমতের অংশ। বান্দা গুনাহ করলে আল্লাহ্ তাঁর রহমতের কারণে বান্দাকে মাফ করে দেন। তবে তার জন্য বান্দাকে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করতে হবে। শুধু তাওবা-ই নয়, তাওবার পর সৎ ‘আমলের উপরে অটল থাকতে হবে, তাহলেই আল্লাহ্ বান্দার গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ্ তার এই রহমতের কথা এভাবে বলেছেন,

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“আর যারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, ‘তোমাদের উপর সালাম’। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবাহ্ করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[২০১]

আল্লাহ তা‘আলার এই রহমতের শতকরা মাত্র ১ ভাগ অর্থাৎ ১০০ রহমতের মধ্যে মাত্র ১টি রহমত দুনিয়ার সকল সৃষ্টির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। এই রহমতের কারণেই মা-বাবা তাদের সন্তানকে লালনপালনে এতো কষ্ট সহ্য করেন এবং আদর করেন। গাভী তার বাছুরকে জিহবা দিয়ে আদর করে। আরও যত রহমত ও দয়ার দৃষ্টান্ত আমরা সৃষ্টিজগতে দেখতে পাই তার সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলার ১০০টি রহমতের ১টির প্রভাব। বাকী ৯৯টি রহমত আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামাতের জন্য রেখে দিয়েছেন। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন :

---

২০০. সহীহ মুসলিম : ৭১৩৬।

২০১ সূরা আল আন্‘আম ০৬ : ৫৪।

www.pathagar.com

«إِنَّ اللهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِيْ خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ»

"আল্লাহ যেদিন রহমত সৃষ্টি করেন সেদিন ১০০টি রহমত সৃষ্টি করেছেন। ৯৯টি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন এবং ১টি মাত্র রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি কাফির আল্লাহর কাছে সুরক্ষিত প্রতিটি রহমত সম্পর্কে জানে তাহলে সে জান্নাত লাভে নিরাশ হবে না। আর মু'মিন যদি আল্লাহর কাছে যে শাস্তি আছে সে সম্পর্কে জানে তা হলে সে জাহান্নাম থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে না।"[২০২]

আর দুনিয়ার ঐ ১টি রহমতের কারণেই আল্লাহ বান্দার ছোট-বড় সকল গুনাহ্ মাফ করেন।

(গ) খাঁটি তাওবাহ্

গতানুগতিকভাবে শুধু গদবাধা তাওবার বাক্য পাঠ করলেই তাওবাহ্ করা হয় না। তাওবাহ্ করা মানে ফিরে আসা। তাই তাওবাহ্ করতে হবে খাঁটি, বিশুদ্ধ ও সত্যিকারের তাওবাহ্। মহান আল্লাহ বান্দাকে সত্যিকারের তাওবাহ্ করতে বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর, খাঁটি তাওবা।"[২০৩]

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) "তাওবাতুন্ নাসূহ"-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে,

---

[২০২]. সহীহুল বুখারী : ৬৪৬৯।
[২০৩] সূরা আত্ তাহরীম ৬৬ : ৮।

www.pathagar.com

"اَلتَّوْبَةُ النَّصُوْحُ أَنْ يَتُوْبَ مِنَ الذَّنْبِ ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُ إِلَيْهِ ، كَمَا لَا يَعُوْدُ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ"

"তাওবাতুন্ নাসূহ" হলো গুনাহ থেকে এভাবে ফিরে আসা যাতে আর কখনো সেদিকে ফিরে না যায় যেমনিভাবে দুধ দোহন করার পর আর তা ফিরিয়ে দেয়া যায় না।"[২০৪]

কৃত গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হয়ে তার জন্য লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প করে যে তাওবাহ্ করা হয় তাকেই "তাওবাতুন্ নাসূহ" বা সত্যিকারের তাওবাহ্ বা খাঁটি তাওবাহ্ বলে।

(ঘ) খাঁটি তাওবার শর্তাবলী ও পদ্ধতি

তাওবাহ্ খাঁটি হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সে শর্তসমূহ পূরণ না করে তাওবাহ্ করলে সে তাওবাহ্ খাঁটি তাওবাহ্ হবে না আর তা আল্লাহর নিকট কবূলও হবে না। শর্তাবলীর সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩টি আর সর্বোচ্চ ৬টি। যদি গুনাহের সম্পর্ক শুধু আল্লাহর (অবাধ্যতার) সঙ্গে থাকে এবং কোন মানুষের অধিকারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ ধরনের তাওবাহ্ ক্ববূলের জন্য ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)[২০৫] ও সাউদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শাইখ 'আবদুল 'আযীয বিন 'আবদুল্লাহ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ)[২০৬] সহ অনেক আলিমের মতে শর্ত ৩টি। তবে কোন গুনাহ যদি মানুষের অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তাহলে আরও একটি শর্ত বেড়ে তা হয়ে যাবে ৪টি।

তবে সাউদী আরবের আরেক বিখ্যাত 'আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে তাওবার শর্ত মোট ৫টি। তবে মানুষের অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করার জন্য অতিরিক্ত ১টি শর্ত যোগ হবে। তা হলো পাওনাদারকে তার হক বা অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। সুতরাং

[২০৪]. ফায়সাল বিন 'আবদুল 'আযীয আলে মুবারক, তাতরীয রিয়াদুস্ সালিহীন, তাহকীক : ড. 'আবদুল 'আযীয বিন 'আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম আলে হাম্‌দ, রিয়াদ : দারুল আসিমাহ, ১৪২৩ হি., পৃ. ২০।

[২০৫]. জন্ম : ৬৩১ হি./১২৩৩ ঈ. - মৃত্যু : ৬৭৬ হি./১২৭৭ ঈ.।

[২০৬]. জন্ম : ১৩৩০ হি./১৯১০ ঈ. - মৃত্যু : ১৪২০ হি./১৯৯৯ ঈ.।

www.pathagar.com

যদি এগুলোর মধ্যে একটি শর্তও বাদ পড়ে, তাহলে সেই তাওবাহ্ খাঁটি তাওবাহ্ হবে না। নিম্নে ঐ সকল শর্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

১. তাওবাহ্ একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে এবং আল্লাহর কাছে করতে হবে;

২. গুনাহর কাজ করার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে;

৩. যে গুনাহ হতে তাওবাহ্ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে;

৪. ভবিষ্যতে এই গুনাহ আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে;

৫. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাওবাহ্ করতে হবে;

৬. মানুষের অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

এসব শর্তাবলী নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. তাওবাহ্ একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে এবং আল্লাহর কাছে করতে হবে :

মহান আল্লাহর ভয় বা সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির ভয় বা সন্তুষ্টির উদ্দেশে তাওবাহ্ করলে সেই তাওবাহ্ কখনো কবূল হবে না। কোন মানুষকে দেখানো বা তার নৈকট্য পাওয়ার উদ্দেশে কিংবা কারো চাপে পড়ে তাওবাহ্ করলে বা সুনাম নেওয়ার জন্য তাওবাহ্ করলে অথবা কারো মন রক্ষার জন্য তাওবাহ্ করলে বা কোন স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে তাওবাহ্ করলে, সে তাওবাহ্ খাঁটি তাওবাহ্ হবে না।

তাওবাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল এবং গুনাহ থেকে মুক্তি। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে তাওবাহ্ করা যাবে না। বরং অন্য কোন উদ্দেশে তাওবাহ্ করলে গুনাহ মাফ তো হবেই না উল্টো নতুন গুনাহ 'আমলনামায় যোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টানদের পাদ্রী কিংবা মুসলিমদের পীর-দরবেশ, বুজুর্গ-মাশায়েখ, হিন্দুদের ব্রাহ্মণ-ঠাকুর-পুরোহিতের কাছে তাওবাহ্ করার কোন সুযোগ নেই। তাওবাহ্ মানে তাদের পড়ানো কোন গদ নয়। তারা কেউই ব্যক্তির পাপ মোচন করতে পারে না। আল্লাহ দুনিয়ার কাউকে এমন ক্ষমতা দেননি।

তাওবাহ্ করতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে তাওবাহ্ করলে সে তাওবাহ্ কখনই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে না। কবূল হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। বরং তা শির্ক। খ্রিষ্টান পাদ্রীরা পাপ মোচনের দায়-দায়িত্ব নিজেরা নিয়ে নিয়েছে আর হিন্দু মুশরিক পুরোহিতরাও নিজেরা তাদের পদ্ধতি অনুকরণ করেছে। কিন্তু ইসলামে এগুলোর অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ, 'আলিমগণ অবশ্যই তাওবার নিয়ম-কানুন শিখাতে-পড়াতে ও কালেমার তালকীন দিতে শরীয়ত অনুযায়ী সহযোগিতা ও পরামর্শ দিতে পারেন। মূলত তাওবাহ্ করার বিষয় শুধু মুখে পড়ার বিষয় নয়।

২. গুনাহের কাজ করার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে :

গুনাহ করার পর তা থেকে তাওবাহ্ করতে চাইলে তাওবাকারীকে অবশ্যই তার কৃতকর্মের জন্য অন্তর থেকে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। অপরাধকর্মের কারণে লজ্জিত হওয়া খাঁটি তাওবার শর্ত। তাইতো নাবী ﷺ বলেছেন :

«النَّدَمُ تَوْبَةٌ»

"অনুতপ্ত হওয়াই হল তাওবার মূল বিষয়।"[২০৭]

কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত না হয়ে, অনুতপ্ত না হয়ে যত তাওবাই করা হোক তা আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। ইসলামের নীতিমালায় প্রসিদ্ধ নীতি হলো, 'পাপকাজ করে লজ্জিত হলে পাপ কমে যায়। আর পুণ্য কাজ করে গর্ববোধ করলে পুণ্য বাতিল হয়ে যায়।' যে পাপ কাজ করে, সে সাধারণ মানুষ। যে পাপ করে অনুতপ্ত হয়, সে নেককার মানুষ। আর যে পাপ করার পর তার বড়াই করে, সে শয়তান। এমন অনেক পাপ আছে, যা অনেক নির্বোধ মানুষের কাছে গর্বের বিষয়। ফলে পাপী সেই পাপ করে বন্ধু-বান্ধব ও জনগণের সামনে প্রকাশ করে গর্ব অনুভব করে। এর ফলে গুনাহ্ মাফ হওয়ার সহজ সম্ভাবনাটুকু নষ্ট হয়ে যায়। তখন তার পাপ কাজের অনেক সাক্ষী তৈরি হয়ে যায়। ফলে পাপ থেকে মাফ পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেছেন :

---

[২০৭]. সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান : ৬১৪, সহীহুত্ তারগীব : ৩১৪৬-৩১৪৭, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

«كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ»

"আমার প্রত্যেক উম্মাতের পাপ মাফ করে দেয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ্ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, 'হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই (পাপ) কাজ করেছি।' রাতের বেলায় আল্লাহ্ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহ্র সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস করে ফেলে।"[২০৮]

তাই গুনাহ হয়ে গেলে তা গোপন রাখতে হবে এবং গোপনে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইতে হবে। তাহলেই আশা করা যায় পাপীর তাওবাহ্ কবূল হবে।

৩. যে গুনাহ্ হতে তাওবাহ্ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে :

গুনাহ্গার ব্যক্তি যে গুনাহ্ থেকে তাওবাহ্ করতে চাচ্ছেন তাওবার শুরুতেই তাকে ঐ গুনাহ্ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলতে হবে। অর্থাৎ ঐ গুনাহ্ বর্জন করতে হবে। তাওবার শর্তসমূহের মধ্যে এই শর্তটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কোন ফরয কাজ না করার গুনাহ্ থেকে তাওবাহ্ করতে চাইলে আগে ঐ কাজটি করে তাওবাহ্ করতে হবে। যেমন কেউ যাকাত দিত না। এখন যদি সে যাকাত না দেয়ার পাপ থেকে তাওবাহ্ করতে চায় তাহলে তাকে সবার আগে পূর্বের যত বছরের যাকাত দেয়নি তা হিসাব করে আদায় করতে হবে। কারণ যাকাত আল্লাহ্র হক এবং গরীবের হক। তাওবার দ্বারা আল্লাহ্র হক থেকে মুক্তি পেলেও গরীবের হক থেকে তো সে মুক্তি পাচ্ছে না। তাই সাউদী আরবের বিখ্যাত ফাতাওয়া বিষয়ক ওয়েবসাইট "ইসলাম কিউ এ"-তে পুরনো

---

[২০৮]. সহীহুল বুখারী : ৬০৬৯; সহীহ্ মুসলিম : ৭৬৭৬।

www.pathagar.com

বছরগুলোর যাকাত সাধ্য অনুযায়ী হিসাব করে আদায় করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। যদি সাধ্য থাকে আর সে তা আদায় করে তাহলে তার তাওবাহ্ কবূল হবে।[২০৯]

একইভাবে কেউ যদি পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করতে চায় তাহলে তাকে সবার আগে পিতা-মাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। কেউ যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক না রাখার গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করতে চায় তাহলে তাকে সবার আগে যে সকল আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল তাদের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করে তাওবাহ্ করতে হবে। যারা মদ্যপান বা ধূমপান করে তাদেরকে মদ্যপান বা ধূমপান ছেড়ে দিয়ে তাওবাহ্ করতে হবে।

আবার একইভাবে হারাম কোন কাজ করে ফেলার গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করতে চাইলে সবার আগে খুব দ্রুত সেই হারাম কাজটি করা বর্জন করতে হবে। তারপর তাওবাহ্ করতে হবে। যেমন কেউ যদি সুদের পাপ থেকে তাওবাহ্ করতে চায় তাহলে তাকে সবার আগে সুদ গ্রহণ বন্ধ করতে হবে এবং তা থেকে দূরে সরে যেতে হবে। আর সুদের যে অর্থ-সম্পদ তার কাছে আছে তা হিসাব করে হালাল অর্থ থেকে পৃথক করে সাওয়াবের উদ্দেশ্য ছাড়া সমাজকল্যাণমূলক কাছে ব্যয় করতে হবে। কেউ তাওবাহ্ করতে চায় অথচ ফরয 'ইবাদাত বর্জন করেই যাচ্ছে বা হারাম কাজ করেই যাচ্ছে তাহলে তার তাওবাহ্ কখনোই কবূল হবে না। বরং তার তাওবাহ্ হয়ে যাবে আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করার শামিল। ময়লা থেকে পা ধুয়ে সেই পা কোন ময়লাহীন শুকনো স্থানে রাখতে হবে। নয়তো ময়লায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পা ধুলে অথবা ধোয়া পা ময়লাতেই রাখলে পা ধোয়া নিরর্থক হবে।

কুয়ার মধ্যে পড়ে যাওয়া বিড়ালের ঘটনা থেকে গুনাহ থেকে কিভাবে তাওবাহ্ করতে হয় তার একটি বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। নীচের গল্পটি পড়ে দেখুন :

এক ব্যক্তি এক মুফতী সাহেবকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলো যে, যে পানি থেকে গন্ধ আসে, সে পানিতে উযূ-গোসল করলে পবিত্রতা অর্জিত হবে কিনা? মুফতী সাহেব বললেন, '৪০ বালতি পানি তুলে ফেললে পানি পবিত্র হয়ে

---

২০৯. https ://islamqa.info/ar/26119

যাবে।' মুফতী সাহেবের ফতোয়া শুনে বাড়ির মালিক অতি কষ্টে কুয়া থেকে ৪০ বালতি পানি তুলে ফেললেন, কিন্তু তাতেও পানির দুর্গন্ধ গেল না।

ঐ ব্যক্তি মুফতী সাহেবকে আবার জিজ্ঞেস করলো, আমি তো কুয়া থেকে ৪০ বালতি পানি তুলে ফেলে দিয়েছি, এখন কি কুয়ার পানি পবিত্র হয়েছে? মুফতী সাহেব তাকে আবারও ৪০ বালতি পানি তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। ৪০ বালতি পানি তুলে ফেলা হলো। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন নেই। আরো ৪০ বালতি পানি তুলে ফেলতে আদেশ করার পরও যখন পানির দুর্গন্ধ গেল না, তখন বাড়িওয়ালা মুফতী সাহেবের প্রতি রাগান্বিত হলেন। এবার মুফতী সাহেব সরেজমিনে তদন্তে নামলেন।

সরেজমিনে গিয়ে কুয়ার নিচে তাকিয়ে দেখলেন, সাদা সাদা কী যেন একটা জিনিস ভাসছে। তিনি বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতেই বাড়িওয়ালা বললেন, 'ওই সেই বিড়ালটা, যেটা পড়ে মারা গেছে।' মুফতী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা তুলে ফেলেননি কেন?' বাড়িওয়ালা বলল, 'হুযুর! আপনি তো ওটা তুলে ফেলতে বলেন নি।' মুফতী সাহেব বললেন, 'সেটাও কি বলতে হয়? এ কথা কি আপনার বুদ্ধিতে ধরে না যে, পানি থেকে বিড়ালের পচা-গলা দেহ না তুলে বালতির পর বালতি পানি তুলে ফেললেও কুয়ার পানি পবিত্র ও দুর্গন্ধহীন হবে না।'

এই গল্প কাল্পনিক হলেও এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই বোঝা গেল যে, কুয়ার মধ্যে বিড়ালের পচা-গলা দেহ রেখে কুয়ার পানিকে দুর্গন্ধমুক্ত ও পবিত্র করার চেষ্টা করা আর পাপরত অবস্থায় তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করা প্রায় একই কথা। পাপে রত অবস্থায় তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করার কী মূল্য হতে পারে? মদ খেতে খেতে 'তাওবা-তাওবা' বললে, ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় 'আস্তাগফিরুল্লাহ-আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়লে কী লাভ হতে পারে? তাই আগে পাপ বর্জন করতে হবে, তারপর তাওবাহ্ করতে হবে। তবেই সেই তাওবাহ্ কবূল হবে। নয়তো তা হবে পণ্ডশ্রম। তবে ইস্তিগফার সবসময়ই করতে থাকতে হবে।

৪. ভবিষ্যতে এই গুনাহ্ আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে :

খাঁটি তাওবাহ্ করার জন্য কৃত গুনাহর জন্য লজ্জিত হয়ে গুনাহ বর্জন করলেই হবে না। ভবিষ্যতে আর এই গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যদি তাওবাহ্ করার সময় মনে মনে নিয়ত থাকে যে সুযোগ পেলে আবার ঐ

www.pathagar.com

গুনাহর কাজ করবো তাহলে সেই তাওবার কোন গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই। সেই তাওবাহ্ কোন তাওবাই নয়। যেমন কোন ব্যক্তি অঢেল অর্থ-সম্পত্তির মালিক। এমতাবস্থায় সে মদ-নারী নিয়ে যেনা-ব্যভিচার করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বিদেশ গেলো। হঠাৎ কোন এক কারণে তার অর্থ-সম্পদ শেষ হয়ে সে নিঃস্ব হয়ে পড়লো। তখন সে তাওবাহ্ করতে লাগলো। অথচ তার মনে আকাঙ্ক্ষা আছে যে, সে যদি আবার অর্থ-সম্পদের মালিক হতে পারে তাহলে সে আবার যেনা করবে। মদ পান করবে। তাহলে তার এই তাওবাহ্ আল্লাহর নিকট কবূল হবে না। তার তাওবাহ্ হচ্ছে অপারগের তাওবাহ্। কোন পাপ কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে তা থেকে তাওবাহ্ করলে তা তাওবাহ্ হয় না। তবে যৌবন বয়সে করা পাপের তাওবাহ্ বৃদ্ধকালে করলে আশা করা যায় আল্লাহ্ কবূল করবেন। কারণ সে হয়তো যৌবনকালে বুঝতে পারেনি। বৃদ্ধকালে নিজের অপরাধের কথা বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ্ করলে সেই তাওবাও আল্লাহ্ কবূল করবেন, ইনশা-আল্লা-হ্।

তবে কখনো কখনো পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও যদি আবার তা করে ফেলে, তাহলে বলা যাবে না যে, পাপীর আগের তাওবাহ্ কবূল হয়নি, তা বাতিল হয়ে গেছে। কারও আগের তাওবাহ্ কবূল হওয়ার পরও সে আবার পাপে লিপ্ত হতে পারে। তখন সে আবার তাওবাহ্ করবে। ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও যদি অনিচ্ছা সত্ত্বে বারবার সে পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে বারবারই তাওবাহ্ করবে।

তবে মনে রাখতে হবে পাপী ব্যক্তি কোন অবস্থায় সেই পাপে লিপ্ত হয়েছে তা কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন। তাই আল্লাহকে ফাঁকি দিয়ে তাওবাহ্ করা যায় না। সাধারণভাবে কেউ যদি অনিচ্ছকৃত বা না জেনে গুনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চায়, আবার গুনাহ্ করে মাফ চায় আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। সে কথাই নাবী ﷺ হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেন :

«أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَبْدِى أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى. فَقَالَ تَبَارَكَ

www.pathagar.com

وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ»

"কোন বান্দা একটি পাপ করে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন।' অতঃপর সে আবার পাপ করল এবং বলল, 'হে আমার রব! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন।' আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সুতরাং সে যা ইচ্ছা করুক।"[২১০]

'সে যা ইচ্ছা করুক' কথার অর্থ হল, সে যখন এরূপ করে; অর্থাৎ পাপ করে সাথে সাথে তাওবাহ্ করে এবং আমি তাকে মাফ করে দেই, তখন সে যা ইচ্ছা করুক, তার কোন চিন্তা নেই। যেহেতু তাওবাহ্ পূর্বকৃত পাপ মোচন করে দেয়। অবশ্য একই পাপ জেনেশুনে বারবার করলে অথবা তাওবার সময় পাপ বর্জনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না করলে সে ক্ষমার যোগ্য নাও হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্ম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তারা তার পুনরাবৃত্তি করে না।"[২১১]

নাবী ﷺ বলেছেন :

«ارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَاغْفِرُوا يَغْفِرْ اللهُ لَكُمْ وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»

---

[২১০]. সহীহুল বুখারী : ৭৫০৭; সহীহ মুসলিম : ৭১৬২।

[২১১] সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৩৫।

www.pathagar.com

"তোমরা দয়া কর, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। তোমরা ক্ষমা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা কথা শুনেও শুনে না। দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা জেনে শুনে তাদের কৃত অপরাধের উপর অটল থাকে।"[২১২]

তাই তাওবাহ্ করার সময় অবশ্যই ভবিষ্যতে আর সেই গুনাহ্ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তাওবাহ্ করার পর আবার কোন কারণে পাপ হয়ে গেলে পুনরায় তাওবাহ্ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই গুনাহ্র উপর অটল থাকা যাবে না। কারণ কেউ জানে না সে কখন মৃত্যুবরণ করবে, আদৌ সে তাওবার সুযোগ পাবে কিনা।

৫. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাওবাহ্ করতে হবে :

তাওবাহ্ করার নির্ধারিত সময় আছে। আর তাওবার নির্ধারিত সময় দুই ধরনের :

এক. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাওবার সর্বশেষ সময় হচ্ছে তার মৃত্যু। তাই মৃত্যু আসার আগেই তাওবাহ্ করতে হবে।

দুই. সকল মানুষের জন্য তাওবাহ্ করার সর্বশেষ সময় হচ্ছে ক্বিয়ামাতের আলামত হিসেবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। তাই সাধারণভাবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগেই তাওবাহ্ করতে হবে।

মূলত পাপ করার পরক্ষণেই তাওবাহ্ করা উচিত। অনেকে শেষ জীবনে দাড়ি-চুল পাকলে পরে তাওবাহ্ করবেন বলে অপেক্ষায় থাকে, অবহেলা করে। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু এসে যাওয়ায় সে আর তাওবার সুযোগ পায় না।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

[২১২]. মুসনাদ আহমাদ : ৭০৪১; আল আদাব আল মুফরাদ : ৩৮০; শু'আবুল ঈমান : ৭২৩৬; আস্ সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ : ৪৮২।

www.pathagar.com

السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

"নিশ্চয় তাদের তাওবাহ্ কবূল করা আল্লাহর দায়িত্ব যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে। তারপর অনতিবিলম্বে তারা তাওবাহ্ করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবাহ্ কবূল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতিপ্রজ্ঞাময়। আর তাওবাহ্ নেই তাদের, যারা অন্যায় কাজসমূহ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে, আমি এখন তাওবাহ্ করলাম; আর তাওবাহ্ তাদের জন্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়; আমরা এদের জন্যই তৈরী করেছি যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব।"[২১৩]

আর নাবী ﷺ বলেছেন : «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ»

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবাহ্ সে পর্যন্ত কবূল করবেন, যে পর্যন্ত তার প্রাণ কণ্ঠাগত না হয় (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ঘ্যার ঘ্যার করা শুরু করে)।"[২১৪]

মহান আল্লাহর 'আযাব দেখার পরে করা তাওবাও কোন উপকারে আসবে না। মৃত্যুর সময় ফির'আওনের ঈমান তার কোন উপকার করেনি। সুতরাং কেউ আল্লাহর 'আযাব গ্রাস করার মুহূর্তে তাওবাহ্ করলে তা তার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾

"তারপর তারা যখন আমার 'আযাব দেখল তখন বলল, 'আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আর যাদেরকে আমরা তার সাথে শরীক করতাম

---

[২১৩] সূরা আন্ নিসা ০৪ : ১৭-১৮।

[২১৪]. মুসনাদ আহমাদ : ৬১৬০; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৩৭; হাদীসটি হাসান, সহীহুত তিরমিযী : ২৮০২।

www.pathagar.com

তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম'। সুতরাং তারা যখন আমার 'আযাব দেখল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকার করল না। এটা আল্লাহর বিধান, তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে। আর তখনই ঐ ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[২১৫]

একইভাবে ক্বিয়ামাতের পূর্বে তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যখন কেউ তাওবাহ্ করতে চাইলেও তখন তার তাওবাহ্ প্রতিপালকের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾

"তারা কি এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতাগণ হাযির হবেন, কিংবা তোমার রব উপস্থিত হবেন অথবা তোমার রব-এর আয়াতসমূহের কিছু সংখ্যক আয়াত প্রকাশ পাবে? যেদিন তোমার রবের আয়াতসমূহের কিছু সংখ্যক আয়াত প্রকাশ পাবে, সেদিন কোন ব্যক্তিরই তার ঈমান উপকারে আসবে না যে পূর্বে ঈমান আনেনি, কিংবা সে তার ঈমানের মাধ্যমে কোন কল্যাণ অর্জন করেনি। বল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও অপেক্ষা করছি'।"[২১৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»

"তাওবার সুযোগ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তাওবার সুযোগ কেটে যায় না।"[২১৭]

---

[২১৫] সূরা আল মু'মিন/গাফির ৪০ : ৮৪-৮৫।
[২১৬] সূরা আল আন্'আম ০৬ : ১৫৮।
[২১৭]. সুনান আবূ দাউদ : ২৪৮১, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

অন্যত্র নাবী ﷺ বলেছেন :

«مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ»

"যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তাওবাহ্ করবে, আল্লাহ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন।"[২১৮]

তাই মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার বা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করতে হবে। আগামীকাল নয়, আজই এখনই তাওবাহ্ করতে হবে।

৬. মানুষের অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে :

যদি কোন গুনাহর সম্পর্ক কোন মানুষের অধিকারের সাথে হয়, তাহলে যার অধিকার নষ্ট হয়েছে, তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে অথবা ক্ষমা চেয়ে তার সাথে মিটমাট করে নিতে হবে। যদি অবৈধ পন্থায় কারো মাল বা অন্য কিছু গ্রহণ-হরণ করে থাকে, তাহলে তা মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা অনুরূপ কোনো দোষ করে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে শাস্তি নিতে নিজেকে পেশ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যার প্রতি যুল্ম করা হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলতে হবে, ভাই/বোন! আমি আপনার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি বা আপনার গীবত করে আপনার সম্মান নষ্ট করেছি বা যুলুম করেছি। এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে তাওবাহ্ করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। এভাবে যত মানুষের সাথে সম্পৃক্ত গুনাহ করেছে তত মানুষের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যদি সেই ব্যক্তি মারা গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, অর্থ-সম্পদ হরণ করে থাকলে তা ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারের নিকট পৌঁছে দিবে, তার পক্ষ থেকে দান-সদাক্বাহ্ করবে এবং নিজে বেশি বেশি করে সৎ কাজ/সাওয়াবের কাজ করে সাওয়াব বাড়িয়ে নেবে। কেননা ঐ যার অধিকার নষ্ট করেছে সে ব্যক্তি যদি জাহান্নামী হয়

---

[২১৮]. সহীহ মুসলিম : ৭০৩৬।

www.pathagar.com

তাহলে সে ক্বিয়ামাতের মাঠে এই ব্যক্তির কাছে তার অধিকার ফেরত চাইতে পারে। তখন তাকে সাওয়াব দিয়ে প্রতিদান দিতে হবে।

নাবী ﷺ বলেছেন :

«مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»

"যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্ভ্রম বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হতে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ/পরিশোধ দেয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যে দিন (ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য) না দীনার হবে না দিরহাম, টাকা-পয়সা, মাল-ধন (সেদিন) যালেমের নেক 'আমল থাকলে তার যুল্‌ম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মাযলুমকে দেয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি যদি তার নেকি না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহলে তার বাদীর (মাযলূমের) গুনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে।"[২১৯]

আর কেউ যদি কোন বান্দার হক নষ্ট করে কিন্তু যার হক নষ্ট করেছে শত চেষ্টা করেও তাওবাহ্ করার সময় তাকে খুঁজে না পায় বা তার কাছে পৌঁছতে না পারে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা গুনাহকারীকে মাফ করবেন। ইন-শা-আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর হক নষ্ট করার গুনাহ্ থেকে তাওবাহ্ করার জন্য প্রথম ৫টি শর্ত যথেষ্ট। তবে আল্লাহর হকের মধ্যে কিছু হক আছে যা তাওবার মাধ্যমে মাফ হয় না সেগুলো কাযা আদায় করে হক পূরণ করতে হয়। যেমন, সলাত, সিয়াম ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত সকল সকল শর্ত পালন করে যে পাপী তাওবাহ্ করবে, তার তাওবাহ্ হবে খাঁটি তাওবাহ্। এই তাওবাই আল্লাহ চান এবং তিনি এই তাওবাই গ্রহণ করেন।

---

[২১৯]. সহীহুল বুখারী : ২৪৪৯; জামি' আত্ তিরমিযী : ২৪১৯।

www.pathagar.com

বিশুদ্ধ তাওবাহ্ হল ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী মা'ইয বিন মালিক-এর মত তাওবা। যার ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেছিলেন :

«لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ»

"সে এমন তাওবাহ্ করেছে যে, যদি তা একটি জাতির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত, তাহলে সকলের জন্য তা যথেষ্ট হত।"[২২০]

বিশুদ্ধ তাওবার উদাহরণ স্বরূপ ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী জুহায়নাহ্ গোত্রের নারীটির তাওবার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ»

"এই মহিলাটি এমন বিশুদ্ধ তাওবাহ্ করেছে যদি তা মদীনার ৭০ জন লোকের মধ্যে বণ্টন করা হত তাহলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।"[২২১]

বিশুদ্ধ তাওবাহ্ হল, যার পরে গুপ্ত ও প্রকাশ্যভাবে 'আমলে কোন প্রকার পাপের আচরণ থাকবে না। যে তাওবাহ্ তাওবাকারীকে বিলম্বে ও অবিলম্বে সাফল্য দান করে। বিশুদ্ধ তাওবাহ্ হল তাই, যার পরে তাওবাকারী বিগত অপরাধ-জীবনের জন্য কান্না করে, পুনরায় সেই অপরাধ যেন ঘটে না যায় তার জন্য ভীত-আতঙ্কিত ও সতর্ক থাকে, অসৎসঙ্গীদের সংসর্গ বর্জন করে এবং সৎসঙ্গীদের সাহচর্য অবলম্বন করে।

(ঙ) খাঁটি তাওবার প্রতিদান

তাওবার অনেক প্রতিদান বা ফলাফলের কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাওবাহ্ করলে গুনাহ মাফ হওয়ার সাথে সাথে আরও কিছু প্রতিদান লাভ করা যায়।

সেগুলোর কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো ·

---

[২২০]. সহীহ মুসলিম : ৪৫২৭।
[২২১]. সহীহ মুসলিম : ৪৫২৯।

www.pathagar.com

১. তাওবাহ্ করলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় :

আল্লাহর ভালোবাসা কে না চায়? আমরা সবাই চাই। কিন্তু কিভাবে আল্লাহর ভালোবাসা পাবো? হ্যাঁ, আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উপায় আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।"[২২২]

আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার পর আর কোন চাওয়া কোন মু'মিনের থাকতে পারে না। তাই তাওবাকারী যখন আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে যায় তখন অন্য কোন প্রতিদান বা পুরস্কার তার কাছে নগণ্য। আল্লাহ্ যখন কাউকে ভালোবেসে ফেলেন তখন তার আর কোন দুশ্চিন্তা নেই, নেই কোন ভয়।

২. তাওবাহ্ হচ্ছে সফলতা পথ, এই পথে চললে বান্দা চূড়ান্ত সফলতার অর্জন করতে পারবে :

জীবনে সফলতা চায় না এমন মানুষ পাওয়া যাবে না। কিন্তু যারা সফলতা চায় তাদের অনেকেই জানে না আসল সফলতা কোথায়? আসল সফলতার পথ কোনটি? হ্যাঁ, তাওবাহ্ হচ্ছে আসল সফলতার পথ। সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾

"তবে যে তাওবাহ্ করেছিল, ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২২৩]

তাওবাহ্ করলে আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে তাওবাকারীকে সাফল্য দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলাবলেছেন :

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

---

[২২২] সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২২২।

[২২৩]. সূরা আল ক্বাসাস ২৮ : ৬৭।

www.pathagar.com

"হে বিশ্ববাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[২২৪]

৩. তাওবাহ্ করলে আল্লাহ উত্তম জীবিকা দান করবেন :

জীবন পরিচালনার জন্য জীবিকা অপরিহার্য। জীবিকা ছাড়া জীবন অচল। আর শুধু জীবিকাই নয়, বরং উত্তম জীবিকা পাওয়া যায় যদি বান্দা তার রবের কাছে ক্ষমা চায় আর তাওবাহ্ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾

"আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তারপর তার কাছে ফিরে যাও, (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দেবেন এবং অধিক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মুতাবিক অধিক দান করবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর বড় এক দিনের আযাবের ভয় করছি।"[২২৫]

৪. তাওবাকারীর জন্য ফেরেশতাগণ দু'আ করেন :

ফেরেশতাদের দু'আ সবাই পায় না। বিশেষ কিছু বান্দা ফেরেশতাদের দু'আ পায়, তাদের মধ্যে তাওবাকারী অন্যতম। তাওবাকারীর মর্যাদা এতটাই উপরে যে তার জন্য ফেরেশতারা পর্যন্ত দু'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

---

[২২৪]. সূরা আন্ নূর ২৪ : ৩১।
[২২৫]. সূরা হূদ ১১ : ০৩।

www.pathagar.com

"যারা 'আর্শকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ্ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর মু'মিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, 'হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা তাওবাহ্ করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের 'আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন'।"[২২৬]

৫. তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করলে অন্তর থেকে গুনাহ্র কারণে পড়া কালো দাগ মুছে যায় :

গুনাহ করলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে। এই দাগ দূর করার উপায় হচ্ছে তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার। আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ»

"যখন কোন মু'মিন একটি গুনাহ্ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে, তারপর যখন সে তাওবাহ্ করে, পাপটি অপসারণ করে এবং ইস্তিগফার করে তখন তার অন্তর চকচকে পরিষ্কার হয়ে যায়।"[২২৭]

৬. ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করার কারণে আল্লাহ্ তাওবাকারীর প্রতি রহমত ও বরকত দান করেন :

হূদ আলায়হিস সালাম তার জাতিকে তাদের রবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কয়েকটি প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হূদ আলায়হিস সালাম-এর কথা কুরআন মাজীদে বলেছেন :

﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾

---

[২২৬]. সূরা গাফির/আল মু'মিন ৪০ : ০৭।

[২২৭]. মুসনাদে আহমাদ : ৭৯৫২, হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।

www.pathagar.com

"হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তার কাছে তাওবাহ্ কর, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে ফিরো না'।"[২২৮]

উল্লেখ্য যে, বহু পাপী তাওবাহ্ না করলেও যাবতীয় পার্থিব সুখ-সম্ভোগ লাভ করে থাকে। তা দেখে অনেকেই ভুল বোঝে। মূলত পাপীদের সেসব সুখ-সম্পদ তাদের জন্য অবকাশ ও পরীক্ষা মাত্র। মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾

"আর তুমি কখনো তোমার দু'চোখ সে সবের প্রতি প্রসারিত করো না, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমকস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিয্ক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী।"[২২৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, আমরা তাদের উপর সব কিছুর দরজাসমূহ খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছিল তার কারণে তারা উৎফুল্ল হল, আমরা হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা হতাশ হয়ে গেল। অতএব যে সম্প্রদায় যুল্ম করেছিল তাদের মূল কেটে ফেলা হল। আর সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য।"[২৩০]

---

[২২৮]. সূরা হূদ ১১ : ৫২।
[২২৯]. সূরা ত্বা-হা- ২০ : ১৩১।
[২৩০]. সূরা আল আন্'আম ০৬ : ৪৪-৪৫।

www.pathagar.com

৭. তাওবার ফলে মহান আল্লাহ্ পাপীর পাপসমূহকে পুণ্যে পরিণত করে দেন :

তাওবাহ্ করে ঈমান এনে কেউ যদি 'আমলে সালেহ্ করতে থাকে তাহলে আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ পুণ্যে পরিণত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

"তবে যে তাওবাহ্ করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ্ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৩১]

উপরে বর্ণিত প্রতিদানগুলো যে পাবে তার মত সৌভাগ্যবান আর নেই। তাই দ্রুত তাওবাহ্ করে এ প্রতিদানগুলো অর্জনের জন্য চেষ্টা করা আমাদের অবশ্য করণীয়।

(চ) খাঁটি তাওবার জন্য ব্যাকুলতা ও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা

পৃথিবীর ইতিহাসে যেমন অমার্জিত পাপীদের কথা লেখা আছে তেমনি লেখা আছে পাপহীন নাবী-রাসূলদের কথা। এর মাঝে লেখা আছে আরও কিছু মানুষের কথা যারা অনেক মারাত্মক পাপ করেও আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ কবূল হয়েছে। সেসব ঘটনার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

*** একশ' মানুষের খুনির তাওবাহ্ :**

বানী ইসরাঈলের এ লোক ১০০টি খুন করেছিল। তারপর সেই খুনি খাঁটি তাওবাহ্ করেছিল। তাই আল্লাহ্ তার এত বড় ও জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করে দিয়েছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

---

[২৩১] সূরা আল ফুরক্বা-ন ২৫ : ৭০।

www.pathagar.com

عن أبي سَعيد سَعْدِ بنِ مالكِ بنِ سِنَانٍ الخدريّ رضي الله عنه : أنّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعينَ نَفْسًا ، فَسَأَلَ عَنْ أعْلَمِ أَهْلِ الْأَرضِ ، فَدُلَّ عَلٰى رَاهِبٍ ، فَأَتَاهُ . فقال : إنَّهُ قَتَلَ تِسعَةً وتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبَةٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَتَلهُ فَكَمَّلَ بِهِ مئَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرضِ ، فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ عَالِمٍ . فقَالَ : إنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلٰى أَرْضِ كَذَا وكَذَا فإِنَّ بِهَا أُناساً يَعْبُدُونَ اللهَ تَعَالٰى فاعْبُدِ الله مَعَهُمْ ، ولَا تَرْجِعْ إِلٰى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أرضُ سُوءٍ ، فانْطَلَقَ حَتّٰى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ ، فاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ومَلَائِكَةُ العَذَابِ . فَقَالتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا ، مُقبِلًا بِقَلبِهِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ العَذَابِ : إنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيرًا قَطُّ ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ- أيْ حَكَمًا - فقالَ : قِيسُوا مَا بَينَ الأرضَينِ فَإِلٰى أيّتهما كَانَ أدنٰى فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أدْنٰى إِلى الْأَرْضِ الَتِيْ أَرَادَ ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحمةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِيْ رِوَايَة فِي الصَّحِيْح : «فَكَانَ إلى القَريَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أهلِهَا».

وَفِيْ رِوَايَة فِي الصَّحِيْح : «فَأَوحَى الله تَعَالٰى إِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وإِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي ، وقَالَ : قِيسُوا مَا بينَهُما ، فَوَجَدُوهُ إِلٰى هٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ» . وَفِيْ رِوَايَة : «فَنَأى بصَدْرِهِ نَحْوَهَا» .

আবূ সা'ঈদ আল (সা'দ ইবনু মালিক ইবনু সিনান) খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "তোমাদের পূর্বে (বানী ইসরাইলের যুগে) একটি লোক ছিল যে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর লোকেদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সম্পর্কে জানতে চাইলো। তাকে একজন খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর কথা বলা হল। সে তার কাছে এসে বলল, 'সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা

www.pathagar.com

করেছে। এখন কি তার তাওবার কোন সুযোগ আছে?' সে বলল, 'না'। সুতরাং সে (রাগান্বিত হয়ে) তাকেও হত্যা করে একশত পূরণ করল। পুনরায় সে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। এবারও তাকে এক জ্ঞানীর খোঁজ দেয়া হল। সে তার নিকট এসে বলল যে, 'সে একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তাওবার কোন সুযোগ আছে?' সে বলল, 'হ্যাঁ আছে! তার ও তাওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর 'ইবাদাত কর। আর তোমার নিজ আবাসস্থলে ফিরে যেও না। কেননা, ও স্থান পাপের স্থান।'

অতঃপর ঐ ব্যক্তি ঐ স্থানের দিকে যেতে আরম্ভ করল। যখন সে মধ্য রাস্তায় পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু এসে গেল। (তার দেহ থেকে আত্মা বের করার জন্য) রহমত ও আযাবের উভয় প্রকার ফেরেশতা উপস্থিত হলেন। ফেরেশতাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেন, 'এই ব্যক্তি তাওবাহ্ করতে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে তার আগমন ঘটেছে।' আর আযাবের ফেরেশতাগণ বললেন, 'এ লোক এখনো ভালো কাজ করেনি (এই জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত)।' এমতাবস্থায় একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে সালিস মানলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, 'তোমরা দুই স্থানের দূরত্ব মেপে দেখ। (অর্থাৎ এ লোক যে স্থান থেকে এসেছে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার দূরত্ব) এই দুই স্থানের মধ্যে সে যার দিকে বেশী নিকটবর্তী হবে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে।' অতএব তাঁরা দূরত্ব মাপলেন এবং যে স্থানে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেই (ভালো) স্থানকে বেশী নিকটবর্তী পেলেন। সুতরাং রহমতের ফেরেশতাগণ তার জান কবয করলেন।"[২৩২]

অন্য একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, "পরিমাপে ঐ ব্যক্তিকে সৎকর্মশীল লোকেদের স্থানের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে ঐ সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের স্থানের অধিবাসী বলে গণ্য করা হল।"[২৩৩]

---

[২৩২]. সহীহুল বুখারী : ৩৪৭০ ও সহীহ মুসলিম : ৭১৮৪।
[২৩৩]. সহীহ মুসলিম : ৭১৮৫।

www.pathagar.com

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এইরূপ এসেছে যে, "আল্লাহ তা'আলা ঐ স্থানকে (যেখান থেকে সে আসছিল তাকে) আদেশ করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎকর্মশীলদের স্থানকে আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, 'তোমরা এ দু'য়ের দূরত্ব মাপ।' সুতরাং তাকে সৎকর্মশীলদের স্থানের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পেলেন। যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল।"[২৩৪] আরও একটি বর্ণনায় আছে, "সে ব্যক্তি নিজের বুকের উপর ভর করে ভালো স্থানের দিকে একটু সরে গিয়েছিল।"[২৩৫]

*** গামিদী গোত্রের ব্যভিচারিণী মহিলার তাওবাহ্ :**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে গামিদী গোত্রের এক মহিলা যেনার কারণে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাওবাহ্ করে গুনাহ থেকে পবিত্র হতে চেয়েছিল। খাঁটি তাওবার সে ঘটনাও হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

«قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِى. وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَرُدُّنِيْ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللهِ إِنِّيْ لَحُبْلَى. قَالَ « إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتّٰى تَلِدِى ». فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هٰذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ « اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتّٰى تَفْطِمِيهِ». فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هٰذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلٰى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمٰى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلٰى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ «مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ». ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ»

---

[২৩৪]. সহীহুল বুখারী : ৩৪৭০।
[২৩৫]. সহীহুল বুখারী : ৩৪৭০।

www.pathagar.com

একদিন গামিদী গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলো এবং বলল, হে আল্লার রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পরবর্তী দিন আবার ঐ মহিলা আগমন করলো এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনি কি আমাকে ঐভাবে ফিরিয়ে দিতে চান, যেমন ভাবে আপনি মা'ইযকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমি গর্ভবতী। তখন তিনি বললেন, যদি (ফিরে যেতে না চাও), তবে (আপাততঃ এখনকার মত) চলে যাও এবং সন্তান প্রসবকাল সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর যখন সে সন্তান প্রসব করল তখন সে সন্তানকে এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, এই সন্তান আমি প্রসব করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাও তাকে (সন্তানকে) দুধ পান করাও গিয়ে। দুধপান করানোর সময় শেষ হলে পরে এসো। এরপর যখন তার দুধপান করানোর সময় শেষ হল তখন ঐ মহিলা শিশু সন্তানটিকে নিয়ে তার কাছে আগমন করলো এমন অবস্থায় যে, শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। এরপর বললো, হে আল্লাহর নাবী! (এইতো সেই শিশু) তাকে আমি দুধপান করানোর কাজ শেষ করেছি। সে এখন খাদ্য খায়। তখন শিশু সন্তানটিকে তিনি কোন একজন মুসলিমকে প্রদান করলেন। এরপর তার ব্যাপারে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) আদেশ দিলেন। তার বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করা হল এরপর জনগণকে (তার প্রতি পাথর নিক্ষেপের) নির্দেশ দিলেন। তারা তখন তাকে পাথর মারতে শুরু করল। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ رضي الله عنه একটি পাথর নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং মহিলার মাথায় নিক্ষেপ করলেন, তাতে তার মুখমণ্ডলে রক্ত ছিটকে পড়লো। তখন তিনি মহিলাকে গালি দিলেন। নাবী ﷺ গালি শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, সাবধান! হে খালিদ! সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার জীবন, জেনে রেখো! নিশ্চয় সে এমন তাওবাহ্ করেছে, যদি কোন যুলুমবাজ (চাঁদাবাজ) ব্যক্তিও এমন তাওবাহ্ করতো তবে তারও ক্ষমা হয়ে যেতো। এরপর তার জানাযার সলাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার জানাযায় সলাত আদায় করা হলো। এরপর তাকে দাফন করা হলো।[২৩৬]

---

[২৩৬]. সহীহ মুসলিম : ৪৫২৮।

www.pathagar.com

জুহায়নাহ্ গোত্রের এক ব্যভিচারীণী মহিলার তাওবার ক্ষেত্রেও গামিদী গোত্রের মহিলার ঘটনার মত ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِي نُجَيد عِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُوْلَ الله ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ الله ﷺ وَلِيَّها ، فقالَ : أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فإذا وَضَعَتْ فَأْتِنِي فَفعَلَ فَأَمَرَ بها نبيُّ الله ﷺ ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فقالَ لَهُ عُمَرُ : تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُول الله وَقَدْ زَنَتْ ؟ قَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنفْسِهَا لله - عَزَّ وَجَلَّ - ؟!»

আবূ নুজাইদ 'ইমরান ইবনুল হুসাইন আল খুযা'ঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহায়নাহ্ গোত্রের এক নারী আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট হাজির হল। সে যিনার কারণে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন!' আল্লাহর নাবী ﷺ তার আত্মীয়কে ডেকে বললেন, "তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখ এবং সন্তান প্রসবের পর একে আমার নিকট নিয়ে এসো।" সুতরাং সে তাই করল (অর্থাৎ প্রসবের পর তাকে রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে এল)।

আল্লাহর নাবী ﷺ তার কাপড় তার (শরীরের) উপর মজবুত করে বেঁধে দেয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার সলাত আদায় করলেন। 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই মহিলার জানাযার সলাত আদায় করলেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছিল?' তিনি বললেন, "('উমার! তুমি জান না যে,) এই মহিলাটি এমন বিশুদ্ধ তাওবাহ্ করেছে, যদি তা মদীনার ৭০ জন লোকের মধ্যে বণ্টন করা হত তাহলে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত। এর চেয়ে কি তুমি কোন উত্তম কাজ পেয়েছ যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান করে দিল?"[২৩৭]

---

[২৩৭]. সহীহ্ মুসলিম : ৪৫২৯।

www.pathagar.com

*** তাবূক যুদ্ধে না যাওয়া তিন সাহাবীর তাওবাহ্ :**

সাময়িকের জন্য ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনজন প্রখ্যাত সাহাবী তাবূকের যুদ্ধে যাননি। তাদের এই না যাওয়ার অপরাধ থেকে তারা কীভাবে তাওবাহ্ করেছেন তারই বর্ণনা পাওয়া যাবে নীচের দীর্ঘ হাদীসটিতে।

কা'ব ইবনু মালিক-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ[২৩৮] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) কা'ব ইবনু মালেক-কে ঐ ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি,

যখন তিনি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে থেকে যান। তিনি বলেন, 'আমি তাবূক যুদ্ধ ছাড়া যে যুদ্ধই রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন তাতে কখনোই তাঁর পিছনে থাকিনি। (অবশ্য বদরের যুদ্ধ থেকে আমি পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে অংশগ্রহণ করেনি, তাকে ভর্ৎসনা করা হয়নি।) আসল ব্যাপার ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমগণ কুরাইশের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিলেন। (শুরুতে যুদ্ধের নিয়ত ছিল না।) পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ও তাঁদের শত্রুকে (পূর্বঘোষিত) ওয়াদা ছাড়াই একত্রিত করেছিলেন।

আমি আক্বাবার রাতে (মিনায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। আক্বাবার রাত অপেক্ষা আমার নিকটে বদরের উপস্থিতি বেশী প্রিয় ছিল না। যদিও বদর (অভিযান) লোক মাঝে ওর চাইতে বেশী প্রসিদ্ধ। (কা'ব বলেন) আর আমার তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে থাকার ঘটনা এরূপ যে, এই যুদ্ধ হতে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম অন্য কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর ক্বসম! এর পূর্বে আমার নিকট কখনো দু'টি সওয়ারী (বাহন) একত্রিত হয়নি। কিন্তু এই (যুদ্ধের) সময়ে একই সঙ্গে দু'টি সওয়ারী আমার নিকট মজুদ ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন 'তাওরিয়া' করতেন (অর্থাৎ সফরের গন্তব্যস্থলের নাম গোপন রেখে সাধারণ অন্য স্থানের নাম নিতেন, যাতে শত্রুরা টের না পায়)। এই যুদ্ধ এভাবে চলে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ গরমে এই যুদ্ধে বের হলেন এবং

---

২৩৮. এই 'আবদুল্লাহ কা'ব ﷺ-এর ছেলেদের মধ্যে তাঁর পরিচালক ছিলেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান।

www.pathagar.com

দূরবর্তী সফর ও দীর্ঘ মরুভূমির সম্মুখীন হলেন। আর বহু সংখ্যক শত্রুরও সম্মুখীন হলেন। এই জন্য তিনি মুসলিমদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন; যাতে তাঁরা সেই অনুযায়ী যথোচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফলে তিনি সেই দিকও বলে দিলেন, যেদিকে যাবার ইচ্ছা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অনেক মুসলিম ছিলেন এবং তাদের কাছে কোন হাজিরা বহি ছিল না, যাতে তাদের নামসমূহ লেখা হবে। এই জন্য যে ব্যক্তি (যুদ্ধে) অনুপস্থিত থাকত সে এই ধারণাই করত যে, আল্লাহর অহী অবতীর্ণ ছাড়া তার অনুপস্থিতির কথা গুপ্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যুদ্ধ ফল পাকার মৌসুমে করেছিলেন এবং সে সময় (গাছের) ছায়াও উৎকৃষ্ট (ও প্রিয়) ছিল, আর আমার টানও ছিল সেই ফল ও ছায়ার দিকে।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমরা (তাবূকের যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুতি নিলেন। আর (আমার এই অবস্থা ছিল যে,) আমি সকালে আসতাম, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমিও (যুদ্ধের) প্রস্তুতি নেই। কিন্তু কোন ফয়সালা না করেই আমি (বাড়ী) ফিরে আসতাম এবং মনে মনে বলতাম যে, আমি যখনই ইচ্ছা করব, যুদ্ধে শামিল হয়ে যাব। কেননা, আমি এর ক্ষমতা রাখি। আমার এই গড়িমসি অবস্থা অব্যাহত রইল এবং লোকেরা জিহাদের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাকলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমরা একদিন সকালে তাবুকের জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমি প্রস্তুতির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলাম না। আমি আবার সকালে এলাম এবং বিনা সিদ্ধান্তেই (বাড়ী) ফিরে গেলাম। সুতরাং আমার এই অবস্থা অব্যাহত থেকে গেল। ওদিকে মুসলিম সেনারা দ্রুতগতিতে আগে বাড়তে থাকল এবং যুদ্ধের ব্যাপারও ক্রমশঃ এগুতে লাগল। আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমিও সফরে রওয়ানা হয়ে তাদের সঙ্গ পেয়ে যাই। হায়! যদি আমি তাই করতাম (তাহলে কতই না ভালো হত)! কিন্তু এটা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলে যাওয়ার পর যখনই আমি লোকের মাঝে আসতাম, তখন এ জন্যই দুঃখিত ও চিন্তিত হতাম যে, এখন (মদীনায়) আমার সামনে কোন আদর্শ আছে তো কেবলমাত্র মুনাফিক্ব কিংবা এত দুর্বল ব্যক্তিরা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমাহ যোগ্য বা অপারগ বলে গণ্য করেছেন।

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ রাস্তা রাসূল ﷺ আমাকে স্মরণ করলেন না। তাবূক পৌঁছে যখন তিনি লোকের মাঝে বসেছিলেন, তখন আমাকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, "কা'ব ইবনু মালেকের কী হয়েছে?" বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক বলে উঠল, "হে আল্লাহর রাসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব দর্শন (অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আঁকে দিয়েছে।" (এ কথা শুনে) মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه বললেন, "বাজে কথা বললে তুমি। আল্লাহর ক্বসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন।

এসব কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে সাদা পোশাক পরে (মরুভূমির) মরীচিকা ভেদ করে আসতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "তুমি যেন আবূ খাইসামাহ হও।" (দেখা গেল) সত্যিকারে তিনি আবূ খাইসামাহ আনসারীই ছিলেন। আর তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একবার আড়াই কিলো খেজুর সদাকাহ করেছিলেন বলে মুনাফিক্বরা (তা অল্প মনে করে) তাঁকে বিদ্রুপ করেছিল।'

কা'ব বলেন, 'অতঃপর যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক থেকে ফেরার সফর শুরু করে দিয়েছেন, তখন আমার মনে কঠিন দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হল এবং মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা করতে লাগলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম যে, আগামীকাল যখন রাসূল ﷺ ফিরবেন, সে সময় আমি তাঁর রোষাণল থেকে বাঁচব কী উপায়ে? আর এ ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের সহযোগিতা চাইতে লাগলাম। অতঃপর যখন বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন একদম নিকটবর্তী, তখন আমার অন্তর থেকে বাতিল (পরিকল্পনা) দূর হয়ে গেল। এমনকি আমি বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যা বলে আমি কখনই বাঁচতে পারব না। সুতরাং আমি সত্য বলার দৃঢ় সংকল্প করে নিলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে (মদীনায়) পদার্পণ করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি সফর থেকে (বাড়ি) ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি মাসজিদে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। তারপর (সফরের বিশেষ বিশেষ খবর শোনাবার জন্য) লোকেদের জন্য বসতেন। সুতরাং এই সফর থেকে ফিরেও যখন পূর্বের মতো কাজ করলেন, তখন মুনাফিক্বরা এসে তাঁর নিকট ওযর-আপত্তি পেশ করতে লাগল এবং ক্বসম খেতে আরম্ভ করল। এরা সংখ্যায় আশি

www.pathagar.com

জনের কিছু বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্যিক ওযর গ্রহণ করে নিলেন, তাদের বায়'আত নিলেন, তাদের জন্য (আল্লাহ্র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপনীয় অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দিলেন। অবশেষে আমিও তাঁর নিকট হাজির হলাম।

অতঃপর যখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির হাসির মত মুচকি হাসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "সামনে এসো!" আমি তাঁর সামনে এসে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেন জিহাদ থেকে পিছনে রয়ে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করনি?" আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র ক্বসম! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন লোকের কাছে বসতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে কোন মিথ্যা ওযর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে যেতাম। বাকচাতুর্য (বা তর্ক-বিতর্ক করার) অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র ক্বসম! আমি জানি যে, যদি আজ আপনার সামনে মিথ্যা বলি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তাহলে অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা (অহী দ্বারা সংবাদ দিয়ে) আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন।

পক্ষান্তরে আমি যদি আপনাকে সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমি আল্লাহ্র নিকট এর সুফলের আশা রাখি। (সেহেতু আমি সত্য কথা বলছি যে,) আল্লাহ্র ক্বসম! (আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে) আমার কোন অসুবিধা ছিল না। আল্লাহ্র ক্বসম! আপনার সাথ ছেড়ে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম ততটা কখনো ছিলাম না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "এ লোকটি নিশ্চিতভাবে সত্য কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখান থেকে চলে যাও, যে পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কোন ফায়সালা না করবেন।"

আমার পিছনে পিছনে বানু সালামাহ্ (গোত্রের) কিছু লোক এল এবং আমাকে বলল যে, "আল্লাহ্র ক্বসম! আমরা অবগত নই যে, তুমি এর পূর্বে কোন পাপ করেছ। অন্যান্য পিছনে থেকে যাওয়া লোকেদের ওজর পেশ করার মত তুমিও কোন ওজর পেশ করলে না কেন? তোমার পাপ মোচনের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্য (আল্লাহ্র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।" কা'ব বলেন, 'আল্লাহ্র ক্বসম! লোকেরা আমাকে আমার সত্য কথা বলার জন্য তিরস্কার করতে থাকল। পরিশেষে আমার ইচ্ছা হল যে, আমি

www.pathagar.com

দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে প্রথম কথা অস্বীকার করি (এবং কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে দেই।) আবার আমি তাদেরকে বললাম, "আমার এ ঘটনা কি অন্য কারো সাথে ঘটেছে?" তাঁরা বললেন, "হ্যাঁ। তোমার মত আরো দু'জন সমস্যায় পড়েছে। (রাসূল ﷺ-এর নিকটে) তারাও সেই কথা বলেছে, যা তুমি বলেছ এবং তাদেরকে সেই কথাই বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে।"

আমি তাদেরকে বললাম, "তারা দু'জন কে কে?" তারা বলল, "মুরারাহ ইবনু রাবী' আমরী ও হিলাল ইবনু উমাইয়্যাহ্ ওয়াক্বিফী।" এই দু'জন যাঁদের কথা তারা আমার কাছে বর্ণনা করল, তাঁরা সৎলোক ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ছিল। যখন তারা সে দু'জন ব্যক্তির কথা বলল, তখন আমি আমার পূর্বেকার অবস্থার (সত্যের) উপর অনড় থেকে গেলাম (এবং আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূরীভূত হল। যাতে আমি তাদের ভর্ৎসনার কারণে পতিত হয়েছিলাম)। (এরপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদেরকে পিছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন।'

কা'ব রাঃ বলেন, 'লোকেরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল।' অথবা বললেন, 'লোকেরা আমাদের জন্য পরিবর্তন হয়ে গেল। পরিশেষে পৃথিবী আমার জন্য আমার অন্তরে অপরিচিত মনে হতে লাগল। যেন এটা সেই পৃথিবী নয়, যা আমার পরিচিত ছিল। এভাবে আমরা ৫০টি রাত কাটালাম। আমার দুই সাথীরা তো নরম হয়ে ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু আমি গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও বলিষ্ঠ ছিলাম। ফলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে মুসলিমদের সাথে সলাতে হাজির হতাম এবং বাজারসমূহে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে হাজির হতাম এবং তিনি যখন সলাতের পর বসতেন, তখন তাঁকে সালাম দিতাম, আর আমি মনে মনে বলতাম যে, তিনি আমার সালামের জওয়াবে ঠোঁট নাড়াচ্ছেন কিনা? তারপর আমি তাঁর নিকটেই সলাত পড়তাম এবং আড়চোখে তাঁকে দেখতাম। (দেখতাম,) যখন আমি সলাতে মনোযোগী হচ্ছি, তখন তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন এবং যখন আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন!

www.pathagar.com

অবশেষে যখন আমার সাথে মুসলিমদের বিমুখতা দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন একদিন আমি আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ)-এর বাগানে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে (তাতে প্রবেশ করলাম।) সে (আবূ ক্বাতাদাহ) আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় লোক ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর ক্বসম! সে আমাকে সালামের জওয়াব দিল না। আমি তাকে বললাম, "হে আবূ ক্বাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর ক্বসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)কে ভালোবাসি?" সে নিরুত্তর থাকল। আমি দ্বিতীয়বার ক্বসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এবারেও সে চুপ থাকল। আমি তৃতীয়বার ক্বসম দিয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে সে বলল, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন।" এ কথা শুনে আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু বইতে লাগল এবং যেভাবে গিয়েছিলাম, আমি সেই ভাবেই দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ফিরে এলাম।

এরই মধ্যে একদিন মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এমন সময় শাম দেশের কৃষকদের মধ্যে একজন কৃষককে- যে মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে এসেছিল- বলতে শুনলাম, কে আমাকে কা'ব ইবনু মালেককে দেখিয়ে দেবে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফলে সে ব্যক্তি আমার নিকটে এসে আমাকে 'গাসসান'-এর বাদশার একখানি পত্র দিল। আমি লিখা-পড়া জানতাম, তাই আমি পত্রখানি পড়লাম। পত্রে লিখা ছিল :

'অতঃপর আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে, আপনার সঙ্গী (মুহাম্মাদ) আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত অবস্থায় থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন; আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করব।'

পত্র পড়ে আমি বললাম, "এটাও অন্য এক বালা (পরীক্ষা)।" সুতরাং আমি ওটাকে চুলোয় ফেলে জ্বালিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন ৫০ দিনের মধ্যে ৪০ দিন গত হয়ে গেল এবং অহী আসা বন্ধ ছিল। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলল, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার আদেশ দিচ্ছেন!" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কি তাকে তালাক দেব, না কী করব?" সে বলল, "তালাক নয় বরং তার নিকট থেকে আলাদা থাকবে, মোটেই ওর নিকটবর্তী হবে না।" আমার দুই সাথীর নিকটেও এই বার্তা পৌঁছে দিলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, "তুমি পিত্রালয়ে চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান কর-যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করেন।"

www.pathagar.com

(আমার সাথীদ্বয়ের মধ্যে একজন সাথী) হিলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! হিলাল ইবনু উমাইয়াহ খুবই বৃদ্ধ মানুষ, তার কোন খাদেমও নেই, সেহেতু আমি যদি তার খিদমত করি, তবে আপনি কি এটা অপছন্দ করবেন?" তিনি বললেন, "না, (অর্থাৎ তুমি তার খিদমত করতে পার।) কিন্তু সে যেন (মিলন উদ্দেশে) তোমার নিকটবর্তী না হয়।" (হিলালের স্ত্রী বলল, "আল্লাহর ক্বসম! (দুঃখের কারণে এ ব্যাপারে) তার কোন সক্রিয়তা নেই। আল্লাহর ক্বসম! যখন থেকে এ ব্যাপার ঘটেছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে সর্বদা কাঁদছে।"

(কা'ব বলেন,) 'আমাকে আমার পরিবারের কিছু লোক বলল যে, "তুমিও যদি নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইতে, (তাহলে তা তোমার জন্য ভালো হত।) তিনি হিলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রীকে তো তার খিদমত করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।" আমি বললাম, "এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইব না। জানি না, যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইব, তখন তিনি কী বলবেন। কারণ, আমি তো যুবক মানুষ।"

এভাবে আরও দশদিন কেটে গেল। যখন থেকে লোকেদেরকে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে গেল। আমি পঞ্চাশতম রাতে আমাদের এক ঘরের ছাদের উপর ফজরের সলাত পড়লাম। সলাত পড়ার পর আমি এমন অবস্থায় বসে আছি যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা আমাদের ব্যাপারে দিয়েছেন- আমার জীবন আমার জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল- এমন সময় আমি এক চিৎকারকারীর আওয়ায শুনতে পেলাম, সে সাল'আ পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলছে, "হে কা'ব ইবনু মালিক! তুমি সুসংবাদ নাও!" আমি তখন (খুশীতে শুকরিয়ার) সাজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) মুক্তি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সলাত পড়ার পর লোকেদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওবাহ্ কবূল করে নিয়েছেন। সুতরাং লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য আসতে আরম্ভ করল। এক ব্যক্তি আমার দিকে অতি দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। সে ছিল আসলাম (গোত্রের) এক ব্যক্তি। আমার দিকে সে দৌড়ে এল এবং পাহাড়ের উপর চড়ে (আওয়াজ দিল)। তার আওয়াজ ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী ছিল। সুতরাং যখন সে আমার কাছে এল, যার সুসংবাদের আওয়াজ আমি শুনেছিলাম, তখন আমি তার

www.pathagar.com

সুসংবাদ দানের বিনিময়ে আমার দেহ থেকে দু'খানি বস্ত্র খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম।

আল্লাহর ক্বসম! সে সময় আমার কাছে এ দু'টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর আমি নিজে দু'খানি কাপড় অস্থায়ীভাবে ধার নিয়ে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল এবং বলতে লাগল, "আল্লাহ তা'আলা তোমার তাওবাহ্ কবূল করেছেন, তাই তোমাকে ধন্যবাদ।" অতঃপর আমি মাসজিদে প্রবেশ করলাম। (দেখলাম,) রাসূলুল্লাহ বসে আছেন এবং তাঁর চারপাশে লোকজন আছে। ত্বালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ উঠে ছুটে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ দিলেন। আল্লাহর ক্বসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ উঠলেন না।'

সুতরাং কা'ব ত্বালহা -এর এই ব্যবহার কখনো ভুলতেন না। কা'ব বলেন, 'যখন আমি রাসূলুল্লাহ -কে সালাম জানালাম, তখন তিনি তাঁর খুশীময় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আমাকে বললেন, "তোমার মা তোমাকে যখন প্রসব করেছে, তখন থেকে তোমার জীবনের বিগত সর্বাধিক শুভদিনের সুসংবাদ তুমি গ্রহণ কর!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এই শুভসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে?" তিনি বললেন, "না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।"

রাসূলুল্লাহ যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, মনে হত যেন তা একফালি চাঁদ এবং এতে আমরা তাঁর এ (খুশী হওয়ার) কথা বুঝতে পারতাম। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ -এর সামনে বসলাম, তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার তাওবাহ্ কবূল হওয়ার দরুণ আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাস্তায় সাদাক্বাহ্ করে দিচ্ছি।" তিনি বললেন, "তুমি কিছু মাল নিজের জন্য রাখ, তোমার জন্য তা উত্তম হবে।" আমি বললাম, "যাই হোক! আমি আমার খায়বারের যুদ্ধে (প্রাপ্ত) অংশ রেখে দিচ্ছি।"

আর আমি এ কথাও বললাম যে, "হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে সত্যবাদিতার কারণে (এই বিপদ থেকে) উদ্ধার করলেন। আর এটাও আমার তাওবার দাবী যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, সর্বদা সত্য কথাই বলব।" সুতরাং আল্লাহর ক্বসম! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ -এর

www.pathagar.com

সঙ্গে সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করলাম, তখন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলিমকে সত্য কথা বলার প্রতিদান স্বরূপ এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন পুরস্কার দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আল্লাহর ক্বসম! আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ কথা বলেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি। আর আশা করি যে, বাকী জীবনেও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ থেকে নিরাপদ রাখবেন।'

কা'ব বলেন : 'আল্লাহ তা'আলা (আমাদের ব্যাপারে আয়াত) অবতীর্ণ করেছেন,

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾﴾

"আল্লাহ ক্ষমা করলেন নাবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নাবীর অনুগামী হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুণাময়। আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল; পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তাওবাহ্ করে। নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তাওবাহ্ গ্রহণকারী, পরম করুণাময়। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।"[২৩৯]

---

[২৩৯] সূরা আত্ তাওবাহ্ ০৯ : ১১৭-১১৯।

www.pathagar.com

কা'ব ইবনু মালিক বলেন, 'আল্লাহ আমাকে ইসলামের জন্য হিদায়াত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য কথা বলা অপেক্ষা বড় পুরস্কার আমার জীবনে আল্লাহ আমাকে দান করেননি। ভাগ্যে আমি তাঁকে মিথ্যা কথা বলিনি। নয়তো তাদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যারা মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন অহী অবতীর্ণ করলেন, তখন নিকৃষ্টভাবে মিথ্যুকদের নিন্দা করলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বললেন,

﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

"যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকেদের প্রতি রাজী হবেন না।"[২৪০]

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : 'হে তিনজন! আমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের থেকে যাদের মিথ্যা কসম রাসূলুল্লাহ ﷺ (অজান্তে) গ্রহণ করলেন, তাদের বায়'আত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ব্যাপারটা পিছিয়ে দিলেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন : "আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।" পিছনে রাখার যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে তার অর্থ যুদ্ধ থেকে আমাদের পিছনে থাকা নয়। বরং (এর অর্থ) আমাদের ব্যাপারটাকে ঐ লোকেদের ব্যাপার থেকে পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল, যারা তাঁর কাছে শপথ করেছিল এবং ওযর পেশ করেছিল। ফলে তিনি তা কবূল করে নিয়েছিলেন।'[২৪১]

---

[২৪০] সূরা আত্ তাওবাহ্ ০৯ : ৯৫-৯৬।
[২৪১]. সহীহ মুসলিম : ৭১৯২।

৪. ইসলামী দণ্ড ভোগ করা :

কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধ করে ফেলে আর তারপর যদি তার এই অপরাধের যথাযথ বিচার হয় এবং বিচারের রায় অনুযায়ী তার ওপর দণ্ড বা শাস্তি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে তার এই শাস্তি প্রাপ্তিই তার অপরাধের কারণে যে গুনাহ্ হয়েছে তা মাফ করিয়ে দেবে। যেমন, 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত বায়'আত সম্পর্কিত বিখ্যাত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ»

"আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারাহ্।"[২৪২]

প্রায় একই অর্থে কিছুটা বিস্তারিতভাবে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ»

"আর যে এগুলো থেকে কিছু করে ফেলবে আর সে জন্য দুনিয়াতে যদি তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে এটি হবে তার জন্য গুনাহর কাফফারাহ্।"[২৪৩]

এই সুযোগ শুধু যারা মুসলিম বা মু'মিন তাদের জন্য, কাফিরদের জন্য নয়।

কোন কাফিরের ওপর যখন শাস্তি আসে তখন সে তার অপরাধের কর্মফল হিসেবে সেই শাস্তি ভোগ করে। যেমন, নূহ (আলায়হিস সালাম)-এর্ জাতি, 'আদ, সামূদ জাতির শাস্তি, মুরতাদ (ইসলামধর্ম ত্যাগকারী)-এর শাস্তি ইত্যাদি। এসব কাফিরের ওপর শাস্তি আসায় এবং তারা তা ভোগ করায় তাদের অপরাধের গুনাহ্ মাফ হবে না।

যখন কোন মুসলিম এমন কোন অপরাধ করে ফেলে যার জন্য তার উপর হদ্দ (শরী'আহ নির্ধারিত নির্দিষ্ট কিছু দণ্ড) বা ক্বিসাস কিংবা তা'যীর প্রযোজ্য হয় তখন ঐ অপরাধীর উপর যখন ঐ নির্দিষ্ট শাস্তি বাস্তবায়ন করা হবে তখন তা

---

২৪২. সহীহুল বুখারী : ৪৮৯৪, সহীহ মুসলিম : ৪৫৫৮, শব্দ বুখারীর।
২৪৩. সহীহুল বুখারী : ৬৮০১, ৭৪৬৮।

www.pathagar.com

তার জন্য গুনাহ মাফের উপায় হবে। দণ্ড ভোগ করার কারণে সে তার গুনাহ থেকে মাফ পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা বিচার-ফায়সালা করবে না, তারাই যালিম।"[২৪৪]

হাদীসে এসেছে,

«أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنْ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ»

'উবাদাহ্ ইবনুত্ সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে এবং আকাবার রাতে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন- তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এসো তোমরা আমার কাছে এ কথার উপর বায়'আত কর যে, তোমরা

---

[২৪৪] সূরা আল মায়িদাহ্ ০৫ : ৪৫।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা ব্যভিচার করবে না; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমরা (কারো প্রতি) অপবাদ আরোপ করবে না যা তোমরা নিজে থেকে বানিয়ে নাও, তোমরা নেক কাজ করতে আমার নাফরমানী করবেনা, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করে চলবে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। আর যে এসবের কোন কিছুতে লিপ্ত হয় এবং তাকে এ কারণে দুনিয়াতে আইনানুগ শাস্তি দেয়া হবে, তবে এ শাস্তি তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সবের কোনটিতে লিপ্ত হল আর আল্লাহ্ তা গোপন রাখেলেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মায় থাকলো। তিনি ইচ্ছে করলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছে করলে মাফ করবেন।[২৪৫]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَّا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে অনুরূপ অঙ্গীকার (বায়'আত) নিলেন, যেরূপ অঙ্গীকার নিয়েছেন মহিলাদের থেকে যেন আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করি, চুরি না করি, ব্যভিচার না করি, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা না করি এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ না দেই। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে। আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন কোন অপরাধ করে যাতে (হদ্দ) শরীয়তের শাস্তি অত্যাবশ্যকীয় হয়, অতঃপর তার উপর সেই শাস্তি কার্যকর করা হয়, তবে তা তার অপরাধের কাফফারাহ্ (বদলা) হয়ে যাবে। আর যাকে (যে ব্যক্তির পাপ) আল্লাহ গোপন রাখলেন, তার বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাকে শাস্তি দিবেন। আর যদি ইচ্ছে করেন তবে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[২৪৬]

---

২৪৫. সহীহুল বুখারী : ৩৮৯২।

২৪৬. সহীহ মুসলিম : ৪৫৬০।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«أَيُّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيْمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ كُفِّرَ عَنْهُ ذٰلِكَ الذَّنْبُ»

"কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নিষেধকৃত কোন অপরাধ করে ফেলে তারপর (শার'ঈ আদালতে বিচারের মাধ্যমে প্রদত্ত রায় অনুযায়ী) তার ওপরে দণ্ড প্রয়োগ করা হয় তাহলে (এই শাস্তির কারণে) তার কৃত অপরাধজনিত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।"[২৪৭]

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কোন মুসলিম যদি এমন কোন অপরাধ করে ফেলে যে অপরাধের কারণে তাকে দণ্ড ভোগ করতে হয় তাহলে তার এই শাস্তি ভোগ করাটাই তার গুনাহ্ মাফের উপায় হবে। তবে এটি শুধু ঐ গুনাহ্ মাফের উপায় হবে যে গুনাহের জন্য সে শাস্তি ভোগ করেছে। যেমন, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তারপর হত্যাকারীকে আদালত মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং কর্তৃপক্ষ তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে তাহলে মানুষ হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া ব্যক্তির যে গুনাহ্ হয়েছিল তা তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে।

৫. কাবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা :

গুনাহ্ মাফের অন্যতম উপায় হলো কাবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা। কাবীরা বা বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকলে বান্দার অন্যান্য ছোট ছোট গুনাহগুলো আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দিবেন এবং সম্মানীত স্থানে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

---

[২৪৭]. আল মুসতাদরাক 'আলাস্ সহীহায়ন : ৮১৬৭, হাদীসটির সনদ সহীহ।

www.pathagar.com

"তোমরা যদি নিষেধকৃত কবীরা গুনাহগুলো বা বড় পাপসমূহ পরিহার করো তাহলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলোকে মোচন করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো।"[২৪৮]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾

"যারা ছোটখাট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার, তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।"[২৪৯]

উপরি-উল্লিখিত আয়াত দু'টির প্রথমটির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কাবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলে অর্থাৎ কাবীরা গুনাহ না করলে আল্লাহ্ সগীরা গুনাহকারীকে এমনিতেই মাফ করে জান্নাত দান করবেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিও প্রথম আয়াতের শিক্ষার অনুকূলে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। মোটকথা সকল ধরনের কাবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকা সগীরা গুনাহ মাফের অন্যতম উপায়।

৬. গায়েব অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করা :

আল্লাহকে আমরা না দেখেই বিশ্বাস করেছি। এটি শুধু ঈমানই নয় বরং সাথে সাথে গুনাহ মাফেরও কারণ। আবার আমরা যখন একা নির্জনে থাকি তখনও আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি। এমন যারা করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

"নিশ্চয় যারা গায়েব অবস্থায় তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[২৫০]

---

[২৪৮]. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ৩১।
[২৪৯]. সূরা আন্ নাজ্ম ৫৩ : ৩২।

www.pathagar.com

৭. ঈমান আনা ও ‘আমলে সালেহ্ করা :

ঈমান আনা ও ‘আমলে সালেহ করা ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না। আর যারা এই দু'টি কাজ করতে পারে তাদের জন্য জান্নাতসহ অনেক পুরস্কার রয়েছে। তবে তাদের অন্যতম পুরস্কার হচ্ছে গুনাহ্ মাফ হওয়া।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম ‘আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করত।”[২৫১]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾

“আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ‘আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্য, তিনি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।”[২৫২]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন :

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

---

[২৫০]. সূরা আল মুল্ক ৬৭ : ১২।
[২৫১]. সূরা আল ‘আন্কাবূত ২৯ : ৭।
[২৫২]. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২।

www.pathagar.com

"আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।"[২৫৩]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

"সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্‌ক্ব।"[২৫৪]

৮. ঈমান আনা ও তাকওয়া অবলম্বন করা :

ঈমান আনার পর 'আমলে সালেহের পাশাপাশি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾

"আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম।"[২৫৫]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

---

[২৫৩]. সূরা আত্ তাগা-বুন ৬৪ : ৯।
[২৫৪]. সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৫০।
[২৫৫]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬৫।

www.pathagar.com

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।"[২৫৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার পুরস্কারকে মহান করে দেন।"[২৫৭]

৯. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের ওয়াসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করা :

মহান রব আল্লাহর প্রতি ঈমানের ওয়াসীলা করে কেউ যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾

"হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহ্বানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহ্বান করে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো'। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে'।"[২৫৮]

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করা :

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদের গুনাহও মাফ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

[২৫৬]. সূরা আল আনফাল ৮ : ২৯।
[২৫৭]. সূরা আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ৫।
[২৫৮]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৯৩।

www.pathagar.com

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।"[২৫৯]

একদল জিন্ ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিল। তাদের বক্তব্য উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

"হে আমাদের ক্বওম! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব থেকে রক্ষা করবেন'।"[২৬০]

১১. শির্কমুক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী 'আমল করা :

শির্কমুক্ত ঈমান ও 'আমলের গুরুত্ব সর্বাধিক। ঈমান ও 'আমলের কোথাও সামান্য শির্ক থাকলে আল্লাহ তা বরদাশত করবেন না। কিন্তু তিনি অন্য সকল কিছু মাফ করবেন বলে তিনি কুরআনেও ঘোষণা দিয়েছেন যা পূর্বে বিস্তরিত দলীলসহ আলোকপাত করা হয়েছে। শির্কমুক্তভাবে যতটুকু 'আমল করা হবে তা-ই আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই শির্ক থেকে মুক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী 'আমল করে যাওয়াই মু'মিনের দায়িত্ব। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

«يَا ابْنَ آدَمَ مَهْمَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَإِنِ اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلْءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خَطَايَا وَذُنُوبًا اسْتَقْبَلْتُكَ بِمِلْئِهِنَّ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَأَغْفِرُ لَكَ وَلَا أُبَالِي»

---

২৫৯. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ৩১।
২৬০. সূরা আল আহ্ক্বা-ফ ৪৬ : ৩১।

www.pathagar.com

"হে আদম সন্তান! তুমি আমার যতটুকুই 'ইবাদাত করো এবং ভালো আশা করো যদি তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে অংশী স্থাপন না করো তাহলে তোমার 'আমল যা-ই হোক না কেন তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেবো। তুমি যদি আসমান ও জমিন ভরা অপরাধ ও গুনাহ্ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হও তাহলে আমিও আসমান ও জমিন ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবো এবং আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, এতে আমি কাউকে পরোয়া করি না।"[২৬১]

অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

«مَنْ عَلِمَ أَنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِيْ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا»

"যে ব্যক্তি জানলো ও বিশ্বাস করলো যে আমি গুনাহ্ মাফ করার ক্ষমতা রাখি এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থাপন করলো না তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো, এ ক্ষেত্রে আমি কারও পরোয়া করবো না।"[২৬২]

১২. আল্লাহর সাথে 'আমলে সালেহ-এর ব্যবসা করা :

দুনিয়ার লাভের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য তো আমরা অনেকেই করি। কিন্তু আখিরাতের ব্যবসা কয়জন করি? এ রকমেরই একটি ব্যবসার অফার আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দিয়েছেন। সে ব্যবসার মূলধন হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে নিজ অর্থ-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা। এই ব্যবসার মুনাফা বা লাভ আল্লাহ্ দিবেন। আর তা হলো এসব ব্যবসায়ীদের গুনাহ মাফসহ অন্যান্য অনেক কিছু। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝١٠ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

---

[২৬১]. সহীহ আল জামি : ৪৩৪১, হাদীসটি সহীহ।
[২৬২]. সহীহ আল জামি' : ৪৩৩০, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ⑬﴾

"হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে। তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন; এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন যা তোমরা পছন্দ কর; আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।"[২৬৩]

১৩. ভালো কাজ (হাসানাত) করা :

আমরা সবাই গুনাহ করি। আবার ভালো কাজও করি। কিন্তু জানি না যে, কোন ভালো কাজে কীভাবে বা কত পরিমাণ গুনাহ মাফ হয়। কুরআন-হাদীসে অনেক এমন ভালো কাজের কথা বলা আছে যা করা সামান্য সময়ের ব্যপার বা খুবই কম কষ্টে সেগুলো করা যায় কিন্তু সেগুলোর ফযীলত অনেক বেশি। কোন কোন 'আমল আছে যা জীবনের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয় আবার কোন 'আমল রয়েছে গুনাহগার ব্যক্তিকে এমনভাবে নিষ্পাপ করে দেয় যেভাবে সে যেদিন মায়ের পেট থেকে জন্মলাভ করেছে আবার এমন কিছু 'আমলও আছে যা গুনাহগারের জীবনের পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়। এসব 'আমল যদি মানুষ জানত তাহলে তারা অবশ্যই তা করত।

কুরআন ও হাদীসে এমন অনেক ভালো কাজের কথা বর্ণিত হয়েছে যে কাজগুলো করলে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন-মুত্তাকীদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

[২৬৩]. সূরা আস্ সফ্ ৬১ : ১০-১৩।

www.pathagar.com

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান[২৬৪] প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"[২৬৫]

অন্য এক আয়াতে তিনি আরও বলেন,

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।"[২৬৬]

আরেক আয়াতে তিনি বলেন :

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার প্রতিদানকে বিশাল করে দেন।"[২৬৭]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

---

[২৬৪]. অর্থাৎ তিনি তোমাদের মধ্যে আন্তরিক দৃঢ়তা, বিচক্ষণ ক্ষমতা ও সুন্দর হিদায়াত সৃষ্টি করে দেবেন যার মাধ্যমে তোমরা হক ও বাতিলের পার্থক্য করতে পারবে। (যুবদাতুত্ তাফসীর)

[২৬৫]. সূরা আল আনফাল ০৮ : ২৯।

[২৬৬]. সূরা আত্ তাগা-বুন ৬৪ : ০৯।

[২৬৭]. সূরা আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ০৫।

www.pathagar.com

"আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাকী। তাদের জন্য তাদের রব-এর কাছে তা-ই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটাই মু'মিনদের পুরস্কার। যাতে তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ্ তা ঢেকে দেন এবং তারা যে সর্বোত্তম 'আমল করত তার প্রতিদানে তাদেরকে পুরস্কৃত করেন।"[২৬৮]

কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ﴾

"আর তুমি সলাত ক্বায়েম কর দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে[২৬৯]। নিশ্চয় ভালোকাজসমূহ মন্দকাজগুলোকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।"[২৭০]

আবূ যার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»

"তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপ হয়ে গেলে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর।"[২৭১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

---

[২৬৮]. সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৩৩-৩৫।

[২৬৯]. দিনের প্রথম প্রান্তে ফজরের সলাত, দ্বিতীয় প্রান্তে যোহর ও আসরের সলাত আর রাতের প্রথম অংশে মাগরিব ও ইশার সলাত। [তাফসীর ইবনু কাসীর, তাইসীরু কারীমির রহমান]।

[২৭০]. সূরা হূদ ১১ : ১১৪।

[২৭১]. জামি আত্ তিরমিযী : ১৯৮৭, হাদীসটি হাসান বা হাসান সহীহ।

www.pathagar.com

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্ম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ছাড়া কে গুনাহ্ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তাদের কর্মের উপর অটল থাকে না।"[২৭২]

এ আয়াতের ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"هذه الآية خيرٌ لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها"

"গুনাহগারদের জন্য এই আয়াতটি দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা আছে তার থেকেও উত্তম।"[২৭৩]

প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم"

"আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের পাপসমূহ মোচনের জন্য যে পদ্ধতি দিয়েছিলেন তার বদলে আমাদেরকে এই আয়াত দান করেছেন।"[২৭৪]

আবুল 'আলিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"قال رجلٌ : يا رسولَ الله لو كانت كفاراتُنا ككفاراتِ بني إسرائيل ، فقال النَّبيُّ ﷺ : اللَّهُمَّ لا نبغيها - ثلاثًا - ما أعطاكم الله خيرٌ مما أعطى بني إسرائيل ، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة ، وجدها مكتوبةً على بابه وكفارَتها ، فإنْ كفَّرها كانت خزيًا في الدنيا ، وإنْ لم يكفِّرها كانت له خزياً في الآخرة ، فما أعطاكم الله خيرٌ مما أعطى بني إسرائيل قال : وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا"

---

[২৭২]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৩৫।

[২৭৩]. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম।

[২৭৪]. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম।

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাফফারাহ্ (গুনাহ মোচনের) পদ্ধতি যদি বানী ইসরাঈলের গুনাহ মোচনেরপদ্ধতির মত হতো! এ কথা শুনে নাবী ﷺ বলেন, হে আল্লাহ্! আমরা এমন পদ্ধতি চাই না। (এই দু'আ তিনবার বললেন।) তারপর তিনি বললেন, "বানী ইসরাঈলকে পাপ মোচনের জন্য যে পদ্ধতি দেয়া হয়েছিল তার থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা উত্তম। বানী ইসরাঈলের কেউ যখন কোন পাপ করে ফেলতো সেটি এবং তার কাফ্ফারা সে তার ঘরের দরজায় লেখা দেখতে পেত। যদি সে ঐ পাপের কাফ্ফারা আদায় করতো তাহলে তা তার জন্য দুনিয়ায় অপমানের কারণ হতো আর যদি সে তার কাফফারাহ্ আদায় না করতো তাহলে তা তার জন্য আখিরাতে অপমানের কারণ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা বানী ইসরাঈলকে যা দিয়েছেন তার থেকে উত্তম।" তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,[২৭৫]

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুল্ম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু হিসেবে।"[২৭৬]

মহান করুণাময় আল্লাহর একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বান্দার নেক 'আমলকেও পাপনাশকরূপে নির্ধারণ করেছেন। সে কথা আল্লাহ্ স্বয়ং পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন।

ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। পরে সে নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি জানায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ﴾

---

২৭৫. ইবনু রাজাব আল হাম্বালী, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ঘটনাটি ইমাম ইবনু জারীর আত্ তাবারী (রহিমাহুল্লাহ্) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

২৭৬. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ১১০।

www.pathagar.com

"আর তুমি সলাত ক্বায়িম কর দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয় ভালোকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।"[২৭৭]

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ কি শুধু আমার জন্য?' তিনি বললেন, 'না, এ আমার সকল উম্মাতের জন্য।'[২৭৮]

উক্ত ঘটনার ব্যাপারে আনাস বলেন, এক ব্যক্তি নাবী -এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি; তাই আমার উপর দণ্ড প্রয়োগ করুন।' ইতোমধ্যে সলাতের সময় হল। সেও আল্লাহর রাসূল -এর সাথে সলাত আদায় করল। সলাত শেষ করে সে পুনরায় বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি; তাই আমার উপর আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত দণ্ড প্রয়োগ করুন।' তিনি বললেন, "তুমি কি আমাদের সাথে সলাত আদায় করেছ?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "নিশ্চয় তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"[২৭৯]

উক্ত হাদীসে 'দণ্ডনীয় অপরাধ' বলতে সেই অপরাধ উদ্দেশ্য নয়, যাতে শরীয়তে নির্ধারিত দণ্ড আছে; যেমন, মদপান, ব্যভিচার প্রভৃতি। কেননা এমন দণ্ডনীয় অপরাধ সলাত আদায় করলেই ক্ষমা হয়ে যাবে না। আর সে দণ্ড প্রয়োগ না করাও শাসকের জন্য বৈধ নয়। উল্লেখ্য বা, উপর্যুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে শাসক ইচ্ছা করলে 'তা'যীর' বা স্বল্পতম দৈহিক শাস্তি দিতে পারেন। তবে যেহেতু লোকটি নিজ থেকে অপরাধ স্বীকার করে বিচার প্রার্থনা করেছেন তাই তার 'তা'যীর' মওকূফ করে দেয়া হয়েছে।

আবূ 'উসমান বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান -এর সাথে (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হেলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলো ঝড়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আবূ উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে, কেন আমি এরূপ করলাম?' আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি বললেন, একদিন আমিও আল্লাহর রাসূল -এর সাথে

[২৭৭]. সূরা হূদ ১১ : ১১৪।
[২৭৮]. সহীহুল বুখারী : ৫২৬; সহীহ মুসলিম : ৭১৭৭।
[২৭৯]. সহীহুল বুখারী : ৬৮২৩; সহীহ মুসলিম : ৭১৮২।

www.pathagar.com

গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হেলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা ঝড়ে পড়ল। অতঃপর বললেন, "হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?" আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখন সুন্দরভাবে উযূ করে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝড়ে যায়, যেভাবে এই পাতাগুলো ঝড়ে গেল। আর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ﴾

"আর তুমি সলাত ক্বায়িম কর দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয় ভালোকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।"[২৮০]

'আমলে সালেহ বা সৎকর্ম করলে পাপ মোচন হয়, সে কথা আরো একটি হাদীসে স্পষ্ট হয়।

নাবী ﷺ বলেছেন :

«فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»

"মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ, নিজ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে কৃত পাপকে সিয়াম, সলাত, দান-সদাক্বাহ্, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ (ইত্যাদি পুণ্যকর্ম) নাশ করে দেয়।"[২৮১]

দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক 'ইবাদাত ও সৎকর্ম পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে। নিশ্চয় এটা তার জন্য মহান করুণাময়ের বিশেষ করুণা। পাপধ্বংসী বহু নেক 'আমলের ফলে সে নিষ্পাপ হয়ে ওঠে।

---

[২৮০]. সূরা হূদ ১১ : ১১৪; মুসনাদ আহমাদ : ২৩৭৫৮; হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।
[২৮১]. সহীহুল বুখারী : ৫২৫; সহীহ মুসলিম : ৭৪৫০।

www.pathagar.com

১৪. ধৈর্যধারণ ও ‘আমলে সালেহ্ করা :

জীবন চলার পথে ধৈর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে ঈমান আনার পরে ধৈর্যধারণ বেশি দরকারী। ধৈর্যের সাথে সাথে ‘আমলে সালেহ করাও জরুরি। তাহলেই ক্ষমা মিলবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

“তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।”[২৮২]

১৫. শির্ক ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকা অবস্থায় ‘আমল পেশ হওয়া :

আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»

“প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এই দুজনকে আপোষ-রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ-রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ-রফার জন্য অবকাশ দাও।”[২৮৩]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا - أَوِ ارْكُوا - هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا»

---

[২৮২]. সূরা হূদ ১১ : ১১।

[২৮৩]. সহীহ মুসলিম : ৬৭০৯।

www.pathagar.com

"মানুষের 'আমলনামা সপ্তাহে দু'বার সোমবার ও বৃহস্পতিবার পেশ করা হয়। এরপর প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই এর সাথে তার শত্রুতা আছে। তখন বলা হবে, এই দু'জনকে রেখে দাও অথবা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।"[২৮৪]

১৬. তাকওয়া অবলম্বন করা ও সঠিক কথা বলা :

ঈমানদাররা আল্লাহকে ভয় করে সর্বদা সঠিক কথা বললে আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করল।"[২৮৫]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৮৬]

---

[২৮৪]. সহীহ মুসলিম : ৬৭১২।
[২৮৫]. সূরা আল আহ্যাব ৩৩ : ৭০-৭১।
[২৮৬]. সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ২৮।

www.pathagar.com

১৭. জিহাদ করা :

যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে হিজরত করেছে এবং যাদেরকে আল্লাহর পথে থাকার জন্য কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ বিরোধী জালিম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং শহীদ হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহ মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আরও উত্তম প্রতিদান তাদেরকে তিনি দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾

"অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন পুরুষ অথবা মহিলা 'আমলকারীর 'আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।"[২৮৭]

১৮. মানুষের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা :

আত্মীয়-স্বজন বা অভাবী মানুষ কিংবা সাধারণ যে কারও প্রতি উদারতা প্রদর্শন করলে এবং তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা দাতার গুনাহ মাফ করে দেন।

---

[২৮৭]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৯৫।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৮৮]

এ আয়াতটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ঘটনার সারমর্ম উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

'আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলিমদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাস্সান জড়িয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করেন। তারা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তাওবার তাওফীক লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন 'আয়িশার দোষমুক্ততা ঘোষণা করে প্রকাশ্যে আয়াত নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলিমদের তাওবাহ্ কবূল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ্ আবূ বাক্র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। আবূ বাক্র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তার জড়িত থাকার কথা প্রকাশিত হল, তখন কন্যা-বৎসল পিতা আবূ বাক্র সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতার প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম করে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না।

---

২৮৮. সূরা আন্ নূর ২৪ : ২২।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, কোন বিশেষ ফকীরকে আর্থিক সাহায্য নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলিমের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কাউকে আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহের কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদের খাঁটি তাওবাহ্ এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নি'আমত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার ক্বসম করেছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন ক্বসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।[২৮৯]

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে :

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

"তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন?" আয়াতটি শুনে আবূ বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন :

«وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي»

অর্থাৎ- "হ্যাঁ, আল্লাহর ক্বসম! হে আমাদের রব! আমরা চাই তুমি আমাদের ক্ষমা করো।" এরপর তিনি মিসতার আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন : এ সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না।[২৯০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

---

[২৮৯]. তাফসীরে কুরতুবীর বরাতে কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), খ. ২, পৃ. ১৮৬৪।

[২৯০]. সহীহুল বুখারী : ৪৭৫০, সহীহ মুসলিম : ৭১৯৬।

www.pathagar.com

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।"[২৯১]

হুযায়ফাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী বলেছেন :

«تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ»

"তোমাদের পূর্ববর্তীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন নেক কাজ করেছ? লোকটি উত্তর দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে, তারা যেন সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় এবং তার ওপর পীড়াপীড়ি না করে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলেছেন, ফেরেশতারাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন।"[২৯২]

আবূ হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন :

«كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا. فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ»

"এক লোক মানুষের সাথে লেন-দেন করত। সে তার গোলামকে বলে দিত, তুমি যখন কোন অভাবগ্রস্তের কাছে (পাওনা আদায়ের জন্য) যাবে তখন তাকে (কিছু) ক্ষমা করে দিবে। হয়ত আল্লাহ আমাদেরও ক্ষমা করে দিবেন। এরপর সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।"[২৯৩]

---

[২৯১]. সূরা আত্ তাগা-বুন ৬৪ : ১৪।
[২৯২]. সহীহুল বুখারী : ২০৭৭।
[২৯৩]. সহীহুল বুখারী : ৩৪৮০, সহীহ মুসলিম : ৪০৮১।

www.pathagar.com

আবূ মাস্‘ঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ»

“তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের মধ্যে এক লোকের হিসাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রকার ভালো ‘আমল পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে মানুষের সাথে লেন-দেন করত এবং সে ছিল সচ্ছল। তাই দরিদ্র লোকেদের মাফ করে দেয়ার জন্য সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ বললেন : ক্ষমার ব্যাপারে আমরা তার চেয়ে অধিকযোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও।”[২৯৪]

গুনাহ্ মাফের ‘আমলগুলোর স্তরবিন্যাস :

গুনাহ্ মাফের ‘আমলগুলো কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। স্তরগুলো হলো :

[১] এমন ‘আমল যা ব্যক্তির বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেয়;

[২] এমন ‘আমল যা ব্যক্তিকে সেদিনের মতো নিষ্পাপ করে দেয় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন;

[৩ এমন ‘আমল যা ব্যক্তির গুনাহ্গুলো মাফ করিয়ে দেয় যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ বা তার থেকেও বেশি হয়;

[৪] এমন ‘আমল যা ব্যক্তির যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার গুনাহ্ও মাফ করে দেয়;

[৫] এমন ‘আমল যা ব্যক্তির গুনাহ্গুলো সাধারণভাবে মাফ করিয়ে দেয় :

উপরে উল্লিখিত স্তরগুলোর অধীনে যেসকল ‘আমল সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

---

[২৯৪]. সহীহ মুসলিম : ৪০৮০।

www.pathagar.com

[১] এমন 'আমল যা ব্যক্তির বিগত জীবনের গুনাহ্ মাফ করে দেয় :

ইসলামে এমন কিছু 'আমল রয়েছে যেগুলোর কোন একটি যিনি করবেন তার পূর্বের জীবনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

নিম্নে সেসব 'আমলগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১৯. উযূ করা :

কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখানো পদ্ধতিতে উযূ করে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। একদিন তৃতীয় খলীফা 'উসমান বিন 'আফ্ফান رضي الله عنه উযূ করার পর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার এই উযূর মত উযূ করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি বললেন,

«مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً»

"যে ব্যক্তি এরূপ উযূ করবে, তার পূর্বের পাপরাশি মাফ করা হবে এবং তার সলাত ও মাসজিদের দিকে চলার সাওয়াব অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে।"[২৯৫]

২০. সুন্দর করে উযূ করে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করা :

শুধু উযূ করলেও যেমন গুনাহ মাফ হয় তেমনি অন্য হাদীস মোতাবেক কেউ যদি সুন্দরমত উযূ করে কোন ভুল ছাড়াই পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করে তাহলেও তার বিগত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

---

[২৯৫]. সহীহ মুসলিম : ৫৬৬।

www.pathagar.com

যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوَ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযূ করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাক'আত সলাত আদায় করে, সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"[২৯৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ»

"(আল্লাহ ও তার রাসূলের) নির্দেশনা মোতাবেক যে ব্যক্তি উযূ করবে এবং নির্দেশনা মোতাবেক সলাত আদায় করবে তার পূর্বে 'আমলের গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে।"[২৯৭]

'উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উযূ করা শেষ করে বললেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি, আমি এইমাত্র যেভাবে উযূ করেছি তিনি সেভাবেই উযূ করেছেন। তারপর তিনি বলেন,

«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি আমার মতো এ রকম উযূ করবে, তারপর দু রাক্'আত সলাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[২৯৮]

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"أما قوله ﷺ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ فالمراد لا يحدث بشئ من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى

---

[২৯৬]. সুনান আবূ দাউদ : ৯০৫; সহীহুত তারগীব : ২২১ হাদীসটি সহীহ।
[২৯৭]. সুনান আন্ নাসায়ী : ১৪৪, সুনান ইবনু মাজাহ : ১৩৯৬, হাদীসটির সহীহ।
[২৯৮]. সহীহুল বুখারী : ১৫৯, ১৬৪, সহীহ মুসলিম : ৫৬০, ৫৬১।

www.pathagar.com

عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله وقد عفى لهذه الامة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر"

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা 'যাতে নিজের কোন বাক্যালাপ করবে না'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং সলাতের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোন কাজ করবে না। যদি তার সামনে কোন কথা বলা হয় তাহলে সে তা এড়িয়ে যাবে আর স্বল্প প্রতি উত্তর দিবে। তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে এবং হাদীসে বর্ণিত ফযীলত সে পেয়ে যাবে, ইনশা-আল্লা-হ। কারণ এতটুকু তার ইচ্ছকৃত কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই উম্মাতের সেসব ভুল ধরা হয় না যা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সামনে চলে আসা পরিস্থিতির কারণে করতে হয় কিন্তু তার উপরে অটল থাকে না।"[২৯৯]

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) আরও বলেন,

"المراد بالغفران الصغائر دون الكبائر وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة"

"অত্র হাদীসে গুনাহ মাফ দ্বারা সগীরা গুনাহ্ মাফের কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে; কাবীরা গুনাহ নয়। আর এই হাদীস দ্বারা প্রত্যেকবার উযূর পরপরই দুই বা ততোধিক রাক্'আত সলাত আদায় করা মুস্তাহাব 'আমল প্রমাণিত হলো। এ 'আমল সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও।"[৩০০]

২১. সলাতের সময় হলে উত্তমরূপে উযূ করে উত্তমরূপে সলাত আদায় করা :

খলীফা 'উসমান رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»

---

[২৯৯]. শারহু সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১০৮।
[৩০০]. শারহু সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১০৮।

www.pathagar.com

"কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন কোন ফরয সলাত-এর ওয়াক্ত হয় আর সে সলাত-এর উযূকে উত্তমরূপে করে, সলাত-এর ভিতরে বিনয় ও রুকূ' উত্তমরূপে আদায় করে, তাহলে যতক্ষণ না সে কোন কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এই সলাত তার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান।"[৩০১]

নাবী ﷺ বলেছেন :

«لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا»

"যেই মুসলিম ব্যক্তি উযূ করবে এবং উযূকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, অতঃপর সলাত আদায় করবে সেই ব্যক্তির এই সলাত ও তার পূর্ববর্তী সলাত-এর মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৩০২]

২২. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা শেষে *"আ-মীন"* বলা :

ইমামের পিছনে জামা'আতে সলাত আদায়কালে ইমাম সূরা ফাতিহার শেষ আয়াত *'গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্ যো-ল্লীন'* পড়া শেষ করে তখন উচ্চৈঃস্বরে[৩০৩] *'আ-মীন'* বলা সুন্নাত।

যে ব্যক্তি এমন করে *'আ-মীন'* বলবে আর তার *'আ-মীন'* বলার সাথে ফেরেশতাগণের *'আ-মীন'* বলা মিলে যাবে তাহলে তার জীবনের পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

---

[৩০১]. সহীহ মুসলিম : ৫৬৫।
[৩০২]. সহীহ মুসলিম : ৫৬২।
[৩০৩]. গগণবিদারী চিৎকার করে নয়, স্বাভাবিক উচ্চ আওয়াজে বলতে হবে।

www.pathagar.com

"ইমাম যখন *'গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওলায্ যো-ল্লীন'* বলে তখন তোমরা *'আ-মীন'* বল। কারণ যার *'আ-মীন'* বলা ফেরেশতাদের *'আ-মীন'* বলার সাথে মিলে যায়, তার পূর্বেকার সকল পাপ মাফ করে দেয়া হয়।"[৩০৪]

অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"ইমাম যখন *'আ-মীন'* বলবে, তখন তোমরাও *'আ-মীন'* বল। কারণ, যার *'আ-মীন'* বলা ফেরেশতাদের *'আ-মীন'* বলার সাথে সাথে হয়, তখন তার পূর্বেকার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়।"[৩০৫]

আরো এক বর্ণনায় তিনি বলেন,

«إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"তোমাদের কেউ যখন সলাতে *'আ-মীন'* বলে এবং ফেরেশতারা আকাশে *'আ-মীন'* বলেন, আর পরস্পরে *'আ-মীন'* বলা সমস্বরে হয়, তখন তার পূর্বের পাপরাশি মাফ করে দেয়া হয়।"[৩০৬]

উপরে উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা জানা গেলো যে, জামা'আতে সলাত আদায়ের সময় যদি মুক্তাদী ইমাম সাহেবের সূরা ফাতিহা শেষে *'আ-মীন'* বলা শুনে পূর্ণ মনোযোগ, ভীতি ও একনিষ্ঠতা সহকারে *'আ-মীন'* বলে এবং তা যদি ফেরেশতাগণের *'আ-মীন'* বলার সাথে মিলে যায় তাহলে তার পূর্বের সকল সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যদি তার 'আমলনামায় সগীরা গুনাহ না থাকে তাহলে তার কাবীরা গুনাহ (যদি থাকে) হালকা করে দেয়া হবে, ইন্‌শা-আল্লা-হ।[৩০৭]

---

[৩০৪]. সহীহুল বুখারী : ৭৮২; সহীহ মুসলিম : ৯৪৭।
[৩০৫]. সহীহুল বুখারী : ৭৮০, সহীহ মুসলিম : ৯৪২।
[৩০৬]. সহীহুল বুখারী : ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২; সহীহ মুসলিম : ৯৪২, ৯৪৪-৯৪৫।
[৩০৭]. মিন মুকাফফিরাতিয যুনূব, পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

২৩. সলাতে রুকূ' থেকে উঠে নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

জামা'আতের সাথে সলাত আদায়কালে ইমাম যখন রুকূ' থেকে উঠার সময় *সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্* বলে, তখন মুক্তাদী *আল্লা-হুম্মা রব্বানা-লাকাল হাম্দ* বললে মুক্তাদীর বিগত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেছেন :

«إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যখন ইমাম *সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্* বলে, তখন তোমরা *আল্লা-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হাম্দ* বল। কেননা যার ঐ কথা বলা ফেরেশতাদের বলার সাথে মিলে যায়, তার বিগত জীবনের সকল পাপ মাফ করে দেয়া হয়।"[৩০৮]

২৪. রমাযানের সিয়াম পালন করা :

ঈমানসহ ও সাওয়াবের আশায় কেউ যদি রমাযান মাসের ফরয সিয়াম পালন করে তাহলে তার পূর্বের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রমাযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"[৩০৯]

২৫. রমাযানে ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করা :

রমাযান মাসে ক্বিয়ামুল লাইল বা রাতের সলাত (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) আদায় করলে বিগত জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

---

[৩০৮]. সহীহুল বুখারী : ৭৯৬; সহীহ মুসলিম : ৯৪০।
[৩০৯]. সহীহুল বুখারী : ৩৮, ২০১৪, সহীহ মুসলিম : ১৮১৭।

www.pathagar.com

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"[৩১০]

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ)[৩১১] বলেন :

"ظاهره يتناول الصغائر والكبائر وبه جزم ابن المنذر وقال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر وبه جزم إمام الحرمين وعزاه القاضي عياض لأهل السنة قال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة"

"হাদীসের বাহ্যিক অর্থ সগীরা-কাবীরা সকল গুনাহকে শামিল করে। ইবনুল মুনযির এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম নাবাভীর মতে, এ হাদীস শুধু সগীরা গুনাহের জন্য নির্ধারিত। ইমামুল হারামাইনও এই মত পোষণ করেছেন। ক্বাযী 'ইয়ায এ মতকে আহ্‌লুস্ সুন্নাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, 'আমলনামায় সগীরা গুনাহ না থাকলে কাবীরা গুনাহকে হালকা করা হয় (যদি থাকে)।"[৩১২]

২৬. লাইলাতুল কদ্‌রের সলাত আদায় করা :

লাইলাতুল ক্বদ্‌র বা শবে ক্বদ্‌রে বেশি বেশি নফল সলাত আদায় করলে পূর্বের জীবনের সমস্ত পাপ মাফ করে দেয়া হয়। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কদরে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।"[৩১৩]

---

[৩১০]. সহীহুল বুখারী : ৩৭, ২০০৯, সহীহ মুসলিম : ১৮১৫-১৮১৬।
[৩১১]. জন্ম : ৭৭৩ হি. - মৃত্যু : ৮৫২ হি.।
[৩১২]. ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ২৫১।
[৩১৩]. সহীহুল বুখারী : ১৯০১, ২০১৪, সহীহ মুসলিম : ১৮১৭।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট করে প্রতিবছর ২৭ রমাযানের রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে নির্ধারণ করার কোন নিশ্চিত ভিত্তি নেই। ২৭ তারিখও হতে পারে আবার ২১, ২৩, ২৫ বা ২৯ রমাযানের রাতও কদরের রাত হতে পারে। তাইতো রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে আদেশ দিয়েছেন। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন,

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

"তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো।"[৩১৪]

২৭. ইসলাম গ্রহণ করা :

কোন অমুসলিম যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার পূর্বের সকল গুনাহ ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾

"যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে বল, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে। আর যদি তারা পুনরায় করে তাহলে পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো গত হয়েছে।"[৩১৫]

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

«إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا»

---

৩১৪. সহীহুল বুখারী : ২০১৭।
৩১৫ সূরা আল আনফাল ০৮ : ৩৮।

www.pathagar.com

"বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম উত্তম হয়, আল্লাহ তা'আলা তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেন। এরপর শুরু হয় প্রতিদান; একটি সৎ কাজের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত; আর একটি মন্দ কাজের বিনিময়ে ঠিক ততটুকু মন্দ প্রতিফল হয় (তার বেশি নয়)। অবশ্য আল্লাহ যদি মাফ করে দেন তবে ভিন্ন কথা।"[৩১৬]

'আম্‌র ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নিজেই বলেন,

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ. قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي. قَالَ : "مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟" قَالَ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ : "تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟" قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ : "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ"؟»

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়'আত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আম্‌র, কী ব্যাপার? আমি বললাম, পূর্বে আমি শর্ত করে নিতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী শর্ত করবে? আমি উত্তর করলাম, আল্লাহ যেন আমার সব গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি বললেন, 'আম্‌র! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্বেকৃত গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হাজ্জ ও পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।[৩১৭]

অন্য যে কোন ধর্ম বা নাস্তিক্যবাদ ছেড়ে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার পূর্বের সকল ছোট-বড় সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। তা কুফরী হোক, শির্‌ক হোক, যা-ই হোক না কেন। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"فيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي"

---

[৩১৬]. সহীহুল বুখারী : ৪১।

[৩১৭]. সহীহ মুসলিম : ৩৩৬।

www.pathagar.com

"এ হাদীস দ্বারা ইসলাম গ্রহণ, হিজরত করা ও হাজ্জের মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব সাব্যস্ত হয়। আর এগুলোর প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের পূর্বের জীবনের সকল গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়।"[৩১৮]

২৮. হিজরত করা :

হিজরত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন তেমনি অসংখ্য সাহাবী মক্কা থেকে হাবাশায় এবং মদীনায় হিজরত করেছেন। হিজরতও পূর্বের গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। 'আমর ইবনুল 'আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন :

«وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا»

"হিজরত তার পূর্বের গুনাহসমুহ মুছে দেয়।"[৩১৯]

২৯. হাজ্জ করা :

হিজরতের মত হজ্জও এর পূর্বের গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়। 'আমর ইবনুল 'আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন :

«وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»

"হজ্জও পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।"[৩২০]

৩০. খাওয়াদাওয়ার পর নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

খাওয়া-দাওয়ার পর হাদীসে বর্ণিত নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করলে বিগত জীবনের সকল পাপ মাফ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

---

[৩১৮]. শারহু সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩১৮।
[৩১৯]. সহীহ মুসলিম : ৩৩৬।
[৩২০]. সহীহ মুসলিম : ৩৩৬।

www.pathagar.com

«مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِى هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»

"যে ব্যক্তি খাওয়া শেষে এই দু'আ পড়বে :

« اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِى هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ»

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী আত্'আমানী হা-যাত্ব ত্ব'আ-মা ওয়া রযাক্বানীহি মিন গইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্।

অর্থ : সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এই খাদ্য খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন উপায় ও সামর্থ্য ছাড়াই।

সে ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ করে দেয়া হবে।"[৩২১]

৩১. কাপড় পরার সময় নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

যে কোন পোশাক পরিধান করার পরে কেউ যদি নিম্নে উল্লিখিত দু'আটি পড়ে তাহলে তার বিগত জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

নাবী ﷺ বলেছেন :

«وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى كَسَانِى هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"আর যে ব্যক্তি কাপড় পরার শেষে এই দু'আ পড়বে :

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى كَسَانِى هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ»

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যাস সাওবা ওয়া রযাক্বানীহি মিন গইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্।

---

[৩২১]. সুনান আবূ দাউদ : ৪০২৫, শু'আবুল ঈমান : ৬২৮৫, মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্-এর বর্ণনায় শেষ শব্দ "ওয়ামা তাআখ্‌খারা" নেই।

অর্থ : সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এই কাপড় পরালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন উপায় ও শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই।

সে ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ করে দেয়া হবে।"[৩২২]

[২] এমন 'আমল যা ব্যক্তিকে নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ করে দেয় :

হাদীসে এমন কিছু 'আমলের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা করলে মানুষ সেই দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায় যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিলেন। তার মধ্যে থেকে কিছু 'আমল নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

৩২. উযূ করে সলাত আদায় করা :

উযূ করে সলাত আদায় করা। নাবী ﷺ বলেছেন :

«مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِى هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

"তোমাদের কোন ব্যক্তির কাছে যখন উযূর পানি পেশ করা হয়, এরপর সে কুলি করে ও নাকে পানি দেয় ও তা পরিষ্কার করে। তখন তার মুখমণ্ডলের মুখ গহব্বর ও নাকের সকল গুনাহ্ ঝরে যায়। তারপর যখন সে আল্লাহ্ পাকের

---

[৩২২]. সুনান আবূ দাউদ : ৪০২৫; শু'আবুল ঈমান : ৬২৮৫; হাদীসটির সনদ হাসান।

www.pathagar.com

নির্দেশ অনুসারে মুখমণ্ডল ধোয় তখন মুখমণ্ডলের চারিদিক থেকে সকল গুনাহ পানির সাথে ঝরে যায়। এরপর যখন দুই হাত ধোয় কুনুই পর্যন্ত, তখন তার উভয় হাতের গুনাহসমূহ আঙ্গুল দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর উভয় পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করলে উভয় পায়ের গুনাহগুলো আঙ্গুল দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর যদি সে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করেও যথাযথভাবে তাঁর অন্তরকে আল্লাহর জন্য একাগ্র করে নেয়, তাহলে সে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে সেদিনের মত যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।"[৩২৩]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ فِيْ صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُوْلُ إِلَّا إِنْفَتَلَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٍ»

"যখনই কোন মুসলিম পূর্ণরূপে উযূ করে সলাত আদায় করতে দাঁড়ায় এবং যা বলছে তা বুঝে (অর্থাৎ জেনে মনোযোগ সহকারে তা আদায় করে), তখনই সে প্রথম দিনের শিশুর মতো (নিষ্পাপ) হয়ে সলাত সম্পন্ন করে।"[৩২৪]

৩৩. সলাত আদায়ের পর মাসজিদে অবস্থান করা, জামা'আতের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাওয়া ও কষ্টকর সময়ে পূর্ণরূপে উযূ করা :

সলাত আদায়ের পর মাসজিদে অবস্থান করা, জামা'আতের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়ে পূর্ণরূপে উযূ করলে সে তার জন্মের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে। নাবী ﷺ বলেছেন :

«أَتَانِي رَبِّيْ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلٰى قُلْتُ رَبِّ لَا أَدْرِيْ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ

[৩২৩]. সহীহ মুসলিম : ১৯৬৭।

[৩২৪]. মুসতাদরাক 'আলাস্ সহীহায়ন : ৩৫০৮; তাবারানী : ১৪৩৭০, সহীহুত তারগীব : ১৯০, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِي نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

"আমার রব (স্বপ্নে) সর্বোত্তম সুরতে আমার নিকট আসলেন। তিনি বললেন : হে মুহাম্মাদ। আমি বললাম, হে আমার রব! আমি উপস্থিত, আমি হাযির। তিনি প্রশ্ন করেন : ঊর্ধ্ব জগতের অধিবাসীরা (ফেরেশতারা) কী নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি উত্তর দিলাম, হে আমার রব! আমি জানি না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। তখন আমি এর শীতলতা আমার উভয় স্তনের মধ্যখানে (বুকে) অনুভব করলাম। এবং পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে তা আমি জেনে ফেললাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, হে আমার রব! আমি আপনার সামনে উপস্থিত আছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, উর্ধ্বলোকের অধিবাসীরা (ফেরেশতারা) কী নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি জবাব দিলাম, মর্যাদা বৃদ্ধি, কাফফারাত (পাপের ক্ষমা) লাভ, পায়ে হেঁটে জামা'আতে যোগদান, কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে উযূ করা এবং এক ওয়াক্তের সলাত আদায় করার পর আরেক ওয়াক্তের সলাতের অপেক্ষায় থাকা ইত্যাদি বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে। যে লোক এগুলোর হিফাযাত করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণময় মৃত্যুবরণ করবে এবং তার মা তাকে প্রসব করার দিনের মত গুনাহ্ মুক্ত হয়ে যাবে।"[৩২৫]

হাফিয ইবনু রজাব (রহিমাহুল্লাহ)[৩২৬] বলেন :

"গুনাহ মাফের উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, মাসজিদে জামা'আতে ও জুমু'আর সলাত আদায় করতে পায়ে হেঁটে যাওয়া। তবে এই প্রতিদান পেতে

---

[৩২৫]. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩২৩৩-৩২৩৫, হাদীসটি সহীহ, সহীহুত তিরমিযী : ২৫৮১

[৩২৬]. জন্ম : ৭৩৬ হি. - মৃত্যু : ৭৯৫ হি.।

www.pathagar.com

হলে ব্যক্তিকে বাড়িতে উযূ করে মাসজিদের উদ্দেশে বের হতে হবে এবং সলাত আদায় করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তার থাকতে পারবে না।"[৩২৭]

তিনি আরও বলেন :

"এই হাদীসে জামা'আত শেষে বসে থাকা বলতে পরবর্তী সলাতের জন্য অপেক্ষা করাকে বুঝানো হয়েছে। তবে এই বসে থাকার মধ্যে যিক্র করা, পাঠ করা, জ্ঞানের কথা শোনা ও তা শিক্ষা দেয়া এবং এই ধরনের যে কোন কাজ করা অন্তর্ভুক্ত।"

৩৪. বায়তুল মাকদিসে সলাত আদায় করা :

ফিলিস্তিনে অবস্থিত বায়তুল মাকদিসে সলাত আদায় করা। নাবী ﷺ বলেছেন :

«أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلَالًا ثَلَاثَةً سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

সুলায়মান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) যখন বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তিনটি বস্তু চাইলেন : তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন এমন ফায়সালা যা তাঁর ফয়সালার মোতাবেক হয়। তা তাকে প্রদান করা হল। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট চাইলেন এমন বিশাল রাজ্য, যার অধিকারী তার পরবর্তী আর কেউ হবে না। তাও তাকে দেয়া হল। আর যখন তিনি মাসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করলেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন, যে ব্যক্তি তাতে শুধু সলাতের জন্য

---

[৩২৭]. ইবনু রজাব আল হাম্বালী, ইখতিয়ারুল উলা ফী শারহি হাদীসি ইখতিসামিল মালাইল আ'লা-এর গুনাহ মাফের দ্বিতীয় কারণ শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আগমন করবে, তাকে যেন পাপ থেকে ঐ দিনের মত মুক্ত করে দেন যেদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।"[৩২৮]

৩৫. হাজ্জ করা :

হাজ্জ করলে পাপ থেকে নিষ্পাপ হওয়া যায়। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

"যে ব্যক্তি রাফাছ ও ফিস্ক থেকে বিরত থেকে আল্লাহর উদ্দেশে হাজ্জ (হজ্জ) করলো, সে এমন নবজাতক শিশু, যাকে তাঁর মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।"[৩২৯]

হাদীসে বর্ণিত 'রাফাস' অর্থ হলো স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন বা এর প্রাথমিক কাজ করা ও অশ্লীল কতাবার্তা বলা। আর 'ফিস্ক' অর্থ হলো কোন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যমূলক ফরয কাজ না করা।[৩৩০]

ইবনু হাজার 'আস্ক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات"

"এই হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে, হাজ্জ হাজ্জকারীর সগীরা-কাবীরা ও তাবি'আত (জীবন ও সম্পদের দায়ভারজনিত) গুনাহগুলো মাফ করিয়ে দেয়।"[৩৩১]

হাজ্জে মাবরূর বা কবূল হাজ্জের মাধ্যমে বান্দার মাযালিম ও আর্থিক দায় রহিত হয়ে যায় না। বরং এর দ্বারা কোন সাধারণ কর্মজনিত গুনাহ্ ও

---

[৩২৮]. সুনান আন্ নাসায়ী : ৬৯৩; সুনান ইবনু মাজাহ : ১৪০৮, হাদীসটি সহীহ।
[৩২৯]. সহীহুল বুখারী : ১৫২১, সহীহ মুসলিম : ১৮২০।
[৩৩০]. মিন মুকাফফিরাতিয যুনূব, পৃ. ৩৫; এই দু'টি পরিভাষার আরো অনেক অর্থ ও ব্যাখা রয়েছে।
[৩৩১]. ফাতহুল বারী, খ. ৮, পৃ. ১০৮।

www.pathagar.com

আদায়যোগ্য দায় আদায়ে দেরি করার কারণে যে গুনাহ্ হয়েছে তা রহিত করে।[৩৩২]

'আবদুর রওফ আল মুনাভী (রহিমাহুল্লাহ)[৩৩৩] বলেন :

يغفر له الصغائر والكبائر إلا التبعات إذا كان حجه مبرورًا.

“হাজ্জে মাবরূর হাজ্জকারীর সগীরা-কাবীরা গুনাহ্গুলো মাফ করবে কিন্তু জীবন ও সম্পদের দায়ভারজনিত গুনাহ্ মাফ করবে না।”[৩৩৪]

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ)[৩৩৫] বলেন :

"إن الله تعالى إذا أراد لعاص أن يعفو عنه وعليه تبعات عوض صاحبها من جزيل ثوابه ما يكون سببا لعفوه ورضاه"

“আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন গুনাহ্গার বান্দাকে ক্ষমা করতে চান অথচ তার উপরে জীবন ও সম্পদের দায়ভারজনিত গুনাহ (তাবি'আত) রয়েছে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যার দায়ভার এর উপরে বর্তিত তাকে বিপুল পরিমাণের সাওয়াব দান করেন, যা তাকে মাফের ও তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হবে।”[৩৩৬]

৩৬. রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহর প্রশংসা করা :

একদিন শাদ্দাদ বিন আওস ও সুনাবিহী এক রোগীকে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ সকালে তুমি কেমন আছ?' লোকটি বলল, (আল্লাহর) নি'আমতে আছি। শাদ্দাদ বলল, পাপসমূহ মাফ হয়ে যাওয়া এবং গুনাহসমূহ ঝরে যাওয়ার সুসংবাদ নাও। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন :

---

৩৩২. মিন মুকাফফিরাতিয যুনূব, পৃ. ৩৫।
৩৩৩. জন্ম : ৯৫২ হি. - মৃত্যু : ১০৩১ হি.।
৩৩৪. ফায়যুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ৪৩৮।
৩৩৫. জন্ম : ৯৩০ হি. - মৃত্যু : ১০১৪ হি.।
৩৩৬. মিরকাতুল মাফাতীহ শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ১৮৮।

www.pathagar.com

«إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّيْ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِيْ عَلٰى مَا ابْتَلَيْتُهٗ فَإِنَّهٗ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهٗ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِيْ وَابْتَلَيْتُهٗ وَأَجْرُوا لَهٗ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهٗ وَهُوَ صَحِيْحٌ»

"আল্লাহ বলেন, 'আমি যখন আমার কোন মু'মিন বান্দাকে (রোগ-বালা দিয়ে) পরীক্ষা করি এবং সে ঐ রোগ-বালাতে আমার প্রশংসা করে, তখন সে তার ঐ বিছানা থেকে সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ওঠে, যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন।' রব্ব তাবারাকা ওয়া তা'আলা (কিরামান কাতিবীনকে) বলেন, আমি আমার বান্দাকে (অনেক 'আমল থেকে) বিরত রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করেছি। সুতরাং তার জন্য সেই 'আমলের সাওয়াব লিখতে থাক, যে 'আমলের সাওয়াব তার সুস্থ অবস্থায় লিখতে।"[৩৩৭]

[৩] এমন 'আমল যা ব্যক্তির গুনাহগুলো মাফ করিয়ে দেয় যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ বা তার থেকেও বেশি হয় :

৩৭. প্রত্যেক সলাতের পর নির্দিষ্ট যিক্র নির্দিষ্টবার পাঠ করা :

সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও যদি কেউ পাপ করে এবং নির্দিষ্ট কতিপয় নেক 'আমল করে, তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে। আর তা হল মুসলিমের জন্য মহান আল্লাহর বিশেষ করুণা। তার মধ্যে একটি 'আমল হল, ফরয সলাতের পর যথা নিয়ম ও সংখ্যার যিক্র পাঠ করা। নাবী ﷺ বলেছেন :

---

[৩৩৭]. মুসনাদ আহমাদ : ১৭১১৮; সহীহুত তারগীব : ৩৪২৩, হাদীসটি সহীহ, সিলসিলা আস-সহীহাহ্ : ১৬১১।

www.pathagar.com

«مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক সলাতের পরে *'সুবহা-নাল্লা-হ'* ৩৩ বার, *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'* ৩৩ বার, *'আল্লা-হু আকবার'* ৩৩ বার সর্বমোট ৯৯ বার এবং ১০০ পূরণ করার জন্য এই দু'আ–

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনও ইলাহ নেই, তাঁর কোনও অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান।

পাঠ করবে, তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।"[৩৩৮]

৩৮. নির্দিষ্ট যিক্‌র ১০০ বার পাঠ করা :

এমন একটি যিক্‌রের কথা হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যেটি প্রতিদিন ১০০ বার পড়লে তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ থাকলেও তা মাফ করে দেয়া হবে। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন,

«مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

---

[৩৩৮]. সহীহ মুসলিম : ১৩৮০, মুসনাদ আহমাদ : ৮৮৩৪।

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ *'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী'* (আল্লাহর পবিত্রতা ও তাঁর প্রশংসা প্রকাশ করছি) পড়বে তার গুনাহসমূহ মোচন করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়।"[৩৩৯]

৩৯. সকাল-সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট যিক্‌র ১০০ বার করে পাঠ করা :

কেউ যদি নির্দিষ্ট যিক্‌র সকালে ১০০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০০ বার পাঠ করে তাহলে তার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তার গুনাহ্ সমুদ্রের ফেনা থেকেও বেশি হয়। এই মর্মে আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ إِذَا أَمْسٰى مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ غُفِرَتْ ذُنُوْبُهٗ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ»

"যে ব্যক্তি *'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী'* যিক্‌রটি সকাল বেলায় ১০০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০০ বার পাঠ করবে তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে, যদি তা সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হয়।"[৩৪০]

৪০. বিছানায় ঘুমাবার সময় নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

বিছানায় ঘুমাবার সময় পাঠ করতে হয় এমন একটি যিক্‌রের ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«من قال حين يأوي إلى فراشه : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ

---

[৩৩৯]. সহীহুল বুখারী : ৬৪০৫; সহীহ মুসলিম : ৭০১৮।

[৩৪০]. আল হাকিম, আল মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯০ ঈ., তাহকীক : মুসতাফা 'আবদুল কাদির আতা, হাদীস নং-১৯০৬, ইমাম আল আলবানী এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহুত তারগীব ও তারহীব, হাদীস নং-৬৫৩।

www.pathagar.com

لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ غفر الله ذنوبه أو خطاياه - شك مسعر - وإن كان مثل زبد البحر»

"যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে বলবে,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ। সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহাম্‌দুলিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

অর্থ : আল্লাহু ছাড়া সত্যিকারের কোনও ইলাহ নেই, তাঁর কোনও অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনও উপায় ও সামর্থ নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোনও সত্যিকারের ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সবার চেয়ে মহান/বড়।

সে ব্যক্তির পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়।"[৩৪১]

উল্লেখ্য যে ঘুমাবার পূর্বে পঠনীয় আরও একাধিক দু'আ রয়েছে। তবে সেগুলো পড়লে অন্য ফযীলত পাওয়া যাবে কিন্তু গুনাহ মাফের ফযীলত পাওয়া যাবে মর্মে হাদীসে কিছু বলা হয়নি যেমনটা বলা হয়েছে উপরে উল্লিখিত দু'আর ক্ষেত্রে।

৪১. নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

এমন একটি যিক্‌র রয়েছে যেটি দিনরাত যেকোন সময় পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা সমান (বা তার থেকে বেশি) পাপরাশিও মাফ হয়ে যাবে।

---

[৩৪১]. সহীহ ইবনু হিব্বান : ৫৫২৮; ইবনু আবী শাইবা : ২৬৫২৭; আস-সিলসিলা আস-সহীহাহ্ : ৩৪১৪।

www.pathagar.com

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ»

"পৃথিবীর বুকে যে ব্যক্তি বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হ, ওয়ালহাম্‌দুলিল্লা-হ, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনও ইলাহ নেই। আল্লাহ্ সবার চেয়ে মহান, আল্লাহ্ পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপায় ও সামর্থ নেই।

সে ব্যক্তির পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান (বা তার থেকে বেশি) হয়।"[৩৪২]

তিরমিযীর বর্ণনায় "*ওয়ালহাম্‌দুলিল্লা-হ*" যিক্‌রটি নেই।[৩৪৩]

৪২. ফজরের সলাতের পর ১০০ বার করে *'সুবহা-নাল্লা-হ'* ও *'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* পড়া :

ফজরের সলাত এমনিতেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সলাত। এ সময়েরও বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এই সময়ের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে নিম্নের হাদীসটি।

---

[৩৪২]. মুসনাদ আহমাদ : ৬৪৭৯; হাদীসটি হাসান।
[৩৪৩]. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৪৬০।

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

"যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সলাতের পর একশত বার *সুবহা-নাল্লা-হ* এবং একশত বার *লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।[৩৪৪]

হাদীসে বর্ণিত এত বড় পুরস্কার পেতে হলে তাসবীহ, তাহলীলের শব্দ-বাক্যগুলো অর্থ না বুঝে বেখেয়ালে শুধু মুখে আওড়ালেই হবে না। বরং এগুলোর অর্থ বুঝে, পূর্ণ মনোযোগ সহকারে, যার নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে তার প্রতি অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান অন্তরে ধারণ করে উচ্চারণ করলে হাদীসে বর্ণিত পুরস্কার পাওয়ার দৃঢ় আশা করা যায়।[৩৪৫]

ইমাম আল গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"ولاتظنن ان هذه الحسنات بازاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب فسبحان الله كلمة تدل على التقديس ولا اله الا الله كلمة تدل على التوحيد والحمد لله كلمة تدل على النعمة من الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من ابواب الايمان واليقين"

"হাদীসে উল্লিখিত শব্দ-বাক্যসমূহের মর্মার্থ অন্তরে অনুধাবন করা ছাড়াই শুধু মুখে উচ্চারণের মাধ্যমেই (হাদীসে বর্ণিত) সাওয়াব অর্জিত হবে, তা ভাববার অবকাশ নেই। যেমন *সুবহা-নাল্লা-হ* শব্দটি আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশ করে এবং *লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* বাক্যটি আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করে আর আলহামদুলিল্লাহ্ শব্দটি একক সত্য সত্ত্বার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের স্বীকৃতি। ঈমান ও ইয়াকীনের সাথে সম্পৃক্ত এসব মর্মার্থ বুঝে পড়লেই সাওয়াব অর্জিত হবে।"[৩৪৬]

---

[৩৪৪]. সুনান আন-নাসায়ী : ১৩৫৪, হাদীসটি সহীহ।
[৩৪৫]. মিন মুকাফফিরাতিয্ যুনূব, পৃ. ২৫।
[৩৪৬]. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, খ. ৪, পৃ. ৮২।

[৪] এমন 'আমল যা ব্যক্তির যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার গুনাহ্ও মাফ করিয়ে দেয় :

৪৩. ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ সম্বলিত নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্যতম কাবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাহলে সে আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে আসবে। তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর সেটি কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"[৩৪৭]

এ কাজটি হাদীসে বর্ণিত সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের অন্যতম। নাবী ﷺ বলেছেন :

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তা কী কী? তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু

---

[৩৪৭] সূরা আল আনফাল ০৮ : ১৫-১৬।

www.pathagar.com

করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ্ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল খাওয়া/জবরদখল করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী সরলা মু'মিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।"[৩৪৮]

কিন্তু এমন একটি দু'আ আছে, যা পড়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে ঐ পাপও মাফ হয়ে যায়। নাবী ﷺ বলেছেন :

«مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ»

"যে ব্যক্তি এ দু'আ পড়বে,

«أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ ('ইবাদাতের যোগ্য) নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং আমি তাঁর কাছে তাওবাহ্ করছি।

সে ব্যক্তির পাপরাশি মার্জনা করা হবে; যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে (যাওয়ার পাপ করে) থাকে।"[৩৪৯]

অবশ্য এটিও এক প্রকার তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার। আর যা শর্তানুযায়ী করলে তার ফলে কাবীরা গুনাহ্ও ক্ষমা করা হতে পারে।

---

[৩৪৮]. সহীহুল বুখারী : ২৭৬৬, ৬৮৫৭; সহীহ মুসলিম : ২৭২।

[৩৪৯]. সুনান আবূ দাউদ : ১৫১৯; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৭, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

[৫] এমন 'আমল যা ব্যক্তির গুনাহগুলো সাধারণভাবে মাফ করিয়ে দেয় :

৪৪. আযান শুনে নির্দিষ্ট দু'আ পড়া :

নতুন দিনের শুরুতে ফজরে আযান শুনে বা যখনই আযান শুনবে তখনই নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করলে গুনাহ মাফ হতে থাকে।

সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»

আযান শুনে যে ব্যক্তি এই দু'আ পড়বে,

«أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا»

উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু, রযীতু বিল্লা-হি রব্বাও ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়াবিল ইসলা-মী দীনা-।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। আল্লাহকে রব্ বলে মেনে নিতে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রাসূলরূপে স্বীকার করতে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি।" সে ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৩৫০]

---

৩৫০. সহীহ মুসলিম : ৮৭৭।

www.pathagar.com

৪৫. উযূ করা :

কোন মুসলিম যখন উযূ করে, তখনও তার পাপ উযূর পানির সাথে মুছে চলে যায়। নাবী ﷺ বলেছেন :

«إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ»

"কোন মুসলিম কিংবা কোন মু'মিন বান্দা যখন উযূ করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে অথবা (তিনি বলেছেন,) পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যার দিকে তার দুচোখের দৃষ্টি পড়েছিল; এবং যখন দুই হাত ধোয় তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলো তার দু' হাতে ধরেছিল; এবং যখন দুই পা ধোয় তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে তার দু' পা অগ্রসর হয়েছিল; ফলে উযূর শেষে) লোকটি তার সকল গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠে।"[৩৫১]

'উসমান رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন :

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ»

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে তাহলে তার দেহ থেকে সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, এমন কি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়।"[৩৫২]

'আলিমগণের মতে হাদীসে বর্ণিত গুনাহ বলতে শুধু সগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে, কাবীরা গুনাহ ও মানুষের হকের সাথে সম্পৃক্ত গুনাহ নয়। কাবীরা গুনাহ

---

[৩৫১]. সহীহ মুসলিম : ৬০০।
[৩৫২]. সহীহ মুসলিম : ৬০১।

www.pathagar.com

তাওবাহ্ বা আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া মাফ হয় না, যে কথা পূর্বে দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে।

৪৬. উযূ করে সলাতের জন্য মাসজিদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করা :

মাসজিদের উদ্দেশে হাঁটার প্রতি কদমে মুসলিমের গুনাহ মাফ হতে থাকে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ»

"কোন ব্যক্তির জামা'আতের সাথে সলাতের সাওয়াব, তাঁর নিজের ঘরে বা বাজারে আদায়কৃত সলাতের সাওয়াব দ্বিগুণ করে ২৫ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কারণে এই যে, সে যখন উত্তমরূপে উযূ করল, তারপর একমাত্র সলাতের উদ্দেশে মাসজিদে রওয়ানা করল তখন তাঁর প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ্ মাফ করা হয়। সলাত আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ সলাতের স্থানে থাকে, ফেরেশতাগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন- 'হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুণ।' আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সলাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সলাতরত রয়েছে বলে গণ্য হয়।"[৩৫৩]

'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدٰى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ

---

[৩৫৩]. সহীহুল বুখারী : ৬৪৭; সহীহ মুসলিম : ১৫০৮, এ শব্দগুলো সহীহুল বুখারীর।

أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلٰى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهِ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِي الصَّفِّ»

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আগামীকাল বিচার দিবসে সে মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে, তার উচিত এই সলাতসমূহের সংরক্ষণ করা, যেখানে সলাতের জন্য আহ্বান করা হয়। কারণ, আল্লাহ তোমাদের নাবীকে হিদায়াতের সকল পথ বাতলে দিয়েছেন। আর এই সমস্ত সলাত হল হিদায়াতের পথ সমূহের অন্যতম। তোমরা যদি এই সকল সলাত ঘরে আদায় কর, যেমন একদল লোক জামা'আত ছেড়ে ঘরে সলাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাতকে ছেড়ে দিলে। তোমরা যদি নাবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই গুমরাহ হয়ে যাবে। যে উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে এই সকল মাসজিদের একটির দিকে অগ্রসর হবে তার প্রত্যেক কদমের জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে এবং তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি গুনাহ মাফ করা হবে। তারপর একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক্ব ছাড়া আর কাউকে জামা'আত থেকে বাদ পড়তে আমরা দেখিনি। অনেক লোক দু'জনের কাঁধে ভর করে হেচঁড়িয়ে হেচঁড়িয়ে মাসজিদে আসত এবং তাদের সারিতে দাঁড় করে দেয়া হতো।"[৩৫৪]

'উসমান ইবনু 'আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে,

«مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشٰى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوبَهُ»

---

[৩৫৪]. সহীহ মুসলিম : ১৫২০।

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি সলাতের জন্য উযূ করে এবং পরিপূর্ণভাবে উযূ করে, অতঃপর ফরয সলাতের উদ্দেশে হেঁটে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে সলাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন, জামা'আতের সঙ্গে সলাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন, মাসজিদে সলাত আদায় করে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন।"[৩৫৫]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً»

"যে ব্যক্তি গৃহে পবিত্রতা অর্জন করল, তারপর হেঁটে আল্লাহর ঘর সমূহের মধ্যে কোন ঘরে গেল, এই জন্য যে আল্লাহর ফরযগুলোর কোন ফরয আদায় করবে। তাহলে তার এক কদমে একটিতে একটি গুনাহ মাফ হবে এবং আরেকটি কদমে এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।"[৩৫৬]

সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবীর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীছ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই বর্ণনা করতে চাই। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ»

"তোমাদের কেউ যখন ভালোভাবে উযূ করে সলাতের জন্য রওনা হয়, তখন সে তার ডান পা উঠানোর সাথে সাথেই তার 'আমলনামায় একটি নেকী লিখিত হয়। অতঃপর তার বাম পা ফেলার সাথে সাথেই তার একটি গুনাহ

[৩৫৫]. সহীহ মুসলিম : ৫৭১।
[৩৫৬]. সহীহ মুসলিম : ১৫৫৩।

www.pathagar.com

মার্জিত হয়। এখন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে তার আবাসস্থান মাসজিদের নিকটে বা দূরে করতে পারে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি মাসজিদে আগমনের পর জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করলে- তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ হবে। ঐ ব্যক্তি মাসজিদে পৌঁছতে পৌঁছতে মুসল্লীগণ যদি কিছু অংশ আদায় করে ফেলে, তখন সে ইমামের সাথে বাকী সলাত আদায়ের পর ইমাম যা পূর্বে আদায় করেছে, তা পূর্ণ করবে। কিন্তু সাওয়াবের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ সলাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরূপ হবে। ঐ ব্যক্তি মাসজিদে আগমনের পর যদি দেখে যে, মুসল্লীগণ তাদের সলাত শেষ করে ফেলেছে, তখন সে একাকী সলাত আদায় করল। তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে।"[৩৫৭]

৪৭. সলাতের জন্য আযান দেয়া :

বারা' ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ»

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রথম কাতারে সলাত আদায়কারীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন এবং মুয়াযযিনকে তার আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে সকল জীব ও বস্তু তার শব্দ শোনে, তারা তাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দেয় এবং তাকে তার সাথে সলাত আদায়কারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার দেয়া হয়।"[৩৫৮]

'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

«يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ»

---

[৩৫৭]. সুনান আবূ দাউদ : ৫৬৩, হাদীসটি সহীহ।

[৩৫৮]. সুনান আন-নাসায়ী : ৬৪৫, মুসনাদে আহমাদ : ১৮৫০৬, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

"যখন কোন বকরীর পালের রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকালে আযান দিয়ে সলাত আদায় করে, তখন মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং বলেন, (হে আমার ফেরেশতারা) তোমরা আমার বান্দার প্রতি তাকাও। এই ব্যক্তি (পাহাড়ের চূড়ায়ও) আযান দিয়ে সলাত আদায় করছে। সে আমার ভয়েই তা করছে। অতএব আমি আমার এই বান্দার যাবতীয় গুনাহ্ (পাপ) মাফ করে দিলাম এবং আমি তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।"[৩৫৯]

৪৮. সলাত সম্পর্কিত তিনটি কাজ করা :

সলাতের সাথে সম্পৃক্ত ৩টি কাজ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অনেক পাপ ক্ষমা করেন এবং তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন :

«أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»

"আমি কি তোমাদেরকে এমন (কাজের) কথা বলব না, যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পাপরাশি দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দিবেন? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি () বললেন : তা হল, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা, মাসজিদে আসার জন্য বেশী পদচারণা এবং এক সলাতের পর অন্য সলাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখ, এটাই হল রিবাত্ব[৩৬০]।[৩৬১]

---

৩৫৯. সুনান আবূ দাউদ : ১২০৫, হাদীসটি সহীহ।

৩৬০. রিবাত বলতে মূলত নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে আটকে রাখা ও শয়তানের মুকাবিলায় নিজকে প্রস্তুত রাখাকে বুঝায়। তবে এই হাদীসে যে রিবাতের কথা বলা হয়েছে তা অধিকাংশ মানুষের জন্য সহজ। (মিন মুকাফফিরাতিয যুনূব, পৃ. ২৭)

৩৬১. সহীহ মুসলিম : ৬১০।

www.pathagar.com

অসুবিধা ও কষ্ট বলতে তীব্র শীত ও শরীরে ব্যাথা নিয়ে উযূ করাকে উদাহরণ হিসেবে বোঝা যেতে পারে। তবে ঠাণ্ডা পানিতে উযূ করলে অসুস্থ হওয়ার বা অসুস্থতা বাড়ার মাধ্যমে নিজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা অবশ্যই বর্জনীয়।

৪৯. পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা :

গুনাহ মাফের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সলাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ». قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ.قَالَ « فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا»

"বল তো! তোমাদের মধ্যে কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে যদি তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তবে তার (শরীরে) কোন ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা বললেন, কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত এটিই। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা পাপ মোচন করেন।"[৩৬২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِى كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّى هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا»

"কোন মুসলিম যখন পবিত্রতা অর্জন করে এবং আল্লাহ্ তার উপর যে পবিত্রতা অপরিহার্য করেছেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করে এবং তারপর এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে তাহলে এ সকল সলাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহের কাফফারাহ্ হয়ে যায়।"[৩৬৩]

---

৩৬২. সহীহুল বুখারী : ৫২৮, ৫৬৪০, সহীহ মুসলিম : ৬৭৩০, শব্দ মুসলিমের।
৩৬৩. সহীহ মুসলিম : ৫৬৮।

www.pathagar.com

৫০. মাগরিব ও ফজর সলাতের পর নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

মাগরিব ও ফজর সলাতের পর হাদীসে বর্ণিত নির্দিষ্ট দু'আ ১০ বার পাঠ করলে ১০টি গুনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ فَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ»

"যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের সলাত থেকে ফিরে বসা ও পা মোড়ার পূর্বে-

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু বিয়াদিহিল খাইর ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কদীর।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সর্ববস্তুর উপর উপর সর্বক্ষমতাবান।

এ দু'আটি ১০ বার পাঠ করে, তার 'আমলনামায় প্রত্যেক বারের বিনিময়ে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়, তার দশটি গুনাহ্ মোচন করে দেয়া হয়, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, প্রত্যেক অপ্রীতিকর বিষয় এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে (ঐ যিক্র) রক্ষামন্ত্র হয়, নিশ্চিতভাবে শির্ক ব্যতীত তার অন্যান্য পাপ ক্ষমা হয়। আর সে হয় 'আমল করার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠব্যক্তি; তবে সেই

ব্যক্তি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, যে তার থেকেও উত্তম যিক্‌র পাঠ করবে।"[৩৬৪]

৫১. জুমু'আর সলাত আদায় করা :

জুমু'আবার জুমু'আর সলাত আদায় করলে পাপ মাফ হয়ে যায়। আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে, এরপর জুমু'আয় আসে, মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকে, তার তখন থেকে (পরবর্তী) জুমু'আহ্ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি (অহেতুক) কংকর স্পর্শ করল[৩৬৫] সে অনর্থক কাজ করল[৩৬৬]।"[৩৬৭]

অন্য একটি হাদীসে আরও কিছু বাড়তি কাজের কথা যোগ করে বলা হয়েছে। সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»

"যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর তেল মেখে নেয় অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর

---

[৩৬৪]. মুসনাদ আহমাদ : ১৭৯৯০; সহীহ আত-তারগীব : ৪৭৭।

[৩৬৫]. এখানে কংকর স্পর্শ করা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো খুতবা শোনায় মনোযোগ নষ্ট করে এমন সকল কাজ।

[৩৬৬]. এখানে অনর্থক কাজ করা বলতে সে জুমু'আর সলাতের বিশেষ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলো এবং সাধারণ যোহরের সলাত আদায়ের সাওয়াব পেলো।

[৩৬৭]. সহীহ মুসলিম : ২০২৫।

www.pathagar.com

(মাসজিদে) যায়, আর দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে না এবং তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ সলাত আদায় করে। আর ইমাম যখন (খুত্ববার জন্য) বের হন তখন চুপ থাকে। তার এ জুমু'আহ্ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"[৩৬৮]

৫২. ক্বিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ সলাত) আদায় করা :

ক্বিয়ামুল লাইল বা রাতে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করা খুবই ফযীলতের 'আমল। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল। পরবর্তীকালে সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবে তাবি'ঈ ও সালাফে সালিহীনের নিয়মিত 'আমল ছিল। আর এটির অনেকগুলো উপকারিতার মধ্যে এটিও একটি যে, এই সলাত তার আদায়কারীর গুনাহ মাফের উপায় হয়। আবূ উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلٰى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ»

"তোমরা ক্বিয়ামুল লাইল (রাতের সলাত/তাহাজ্জুদ) আদায় করো। নিশ্চয় এটি তোমাদের পূর্বেকার নেকাকার ব্যক্তিদের অভ্যাস। আর এটি তোমাদের রবের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, গুনাহসমূহ মাফের উপায় ও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার প্রতিবন্ধক।"[৩৬৯]

৫৩. যে কোন সময় দুই রাক্'আত সলাত আদায় করা :

মক্কার বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করার পর মাকামে ইবরাহীম-এর পাশে বা অন্য কোথাও যে কোন দুই রাক্'আত সলাত পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়। সা'ঈদ ইবনু আবূ বুরদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে,

---

৩৬৮. সুনান ইবনু মাজাহ : ১০৯৭, হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৬৯. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৪৯, হাদীসটি হাসান, ইরওয়াউল গালীল : ৪৫২।

www.pathagar.com

«أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، يَقُولُ : إِنِّيْ لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرِ ثُمَّ قَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرَانِيْ جَزَيْتُهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ ، فَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا ابْنَ أَبِيْ مُوسَى ، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا»

ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন জনৈক ইয়ামেনী যুবককে তার মাকে পিঠে নিয়ে ত্বওয়াফরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে তখন নিম্নরূপ কবিতা আবৃত্তি করছিল : 'আমি তাঁর অনুগত উষ্ট্রের মতো। যদি তাঁর রেকাব (পা-দানী) দ্বারা আমি আঘাতপ্রাপ্ত হই, তবুও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করে যাই।' অতঃপর সে বলল : আমি কি আমার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন : না, তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও তো হয়নি! অতঃপর ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ত্বওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করলেন এবং বললেন : হে আবূ মূসার পুত্র! প্রত্যেক দুই রাক্'আত সলাত পূর্ববর্তী পাপের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।[৩৭০]

৫৪. গুনাহ করার পর সুন্দর করে উযূ করে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করে ইস্তিগফার করা :

'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার নিকট আবূ বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ»

---

[৩৭০]. আছারটি সহীহ; আল আযরাকী, আখবারে মাক্কাহ, খ. ১, পৃ. ৩১২; আলবানী তাখরীজ আল আদাব আল মুফরাদ গ্রন্থে বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ১১।

www.pathagar.com

"কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ করে, অতঃপর সেখান থেকে উঠে ভালোভাবে উযূ করে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করে এবং ঐ নির্দিষ্ট গুনাহ্ থেকে আল্লাহর কাছে মাফ চায় তাহলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন।" তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ...﴾

"আর যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজদের প্রতি যুল্ম করে বসে এবং (পরক্ষণেই) আল্লাহকে স্মরণ করে...।"[৩৭১]

৫৫. আল্লাহর জন্য সাজদাহ্ প্রদান :

সাজদাহ্ বিনয়ের সর্বোচ্চ প্রকাশ। তাই এই বিনয় প্রকাশক ভঙ্গিটি শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। আর আল্লাহর সবচেয়ে কাছে যাওয়া যায় সাজদার মাধ্যমে। আবার এই সাজদার মাধ্যমে বান্দা তার গুনাহও মাফ পেতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»

"যখনই কোন বান্দা আল্লাহর উদ্দেশে সাজদাহ্ করে, তখনই এতে আল্লাহ তা'আলা তার দরজা উঁচু করে দেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।"[৩৭২]

অন্য বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেছেন :

«عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً»

"আল্লাহর উদ্দেশে অধিক সাজদাহ্ কর। কেননা, তুমি যখনই আল্লাহর উদ্দেশে একটি সাজদাহ্ করবে, তখন এ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করে দিবেন।"[৩৭৩]

---

[৩৭১]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৩৫; সুনান আবূ দাউদ : ১৫২৩, জামি' আত্ তিরমিযী : ৩০০৬, সুনান ইবনু মাজাহ : ১৩৯৫, সহীহ আল জামি' : ৫৭৩৮, হাদীসটি সহীহ।

[৩৭২]. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৮৮, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ»

"যখনই কোন বান্দা আল্লাহর উদ্দেশে সাজদাহ্ করে, তখনই এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার 'আমলনামায় একটি সাওয়াব লিখে দেন, তার একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং তার মর্যাদার একটি স্তর উঁচু করে দেন এবং অতএব তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে অধিক সাজদাহ্ কর।"[৩৭৪]

৫৬. রমাযানে 'ইবাদাত করা :

রমাযান 'ইবাদাতের মৌসুম। বছরের সবচেয়ে ফযীলতের মাস। এই মাসে সিয়াম পালন, ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবীহ/তাহাজ্জুদের সলাত) আদায়, দান-সদাক্বাহ্ ইত্যাদির মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে। এই মাস গুনাহ মাফ পাওয়ারও মাস। এই মাসে বিভিন্ন 'ইবাদাত, তাওবাহ্ ও দু'আ করার মাধ্যমে জীবনের সকল গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে হয়। এই মাসে গুনাহ মাফের অনেক উপলক্ষ রয়েছে। সেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে গুনাহ থেকে মুক্ত না হতে পারাটা গুনাহগার বান্দার জন্য লজ্জাকর ও ক্ষতির কারণ। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَقَى الْمِنْبَرَ ، فَلَمَّا رَقَى الدَّرَجَةَ الْأُولٰى قَالَ : آمِينَ ، ثُمَّ رَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ : آمِينَ ، ثُمَّ رَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ : آمِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ : آمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؟ قَالَ : لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولٰى جَاءَنِي جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ : شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ . ثُمَّ

---

[৩৭৩]. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৮৮, হাদীসটি সহীহ।
[৩৭৪]. সুনান ইবনু মাজাহ : ১৪২৪, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

قَالَ : شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ . ثُمَّ قَالَ : شَقِيَ عَبْدٌ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ»

একদিন নাবী ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন। যখন প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ কররেন, তখন বললেন : *আ-মীন*! অতঃপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করলেন এবং বললেন, *আ-মীন*! অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করলেন এবং বললেন : *আ-মীন*! তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনাকে তিনবার '*আ-মীন*' বলতে শুনলাম, এর অর্থ কী? তিনি বললেন, যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করলাম তখন জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং বললেন, দুর্ভাগ্য হোক সেই ব্যক্তির যে রমাযান পেল এবং ওটা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার মাগফিরাত (গুনাহ মাফ) হয়নি। আমি বললাম, *আ-মীন*! অতঃপর তিনি বললেন দুর্ভাগ্য হোক সেই ব্যক্তির যে তার পিতামাতা উভয়কে অথবা তাঁদের যে কোন একজনকে পেল, অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাল না। আমি বললাম, *আ-মীন*! অতঃপর বললেন, দুর্ভাগ্য হোক সেই ব্যক্তির যার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল অথচ সেই ব্যক্তি আপনার প্রতি সলাত আদায় করল না। আমি বললাম, *আ-মীন*।[৩৭৫]

আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَقَى الْمِنْبَرَ فَقَالَ : آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ ، قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هٰذَا ؟ فَقَالَ : قَالَ لِي جِبْرِيلُ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ : آمِينَ . ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ . ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ»

একদিন নাবী ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, *আ-মীন! আ-মীন!! আ-মীন!!!* তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা কি করলেন? জবাবে বললেন : ধুলায় ধূসরিত হোক তার নাক যে ব্যক্তি তার

---

৩৭৫. আদ্ দুর্ আল মানসুর, খ. ৬, পৃ. ৬৫১; হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

পিতামাতা দু'জনকে বা তাঁদের কোন একজনকে পেল অথচ তারা তার জান্নাতে প্রবেশের কারণ হল না! আমি বললাম : *আ-মীন* (অর্থাৎ তাই হোক)। অতঃপর (দ্বিতীয়বার) তিনি বললেন : ধূলায় ধূসরিত হোক তার নাক যে রমাযান মাস পেল অথচ তার মাগফিরাত হল না, আমি বললাম : *আ-মীন*! অতঃপর জিব্রীল পুনরায় বললেন, ধূলায় ধূসরিত হোক তার নাক যার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল অথচ সে আপনার প্রতি সলাত আদায় করল না। তখনও আমি বললাম : *আ-মীন*।[৩৭৬]

৫৭. 'উমরাহ্ করা :

'উমরাহ্ করলে পাপ মাফ হয়ে যায়। নাবী ﷺ বলেছেন :

«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»

"একটি 'উমরাহ্ পরবর্তী 'উমরাহ্ পর্যন্ত ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপরাশির জন্য কাফফারাহ্ (মোচনকারী) হয়। আর 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হাজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৩৭৭]

৫৮. হাজ্জের জন্য যাওয়ার বাহনের পা উঠানামা করা :

হাজ্জে যাওয়ার বাহন যদি পশু হয় তাহলে সেই পশুর প্রতি কদমে হাজীর গুনাহ মাফের সুযোগ রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

«مَا يَرْفَعُ إِبِلُ الْحَاجِّ رِجْلًا وَلَا يَضَعُ يَدًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»

"হাজীর উটের (প্রত্যেকবার) পা উঠানামার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা হাজীর 'আমলনামায় একটি করে সাওয়াব লিখেন অথবা তার 'আমলনামা থেকে

---

[৩৭৬]. আল আদাবুল মুফরাদ : ৬৪৬; হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ।
[৩৭৭]. সহীহুল বুখারী : ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম : ৩৩৫৫।

www.pathagar.com

একটি গুনাহ মোচন করেন কিংবা এর মাধ্যমে তিনি তার মর্যাদা উন্নীত করেন।"[৩৭৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ لَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًا وَلَا تَرْفَعُهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْكَ خَطِيئَةً»

"যখন তুমি (হাজ্জ করার জন্য) বাইতুল্লাহিল হারাম-এর উদ্দেশে তোমার বাড়ি থেকে বের হবে তখন থেকেই তোমার উট যতবারই তার পা উঠানামা করে তার প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমার জন্য একটি সাওয়াব লেখেন এবং একটি গুনাহ মুছে দেন।"[৩৭৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ أَلَّا تَرْفَعَ قَدَمًا أَوْ تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ إِلَّا كُتِبَتْ لَكَ حَسَنَةً وَرُفِعَتْ لَكَ دَرَجَةً»

"যখন তুমি (হাজ্জ করার জন্য) বাইতুল 'আতীক্ব (কা'বাহ্)-এর উদ্দেশে বের হবে তখন থেকেই তুমি ও তোমার বাহন (পশু) যতবারই তার পা উঠানামা করে তার প্রতিটির বিনিময়ে তোমার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয় এবং একটি মর্যাদার স্তর উন্নীত করা হয়।"[৩৮০]

৫৯. হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পরপর করা :

পরপর হাজ্জ ও 'উমরাহ্ করলে জীবনের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। নাবী ﷺ বলেছেন :

«تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»

---

[৩৭৮]. শু'আবুল ঈমান : ৪১১৬।

[৩৭৯]. সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব : ১১১২, হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

[৩৮০]. আল মু'জামুল আওসাত : ২৩২০, হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

www.pathagar.com

"তোমরা হজ্জকে 'উমরাহ্ ও 'উমরাহ্কে হজ্জের অনুগামী কর। (অর্থাৎ হাজ্জ করলে 'উমরাহ্ ও 'উমরাহ্ করলে হাজ্জ কর।) কারণ হাজ্জ ও 'উমরাহ্ উভয়েই দারিদ্র্য ও পাপরাশিকে সেরূপ দূরীভূত করে যেরূপ (কামারের) হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত করে ফেলে।"[৩৮১]

৬০. হাজরে আসওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানী স্পর্শ করা :

হাজারে আসওয়াদ চুম্বন ও রুক্নে ইয়ামানী স্পর্শ করলে পাপ মাফ হয়। নাবী ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ مَسْحَ الحَجَرِ الْأَسْوَدِ والرُّكْنِ اليَمانِي يَحُطَّانِ الخَطايا حَطًّا»

"হাজারে আসওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানী উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে।"[৩৮২]

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার رضي الله عنهما বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيئَةَ»

"উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে।"[৩৮৩]

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"فالسنة في الحجر الاسود استلامه وتقبيله والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل"

"হাজরে আসওয়াদের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ হলো সেটি স্পর্শ করা ও চুমু দেয়া আর রুকনুল ইয়ামানীর ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ হলো সেটি শুধু স্পর্শ করা, চুমু দেয়া (সুন্নাহ) নয়।"[৩৮৪]

---

[৩৮১]. সুনান আন্ নাসায়ী : ২৬৩০, ২৬৩১; জামি' আত্ তিরমিযী : ৮১০, হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৩৮২]. আল মু'জামুল কাবীর : ১৩৪৩৮, সহীহ আল জামি' : ২১৯৪।

[৩৮৩]. মুসনাদ আহমাদ : ৫৭০১; সুনান আন্ নাসায়ী : ২৯১৯, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

অতএব যেহেতু রুকনে ইয়ামানী চুমু দেয়ার কোন দলীল নেই। সুতরাং তা বৈধ নয়।

৬১. কা'বাহ্ ঘর ত্বওয়াফ করা :

মুসলিমদের কিবলা কা'বাহ্ ঘর ত্বওয়াফ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনের সময় ত্বওয়াফ করা জরুরি। কিন্তু সাধারণভাবে নফল হিসেবেও কা'বাহ্ ঘর ত্বওয়াফ করা অনেক ফযীলতের 'আমল। ত্বওয়াফের মাধ্যমে ত্বওয়াফকারীর গুনাহও মাফ হয়। নাবী ﷺ বলেছেন :

«مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ وَكُفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ وَكَانَ عَدْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ»

"যে ব্যক্তি এই (কাবা) ঘর সাতবার চক্কর দেয় (অর্থাৎ একবার ত্বওয়াফ করে) তার প্রতি পদক্ষেপের (হাঁটার সময় পা রাখা-উঠানো) বিনিময়ে একটি করে সাওয়াব তার 'আমলনামায় লেখা হয় ও তার থেকে একটি করে গুনাহ মাফ করা হয় এবং তার মর্যাদা বাড়ানো হয় আর পুরো ত্বওয়াফ একটি দাসমুক্তির সমতুল্য।"[৩৮৫]

'উমায়র (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন,

«أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْعَلُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرٰى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً»

---

[৩৮৪]. আল মাজমূ', খ. ৮, পৃ. ৩৭।

[৩৮৫]. মুসনাদে আহমাদ : ৫৭০১।

www.pathagar.com

ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু চাপাচাপি করে হলেও হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী বায়তুল্লাহ্‌র এই দুই রুকনে যেতেন। আমি একদিন তাঁকে বলাম, আপনি এ দু'টি রুকনে ভীড়ে চাপাচাপি করে হলেও গিয়ে উপস্থিত হন কিন্তু অন্য কোন সাহাবী তো এমন চাপাচাপি করে সেখানে যেতে দেখি না। তিনি বললেন, যদি আমি এরূপ চাপাচাপি করি তাতে দোষ কী? কেননা আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, এ দু'টো রুকন স্পর্শ করা স্পর্শকারীর গুনাহসমূহের কাফফারাহ্ হয়ে যায় তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, কেউ যদি যথাযথ ভাবে বায়তুল্লাহ্‌র সাতবার ত্বওয়াফ করে (অর্থাৎ সাত চক্কর দিয়ে এক ত্বওয়াফ সম্পন্ন করে) তাহলে তাতে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার মত সাওয়াব হয়। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, ত্বওয়াফ করতে গিয়ে এমন কোন কদম সে রাখেনা বা তা উঠায় না যা দ্বারা তার একটি গুনাহ মাফ না হয় এবং একটি নেকী লেখা না হয়।[৩৮৬]

৬২. 'আরাফাত দিবসের সিয়াম রাখা :

হাজ্জের মৌলিক কাজ হচ্ছে যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে মক্কার অনতিদূরে 'আরাফাত ময়দানে সারাদিন অবস্থান করা। কিন্তু এই দিনে যারা 'আরাফাতের ময়দানের বাইরে থাকেন, অর্থাৎ হাজ্জ করেন না তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ্সম্মত 'আমল হচ্ছে এই দিন সিয়াম পালন করা। আর এই একটি সিয়ামের মাধ্যমে ব্যক্তির পূর্বের একবছর ও পরের একবছরের গুনাহ মাফ করা হয়। ক্বাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরাফার দিবসের সাওম পালন করার ফযীলত সম্পর্কে বলেছেন,

«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»

"আর 'আরাফাত দিবসের সাওম (রোযা) সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশাবাদী যে, এর মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।"[৩৮৭]

---

৩৮৬. জামি' আত্ তিরমিযী : ৯৫৯, হাদীসটি সহীহ।

৩৮৭. সহীহ মুসলিম : ২৮০৩।

www.pathagar.com

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন :

"والمراد بها الصغائر ... أنه ان لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر فان لم يكن رفعت درجات"

"এর দ্বারা সগীরা গুনাহ্ উদ্দেশ্য।... যদি সগীরা গুনাহ্ ব্যক্তির 'আমলনামায় না থাকে তাহলে তার কাবীরা গুনাহ (থাকলে) হালকা করা হবে বলে আশা করা যায়। আর যদি কাবীরা গুনাহ্ও না থাকে তাহলে তার মর্যাদা উন্নীত করা হয়।"[৩৮৮]

সাহ্ল বিন সা'দ বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেন :

«مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ»

"যে ব্যক্তি 'আরাফার দিন সিয়াম রাখে তার উপর্যুপরি দুই বছরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।"[৩৮৯]

৬৩. মুহার্‌রমের ১০ তারিখে ('আশূরার) সিয়াম রাখা :

রমাযানের ফরয সিয়ামের পরে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সিয়াম হচ্ছে 'আশূরা দিনের (অর্থাৎ মুহাররম মাসের ১০ তারিখের) সিয়াম। এই সিয়াম পূর্বের এক বছরের গুনাহ্ মাফ করায়। কাতাদাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ 'আশূরার সাওম (মুহাররম মাসের দশ তারিখে সিয়াম) পালন করার ফযীলত সম্পর্কে বলেন,

«صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»

"আর 'আশূরার সাওম (রোযা) সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তিনি এর মাধ্যমে বান্দার পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন।"[৩৯০]

---

[৩৮৮]. শারহু সহীহ মুসলিম, খ. ৮, পৃ. ২৯২।
[৩৮৯]. আল মু'জামুল কাবীর : ৫৯২৩; সহীহুত তারগীব : ১০১২।
[৩৯০]. সহীহ মুসলিম : ২৮০৩।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, এই দিনের সাথে সাথে আগের দিন (৯ তারিখ) বা পরের দিন (১১ তারিখ) মোট দুই দিন সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব ও অধিক ফযীলতের।

৬৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সলাত ও সালাম পাঠ করা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সলাত ও সালাম পেশ করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি 'আমল। তাঁর প্রতি সলাত পেশ করলে শুধু সাওয়াবই হয় না বরং গুনাহও মাফ হয়। আনাস ইবন মালিক নাবী ﷺ-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন :

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ»

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার সলাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন এবং তার দশটি গুনাহ্ মোচন করেন।"[৩৯১]

আবূ তৃলহাহ্ আল আনসারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ قَالَ أَجَلْ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ»

একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রফুল্ল মনে সকাল করলেন। তখন তার চেহারায় আনন্দের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আজ আপনি প্রফুল্লচিত্তে সকাল করেছেন, এতে আপনার চেহারায় খুশির ছাপ দেখা যাচ্ছে। (এর কারণ কী?) তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার কাছে আমার সম্মানিত রবের পক্ষ থেকে একজন আগমণকারী এসে বললো,

---

[৩৯১]. মুসনাদ আহমাদ : ১১৯৯৮; আলবানী আস্ সহীহাহ্ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ৮২৯।

“আপনার উম্মাতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তোমার প্রতি একবার সলাত পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখে দেন, তার দশটি গুনাহ্ মোচন করেন এবং তার মর্যাদার দশটি স্তর বৃদ্ধি করে দেন।”[৩৯২]

৬৫. দান-সদাক্বাহ্ করা :

দান-সদাক্বাহ্ একদিকে যেমন আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার ও তাঁর ক্রোধ প্রশমনের মাধ্যম তেমনি তা দাতার গুনাহ্ মাফেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দান-খয়রাত করলে পাপ ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

“তোমরা যদি সদাক্বাহ্ প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে 'আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।”[৩৯৩]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾

“যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুন করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।”[৩৯৪]

কা'ব ইবন 'উজরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ»

---

৩৯২. মুসনাদ আহমাদ : ১৬৩৫২; সনদ হাসান।
৩৯৩ সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২৭১।
৩৯৪ সূরা আত্ তাগা-বুন ৬৪ : ১৭।

www.pathagar.com

"সিয়াম হল ঢাল স্বরূপ। আর সদাক্বাহ্ গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে (নিশ্চিহ্ন) করে দেয়।"[৩৯৫]

৬৬. ইসলামী মজলিসে ও যিক্‌রে বসা :

আমরা তো দুনিয়ার জীবনে কত শত রকমের সভা-সমাবেশে বসি। কিন্তু সেসব দুনিয়াকেন্দ্রিক সভা-সমাবেশে বসলে গুনাহ মাফ হওয়া তো দূরের কথা বরং উল্টা গুনাহ্ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ্র আলোচনা হয় এমন ইসলামী সভায় বসলে গুনাহ্ মাফের ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ্র নাম, গুণ, বাণী স্মরণ করা হয় যে মজলিসে সে মজলিসে যারা বসে এবং আল্লাহ্র কাছে মাফ চায় তাদের গুনাহগুলো আল্লাহ মাফ করে দেন। এমনকি কেউ যদি ঐ মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটু সময়ের জন্যও বসে তাহলেও আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

«إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ

---

[৩৯৫]. সুনান আত্ তিরমিযী : ৬১৪, মুসনাদ আহমাদ : ১৫২৮৪, অনেকগুলো সূত্র ও শাহেদ থাকার কারণে সহীহ।

www.pathagar.com

قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ»

আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহর যিক্‌রে রত লোকেদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তারা কোথাও আল্লাহর যিক্‌রে রত লোকেদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকেদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত।

তখন তাদের রব তাদের জিজ্ঞেস করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চাইতে তিনিই বেশি জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তারা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তারা বলবেন : হে আমাদের রব, আপনার কৃসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তারা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও বেশি আপনার 'ইবাদাত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তারা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কৃসম হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন যদি তারা তা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো বেশি লোভ করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত।

আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দিবেন, আল্লাহর কৃসম! হে রব! তারা জাহান্নাম

www.pathagar.com

দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী হত? তারা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা এমন বৈঠকের সদস্য যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না।[৩৯৬]

উল্লেখ্য যে, কোন মজলিসে কিছু লোক একত্রে বসে উচ্চ আওয়াজে সম্মিলিত যিক্‌র করা সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

৬৭. মজলিস শেষে নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

মজলিসে ও আলোচনার শেষে নির্দিষ্ট দু'আ পড়লে গুনাহ মাফ হয়। আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ»

"যে লোক মজলিসে বসলো এবং তাতে অতিরিক্ত কথাবার্তা হয়ে গেলো, সে উক্ত মজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে যদি বলে :

«سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

---

[৩৯৬]. সহীহুল বুখারী : ৬৪০৮।

www.pathagar.com

তাহলে উক্ত মজলিসে তার যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৩৯৭]

আবূ বারযাহ্ আল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ «سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضٰى. قَالَ «كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ»

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন মজলিস থেকে উঠার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন,

«سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

"সুব্হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।"

তখন এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এমন দু'আ পাঠ করলেন, যা ইতোপূর্বে আর কখনো পাঠ করেননি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ দু'আ হলো মজলিসের কথাবার্তার ভুল-ত্রুটির জন্য কাফফারাহ্ স্বরূপ।[৩৯৮]

নাফি' ইবন জুবায়র ইবন মুত্'ইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা (জুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابِعِ يَطْبَعُ عَلَيْهِ وَ مَنْ قَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ لَغْوٍ كَانَتْ كَفَّارَةٌ لَهٗ»

---

[৩৯৭]. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৪৩৩, হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৩৯৮]. সুনান আবূ দাউদ : ৪৮৬১।

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি *'সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'* কোন যিক্‌রের মজলিসে পাঠ করবে তাহলে তা সিলমোহর হিসেবে গণ্য হবে আর কোন বেহুদা কথার মজলিসে পাঠ করলে তা মজলিসের কাফফারাহ্ হিসেবে গণ্য হবে। (অর্থাৎ এই দু'আ মজলিস শেষে পাঠ করলে তা মজলিসে বেহুদা কথার মাধ্যমে অর্জিত গুনাহ মোচনের কারণ হবে।)"[৩৯৯]

বিখ্যাত তাবিঈ 'আত্বা (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন :

"من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس عشرة مجالس من مجالس الباطل"

"যে ব্যক্তি একটি যিক্‌রের মজলিসে (কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোচনার মজলিসে) বসে তখন সেটি তার অন্যান্য দশটি বাতিল মজলিসে বসার গুনাহের কাফফারাহ্ হয়ে যায়।"[৪০০]

---

৩৯৯. আল মুসতাদরাক 'আলাস্ সহীহায়ন : ১৯৭০, আল মু'জামুল কাবীর : ১৫৮৬, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ।

৪০০. যিকরের মজলিস দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত আলোচনাটি দেখুন :

ويدل على ذلك ما ورد في كتاب (الحلية) لأبي نعيم الأصبهاني، بسنده إلى أبي هزان قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس عشرة مجالس من مجالس الباطل. قال أبو هزان: قلت لعطاء: ما مجلس الذكر؟ قال: مجالس الحلال والحرام، وكيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تنكح، وكيف تطلق وتبيع وتشتري.

وقال الحافظ ابن حجر: والمراد بالذكر: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل: الباقيات الصالحات وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونحو ذلك. والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضاً، ويراد به: المواظبة على العمل بما أوجبه، أو ندب إليه: كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة.

قال العلامة المباركفوري: المراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها، والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة، والبسملة، والحسبلة، والاستغفار، ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه، أو ندب إليه، كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة.

www.pathagar.com

৬৮. মুসাফাহা (হ্যান্ডশেক) করা :

মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করলে গুনাহ ঝড়ে যায়। নাবী ﷺ বলেছেন :

«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا»

"দু'জন মুসলিম সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করলেই একে অপর থেকে পৃথক হবার পূবেই তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেয়া হয়।"[৪০১]

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا»

"যখনই দু'জন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাৎ করে তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে সালাম দিয়ে তার হাত ধরে (মুসাফাহা করে), আর তার হাত ধরা কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশেই হয়, তখনই তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৪০২]

হুযায়ফাহ্ ইবনুল ইয়ামান রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدَهُ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقَ الشَّجَرِ»

"যখন কোন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের সাথে সাক্ষাৎ হলে একে অপরকে সালাম দেয় এবং অপরের হাত ধরে মুসাফাহাহ্ করে তখন তাদের দু'জনের গুনাহসমূহ তেমনিভাবে ঝরে পড়ে যেমনিভাবে (বসন্তকালে) গাছের পাতা ঝরে পড়ে।"[৪০৩]

---

[৪০১]. সুনান আবূ দাঊদ : ৫২১৪; মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫৪৭; জামি' আত্ তিরমিযী : ২৭২৭, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪০২]. মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫৪৮; সহীহ আল জামি' : ৫৭৭৮।

[৪০৩]. আল মু'জামুল আওসাত : ২৪৫, সিলসিলাতুল আহাদীস আস্ সহীহাহ্ : ২৬৯২।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, হাদীসগুলোতে 'ইয়াদ' বা 'হাত' একবচনে এসেছে। সুতরাং মুসাফাহা একহাতে (শুধুমাত্র ডান হাতে) হবে। উভয়ের দুইহাত দুইহাত চার হাতে নয়।

৬৯. জীবের প্রতি দয়া দেখানো :

ইসলাম শুধু মানবজীবনের প্রতিই দয়ার্দ্র হতে বলেনি, অন্যান্য জীবের প্রতিও দয়া দেখাতে উৎসাহ দিয়েছে। যে কোন জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে পাপ মাফ হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়। কুকুরের মত প্রাণীকে পানি পান করানোর কারণে একজন যেনাকারিণী মহিলাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ»

"কোন এক সময় একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। পিপাসা তাকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ইসরাঈলের বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার চামরার মোজা খুলে (কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। এই 'আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।"[৪০৪]

আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتّٰى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَإِنَّ لَنَا فِى هٰذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ «فِى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

---

[৪০৪]. সহীহুল বুখারী : ৩৪৬৭; সহীহ মুসলিম : ৫৯৯৮।

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি কোন পথ ধরে চলছিল, এমতাবস্থায় তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। এরপর সে বেরিয়ে এল। তখন সে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর (পিপাসায়) জিব বের করে হাঁপাচ্ছে আর মাটি চাঁছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, কুকুরটির আমার মত তীব্র পিপাসা পেয়েছে। তখন সে কুয়ায় নামল এবং তার (চামড়ার) মোজায় পানি ভরল পরে সে তার মুখ আটকে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পান করালো, মহান আল্লাহ তার (এ 'আমলে) সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা হলে কি আমাদের জন্য এসব প্রাণীর ব্যাপারে (সদাচরণে)-ও সাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি তাজা কলিজায় (প্রাণধারীতে) সাওয়াব রয়েছে।[৪০৫]

৭০. মানুষের কল্যাণ করা বা মানুষের কষ্ট দূর করা :

মানুষের কল্যাণ করলে বা মানুষের কষ্ট হয় এমন কিছু থেকে মানুষকে রক্ষা করলেও গুনাহ মাফ হয়। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»

"একদিন এক ব্যক্তি রাস্তা চলছিল। সে রাস্তার উপর একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেল। অতঃপর সে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"[৪০৬]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَرَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بِشَوْكٍ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : لَأُمِيطَنَّ هٰذَا الشَّوْكَ ، لَا يَضُرُّ رَجُلًا مُسْلِمًا ، فَغُفِرَ لَهُ»

---

৪০৫. সহীহুল বুখারী : ৬০০৯; সহীহ মুসলিম : ৫৯৯৬।
৪০৬. সহীহুল বুখারী : ৬৫২, ২৪৭২; সহীহ মুসলিম : ৫০৪৯, ৬৮৩৫।

www.pathagar.com

"এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রমকালে তাঁর পথে কাঁটা পড়ল। সে বলল, আমি অবশ্যই এই কাঁটা অপসারিত করব যাতে এটি কোন মুসলিমের কষ্টের কারণ হতে না পারে। তাঁকে এই জন্য ক্ষমা করা হল।"[৪০৭]

৭১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একত্র হয়ে আল্লাহর স্মরণ করা :

আল্লাহর যিক্‌র একটি পৃথক 'ইবাদাত। বিভিন্নভাবে আল্লাহর যিক্‌র করা যায়। আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ করার জন্য যদি কোথাও কিছু লোক একত্রিত হয় এবং সুন্নাহ্ সম্মত পদ্ধতিতে আল্লাহর যিক্‌র করে তাদের গুনাহ মাফ করে তাদের গুনাহগুলো সাওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন :

«مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ لَا يُرِيدُونَ بِذٰلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ»

"যখনই কিছু লোক কোথাও একত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে স্মরণ করে তখনই আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী তাদেকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় উঠো, তোমাদের গুনাহগুলোকে সাওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।"[৪০৮]

তবে এর অর্থ সম্মলিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা নয়। কেননা তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ।

সুহায়ল ইবনু হানযালাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ فَيَقُوْمُوْنَ حَتَّى يُقَالُ لَهُمْ قُوْمُوْا قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَبُدِلَّتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ»

---

[৪০৭]. মুসনাদ আহমাদ : ৮৪৯৮; আল আদাব আল মুফরাদ : ২২৯, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪০৮]. মুসনাদে আহমাদ : ১২৪৫৩, হাদীসটি হাসান।

www.pathagar.com

"কিছু লোক একটি মজলিসে বসে যখন আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ করে তারপর উঠে চলে যায় তখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের গুনাহগুলোকে সাওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।"[৪০৯]

৭২. বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করা :

আল্লাহকে যারা অধিক স্মরণ করেন তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমার ব্যবস্থা রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মু'মিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।"[৪১০]

৭৩. নির্দিষ্ট যিক্র ও তাসবীহ্ পাঠ করা :

নির্দিষ্ট কিছু যিক্র রয়েছে যেগুলো পাঠ করলে গাছের পাতা ঝড়ার মত গুনাহগুলো ঝড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

---

[৪০৯]. আল মু'জামুল কাবীর : ৬০৩৯।

[৪১০] সূরা আল আহ্যাব ৩৩ : ৩৫।

www.pathagar.com

«إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا»

"নিশ্চয় *সুবহা-নাল্লা-হ, আলহামদুলিল্লা-হ, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* ও *আল্লা-হু আকবার*, গুনাহসমূহকে ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতাসমূহকে ঝরিয়ে দেয়।"[৪১১]

عن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدُ لِلهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ.

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি গাছের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, এর পাতা ছিল শুষ্ক। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে এতে আঘাত করলেন, ফলে পাতা ঝরে পড়তে লাগল। এরপর তিনি বললেন, এই গাছটির পাতা যেভাবে ঝরে পড়ছে, তেমনিভাবে '*আলহামদুলিল্লা-হ, সুবহা-নাল্লা-হ, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার*' (পাঠের) দ্বারাও বান্দার গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে।[৪১২]

সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি বললেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন এক হাজার সাওয়াব অর্জন করতে অপারগ হবে কি? তাঁর সাথে বসা লোকেদের একজন জিজ্ঞেস করল, সে কীভাবে এক হাজার সাওয়াব অর্জন করবে? তিনি বললেন,

«يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ»

"সে একশ বার তাসবীহ (*সুবহা-নাল্লা-হ*) পড়বে এর ফলে তার জন্য এক হাজার সাওয়াব লেখা হবে অথবা এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে।"[৪১৩]

---

[৪১১]. মুসনাদ আহমাদ : ১২৫৩৪, সিলসিলাহ্ আস-সহীহাহ্ : ৩১৬৮।
[৪১২]. জামি' অত্ তিরমিযী : ৩৫৩৩, হাদীসটি হাসান।
[৪১৩]. সহীহ মুসলিম : ৭০২৭।

www.pathagar.com

৭৪. নির্দিষ্ট যিক্‌র ১০০ বার পাঠ করা :

নির্দিষ্ট একটি যিক্‌র ১০০ বার পাঠ করলে অন্যান্য ফযীলতের পাশাপাশি পাঠকারীর ১০০টি গুনাহ মাফ করা হয়। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ»

"যে ব্যক্তি একশ'বার এ দু'আটি পড়বে :

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; বাদশাহী একমাত্র তারই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার পরিমাণ সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে এবং আর একশটি গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে। কোন লোক তার চাইতে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির 'আমল অধিক পরিমাণ করবে।"[৪১৪]

[৪১৪]. সহীহুল বুখারী : ৩২৯৩, ৬৪০৩, সহীহ মুসলিম : ৭০১৮।

www.pathagar.com

৭৫. নির্দিষ্ট কয়েকটি বাক্য পাঠ করা :

'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন,

«أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ»

আমি তোমাকে কিছু শব্দ-বাক্য শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি সেগুলো পাঠ করলে তার বিনিময়ে তোমাকে মাফ করে দেয়া হবে। আর সেই শব্দ-বাক্যগুলো হলো :

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল হালীমুল কারীম লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল 'আলিয়্যুল 'আযীম, সুবহা-নাল্লা-হি রব্বিস্ সামা-ওয়া-তিস্ সাব'ঈ ওয়া রব্বিল 'আরশিল 'আযীম, আল হামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সহনশীল ও সম্মানিত। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সুউচ্চ ও মহান। আল্লাহ পবিত্র, তিনি সাত আসমান ও মহান আরশের রব। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগতমসূহের রব।[৪১৫]

৭৬. সকাল-সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট দু'আ ১০ বার করে পড়া :

সকাল-সন্ধ্যায় পড়া সুন্নাহ্ এমন একাধিক দু'আ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে সব দু'আ-যিক্‌রের ব্যপারে গুনাহ মাফের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। নিম্নে উল্লিখিত হাদীসটিতে গুনাহ মাফের বিশেষ অফার ঘোষিত হয়েছে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ»

---

[৪১৫]. মুসনাদে আহমাদ : ৭১২, হাদীসটি হাসান।

"কেউ যদি সকালে দশবার (নিম্নের) দু'আটি পাঠ করে তাহলে এর বিনিময়ে তার 'আমলনামায় ১০০টি সাওয়াব লিখে দেয়া হয়, তার 'আমলনামা থেকে ১০০টি গুনাহ মুছে ফেলা হয়, ১টি দাস মুক্তির সাওয়াব সে পায় এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে (শয়তান ও বিপদাপদ থেকে) হিফাযাত করা হয়। আর সন্ধ্যায় কেউ যদি একই কাজ আবার করে তাহলে তার জন্য একই সাওয়াব রয়েছে।"[৪১৬]

দু'আটি হলো,

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দ ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ববস্তুর ওপর সর্বক্ষমতাবান।

'উমারাহ্ ইবন শাবীব আস্ সাবাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللّٰهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ»

"কেউ যদি মাগরিবের পর দশবার (নিম্নের) এই দু'আটি পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সশস্ত্র প্রহরী ফেরেশতা দল পাঠাবেন যারা তাকে ভোর পর্যন্ত শয়তান থেকে রক্ষা করবে। এতে তার জন্য তিনি লিখবেন দশটি অবশ্য প্রাপ্য সাওয়াব, মাফ করে দিবেন তার জন্য ধ্বংসকর দশটি গুনাহ এবং তাতে তার দশজন মু'মিন দাস আযাদ করার সমতুল্য সাওয়াব হবে।"[৪১৭]

---

[৪১৬]. মুসনাদে আহমাদ : ৮৭১৯, বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ।
[৪১৭]. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৩৪, হাদীসটি হাসান।

দু'আটি হলো,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

"আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সর্ববস্তুর উপর উপর সর্বক্ষমতাবান।"

৭৭. তাশাহ্হুদ পড়ে সলাত শেষ করার সময় নির্দিষ্ট দু'আ পড়া :

মিহজান ইবনু আদরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পড়ে সলাত শেষ করার সময় বললো,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়া আল্লা-হ বি আন্নাকাল ওয়াহিদুল আহাদুস্ সামাদ, আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ, আন তাগফিরালী যুনূবী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর্ রহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই হে আল্লাহ! তুমি তো সেই সত্ত্বা যিনি এক ও একক এবং অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি, আর তার সমতুল্য/সমকক্ষ কেউ নেই। তুমি আমার গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, قَدْ غُفِرَ لَهُ "তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে"। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।[৪১৮]

---

[৪১৮]. সুনান আন-নাসায়ী : ১৩০০, হাদীসটির সনদ সহীহ।

৭৮. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো :

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া এবং তার গোপনীয় বিষয়গুলো চেপে রাখা গুনাহ মাফের অন্যতম উপায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً»

"যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তার সকল গোপনীয় বিষয়গুলো চেপে রাখে, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করেন।"[৪১৯]

অত্র হাদীসে 'চল্লিশবার' বলতে দু'টি অর্থ বুঝাতে পারে। প্রথমত চল্লিশটি গুনাহ্ মাফ করেন। দ্বিতীয়ত বারবার গুনাহ্ করার পর একের পর এক মাফ করতে করতে চল্লিশবার পর্যন্ত মাফ করেন। অর্থাৎ একবার গুনাহ্ করার পর মাফ চাইলো, তাকে মাফ করা হলো। আবার গুনাহ করার পর মাফ চাইলো, তাকে মাফ করা হলো। এভাবে চল্লিশবার পর্যন্ত মাফ করা হবে।

ইমাম ত্ববারানী (রহিমাহুল্লাহ) তার বর্ণনায় أَرْبَعِينَ مَرَّةً (চল্লিশবার) এর স্থলে أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً (চল্লিশটি কাবীরা গুনাহ) উল্লেখ করেছেন।[৪২০]

৭৯. বালা-মুসীবাতে পতিত হলে গুনাহ্ মাফ হয় :

বালা-মুসীবাত মানবজীবনের অপরিহার্য অংশ। কোন বিপদে পড়েনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে যত বেশি নাবী-রাসূলগণের অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে তার বিপদ-আপদ বেশি হবে। তবে এগুলো ইতিবাচক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বান্দার গুনাহ্ মাফ হয়। যদিও বান্দা প্রাথমিকভাবে বুঝতে পারে না যে, তার জন্য বিপদে কী করা উচিত। তার উচিত ধৈর্যধারণ করা ও বিপদ থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা এবং বিপদ থেকে বের হওয়ার সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করা। আমরা কোন পরীক্ষার সম্মুখিন হলে শয়তানের

---

[৪১৯]. আল মুসতাদরাক : ১৩০৭, শু'আবুল ঈমান : ৯২৬৫; হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪২০]. আল মু'জামুল কাবীর : ৯২৯; এই বর্ণনাটিকে আলবানী য'ঈফ বলেছেন কিন্তু ইবনু হাজার 'আস্ক্বালানী সনদটিকে শক্তিশালী বলেছেন।

www.pathagar.com

ওয়াসওয়াসায় বিভ্রান্ত হই। হতে পারে এই পরীক্ষার মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণ আছে আর যা আমরা চাচ্ছি তার মধ্যে অকল্যাণ আছে। কিতালের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

"হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।"[৪২১]

মু'মিন কখনো বিপদে পড়লে তাতে যে সে কষ্ট অনুভব করে তার জন্য তার কিছু গুনাহ মাফ করা হয়। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

"মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ মোচন করে দেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় এর দ্বারাও (গুনাহ মাফ হয়)।"[৪২২]

সহীহুল বুখারীরই অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

"মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে সকল ক্লান্তি, যাতনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, কষ্ট, কঠিন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমন কি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।"[৪২৩]

---

[৪২১]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২১৬।
[৪২২]. সহীহুল বুখারী : ৫৬৪০, সহীহ মুসলিম : ৬৭৩০, শব্দ বুখারীর।
[৪২৩]. সহীহুল বুখারী : ৫৬৪১-৬৫৪২।

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فِي الدُّنْيَا يَحْتَسِبُهَا ، إِلَّا قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"যে কোন মুসলিমের গায়ে এই দুনিয়ায় একটি কাঁটা বিঁধে এবং সে এর বিনিময়ে সাওয়াবের আশা রাখে, তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন তার গুনাহ্‌রাশি মার্জনা করা হবে।"[৪২৪]

'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন যে, নাবী (ﷺ) প্রায়ই বলতেন,

«مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ»

"মু'মিন বান্দার গায়ে কোন কাঁটা বিঁধা হতে শুরু করে যত বিপদই আপতিত হয় তা তার গুনাহের কাফ্‌ফারাহ্ হয়ে যায়।"[৪২৫]

হাদীসে এসেছে,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

মুস্‌'আব ইবনু সা'দ (রহিমাহুল্লাহ্) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (সা'দ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন : "নাবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা উৎকৃষ্ট তাদের, এরপর যারা উৎকৃষ্ট তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার দীনের উপর দৃঢ়তার অনুপাতে অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে

---

[৪২৪]. আল আদাবুল মুফরাদ : ৫০৭, হাদীসটি সহীহ। আলাবানী আস্ সহীহাহ্ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ২৫০৩।

[৪২৫]. আল আদাবুল মুফরাদ : ৫০৬, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

সে মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, এ জাতীয় বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহই থাকে না।"[৪২৬]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ لِلْمَلَكِ اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ»

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো মুসলিম বান্দাকে শারীরিক অসুস্থতা দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন তিনি ফেরেশতাকে আদেশ করেন, তুমি তার 'আমলনামায় সেই ভালো 'আমলগুলো ('আমলের সাওয়াবগুলো) লেখ যা সে (সুস্থাবস্থায়) করতো। যদি তাকে সুস্থতা দান করেন তাহলে তার পাপ ধুয়ে দেন ও তাকে পবিত্র করে ফেলেন। আর যদি তিনি তার মৃত্যু দেন তাহলে তাকে মাফ করে দেন এবং তাকে রহম করেন।"[৪২৭]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ»

"মু'মিন পুরুষ ও নারীর জীবন, সন্তান-সন্ততি ও তার সম্পদে (বিপদ-আপদ দ্বারা) পরীক্ষা হতে থাকে। পরিশেষে সে আল্লাহ তা'আলার সাথে নিষ্পাপ হয়ে সাক্ষাৎ করে।"[৪২৮]

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

---

[৪২৬]. জামি' আত্ তিরমিযী : ২৩৯৮, হাদীসটি হাসান সহীহ।
[৪২৭]. মুসনাদে আহমাদ : ১৩৭১২, হাদীসটি হাসান।
[৪২৮]. জামি' আত্ তিরমিযী : ২৩৯৯, হাদীসটি হাসান সহীহ।

www.pathagar.com

যখন এ আয়াত ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهٖ﴾ (যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে, তাকে তার শাস্তি দেয়া হবে) অবতীর্ণ হল তখন কতক মুসলিম ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং সঠিক পন্থায় চলমান থাক। একজন মুসলিম তার প্রত্যেকটি বিপদের বিনিময়ে এমনকি সে আছাড় খেলে কিংবা তার শরীরে কোন কাঁটা বিদ্ধ হলেও তাতে তার (গুনাহের) কাফ্ফারাহ্ হয়ে যায়।[৪২৯]

আল আসওয়াদ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«اعْتَلَجَ نَاسٌ فَأَصَابَ طُنُبُ الْفُسْطَاطِ عَيْنَ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَضَحِكُوا فَقَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ تَشُوكُهُ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً»

লোকেরা ধস্তা-ধস্তি বা কুস্তি করছিল, এমতাবস্থায় তাবুর রশি তাদের একজনের চোখে বিঁধলো বা আঘাত করলো। এতে অন্য সবাই হেসে উঠলো। অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মু'মিনের গায়ে এই দুনিয়ায় একটি কাঁটা বিঁধে বা এর চেয়ে বেশি কিছু ভোগ করে (কষ্ট পায়) তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার একটি গুনাহ মাফ করেন এবং এর বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা উন্নীত করা হয়।"[৪৩০]

৮০. রোগ-বালাই হওয়া :

মুসলিম ব্যক্তির কোন রোগ হলে তার যে কষ্ট হয় তার বিনিময়েও আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেন। মু'মিন ব্যক্তির যে কোন রোগ হলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। হাদীসে কী পরিমাণ গুনাহ মাফ করা হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই আশা করা যায় আল্লাহ এর মাধ্যমে সকল সগীরা গুনাহ মাফ করবেন। নাবী ﷺ বলেছেন :

---

[৪২৯]. সহীহ মুসলিম : ৬৭৩৪; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩০৩৪।

[৪৩০]. মুসনাদে আহমাদ : ২৬১৭৫, হাদীসটির সনদ সহীহ।

www.pathagar.com

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا»

"কোন মুসলিম যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট পায়, কাঁটা বিধে বা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তা'আলা এর কারণে তার গুনাহসমূহকে মোচন করে দেন এবং তার গুনাহসমূহকে এভাবে ঝরিয়ে দেয়া হয় যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।"[৪৩১]

জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ ، يَمْرَضُ مَرَضًا إِلَّا قَصَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ»

"যে কোন মু'মিন পুরুষ অথবা নারী, যে কোন মুসলিম পুরুষ অথবা নারী রোগাক্রান্ত হয় এর বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহরাশি মোচন করে দেন।"[৪৩২]

জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উম্মে সায়িব বা উম্মে মুসাইয়িব-এর জ্বর হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে সায়িব বা উম্মে মুসাইয়িব! তোমার কী হয়েছে যে, থরথর করে কাঁপছো? সে বললো, জ্বর হয়েছে, আল্লাহ তাতে বরকত না দিন। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

«لَا تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»

"জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর তো আদম সন্তানের পাপ মোচন করে যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে।"[৪৩৩]

'আবদুর রহমান ইবন সা'ঈদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন :

---

[৪৩১]. সহীহুল বুখারী : ৫৬৪৮, সহীহ মুসলিম : ৬৭২৪।

[৪৩২]. আল আদাবুল মুফরাদ : ৫০৮, হাদীসটি সহীহ; আলবানী আস্ সহীহাহ্ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ২৫০৩।

[৪৩৩]. সহীহ মুসলিম : ৬৭৩৫।

www.pathagar.com

كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ ، وَعَادَ مَرِيضًا فِيْ كِنْدَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ : أَبْشِرْ ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا ، وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ ، فَلَا يَدْرِيْ لِمَ عُقِلَ وَلِمَ أُرْسِلَ.

আমি একদিন সালমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন কিন্দায় এক রোগী দেখতে (অর্থাৎ তার কুশল জিজ্ঞেস করতে) গিয়েছিলেন। যখন তিনি তার শয্যাপাশে উপস্থিত হলেন তখন বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দার রোগকে তার গুনাহসমূহের কাফ্ফারাহ্ এবং কৈফিয়ত স্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পাপী ব্যক্তির রোগ হল ঐ উটের মত যাকে তার মালিক পা মিলিয়ে বাঁধল। আবার ছেড়ে দিল অথচ সে জানল না যে কেন তাকে বাঁধা হল আর কেনই বা তাকে ছেড়ে দেয়া হল।[৪৩৪]

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"في هذه الاحاديث بشارة عظيمة للمسلمين ...وفيه تكفير الخطايا بالامراض والاسقام ومصايب الدنيا وهمومها وان قلت مشقتها وفيه رفع الدرجات بهذه الامور وزيادة الحسنات وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء"

"এ হাদীসগুলোর মধ্যে মুসলিমদের জন্য অনেক বড় সুসংবাদ রয়েছে।... এর মধ্যে রোগ-ব্যাধি, দুনিয়ার বিভিন্ন বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তার বিনিময়ে গুনাহ মাফের ঘোষণা রয়েছে। যদিও এর জন্য সামান্য কষ্ট হোক না কেন এবং এগুলোর বিনিময়ে ব্যক্তির মর্যাদা উঁচু হয় এবং সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। জামহূর 'আলিমগণ প্রদত্ত বিশুদ্ধ মত এটিই।"[৪৩৫]

৮১. রোগাক্রান্ত হয়ে বা রোগভোগের পর মৃত্যুবরণ করা :

রোগাক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। রোগাক্রান্ত হলেই যেখানে গুনাহ মাফ হয় সেখানে কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায় বা রোগ ভোগ করে মারা যায়

---

[৪৩৪]. আল আদাবুল মুফরাদ : ৪৯৩; হাদীসটি সহীহ; আলবানী তাখরীজ আহাদীস আল আদাব আল মুফরাদ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ৪৯৩।

[৪৩৫]. শারহু সহীহ মুসলিম, খ.১৬, পৃ. ২৪৪-৪৫।

www.pathagar.com

তাহলে তারও গুনাহ মাফ হওয়া তো স্বাভাবিক। এ মর্মে আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ ابْتَلَاهُ اللهُ فِيْ جَسَدِهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِيْ صِحَّتِهِ ، مَا كَانَ مَرِيضًا ، فَإِنْ عَافَاهُ ، أُرَاهُ قَالَ : غَسَلَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ»

"যে কোন মুসলিমকে আল্লাহ যখন দৈহিকভাবে পরীক্ষায় ফেলে দেন (অর্থাৎ রোগগ্রস্ত করেন) তার সুস্থাবস্থায় সে যেরূপ 'আমল করত ঠিক সেরূপ সাওয়াবই তার 'আমলনামায় লিখিত হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি এরূপ রোগে আক্রান্ত থাকে। অতঃপর যদি তিনি তাকে নিরোগ করেন তবে– আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলেছেন– তাকে তিনি (তার পাপ) ধৌত করে দেন। [অর্থাৎ তার গুনাহ হতে মুক্ত করে দেন] আর যদি তাকে মৃত্যু প্রদান করেন তবে তাকে ক্ষমা করে দেন।"[৪৩৬]

৮২. সম্পর্কচ্যুত দুই ব্যক্তির মধ্যে সর্বপ্রথম কথা বলার উদ্যোগ গ্রহণ করা :

দুই ব্যক্তির মাঝে কোনো কারণে সম্পর্ক নষ্ট হলে তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম অপরজনের সাথে কথা বলা বা সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করবে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আনাস ইবন মালিক-এর চাচাতো ভাই হিশাম ইবন 'আমির আল আনসারী (যার পিতা উহুদের যুদ্ধের দিন শহীদ হন) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً عَنْهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلَامَهُ ، رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ»

---

[৪৩৬]. সহীহ ইবনু হিব্বান, খ. ২, পৃ. ৫৪; আল আদাব আল মুফরাদ : ৫০১; আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

www.pathagar.com

"কোন মুসলিমের জন্য অপর কোন মুসলিমের সাথে তিন দিনের অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়িয নয়। যদি তারা এরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে থাকে তবে যতক্ষণ তারা এভাবে সম্পর্কচ্যুত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা দু'জনেই সত্য বিমুখ বলে গণ্য হবে। তদের মধ্যে যে প্রথম কথা বলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে তার এই উদ্যোগ পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ হবে। আর যদি তারা দু'জনই এরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে মারা যায়, তবে তারা দু'জনের কেউই কখনও জান্নাতে যেতে পারবে না। যদি তাদের একজন অপরজনকে সালাম করে আর দ্বিতীয়জন তা গ্রহণ করতে রাযী না হয় তবে তার সালামের জবাব একজন ফেরেশতা দিয়ে থাকেন, আর দ্বিতীয়জনকে জবাব দেয় শয়তান।"[৪৩৭]

৮৩. সালাম প্রদান করা ও সুন্দর কথা বলা :

মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সালামের আদান-প্রদান অন্যতম প্রাচীন রীতি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ 'আমল, যার মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ও সাওয়াব অর্জিত হয়। কিন্তু সালামের সাথে সাথে সুন্দর কথা বলাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই দু'টি কাজ বান্দাকে গুনাহ থেকে মুক্তি দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ»

"সালাম প্রদান ও সুন্দর কথা বলা মাগফিরাত বা ক্ষমাকে আবশ্যক করে দেয়।"[৪৩৮]

৮৪. সূরা আল মুল্ক তিলাওয়াত করা :

কুরআনের যে কয়টি সূরার কিছু নির্দিষ্ট ফযীলত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সূরা হলো সূরা আল মুল্ক। এই সূরাটি গুনাহ মাফের অন্যতম উপায় হতে পারে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন :

---

[৪৩৭]. আল মু'জামুল কাবীর, খ. ২২, পৃ. ১৭৫, হাদীস নং ৪৫৫; আলবানী আস্ সহীহাহ্ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ১২৪৬।

[৪৩৮]. সহীহ আল জামি' : ২২৩২, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

«إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ»

"ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট কুরআনের একটি সূরা পাঠের কারণে যদি তা কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। সেই সূরাটি হল '*তাবা-রাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্ক*' (সূরা আল মুল্ক)।"[৪৩৯]

৮৫. ক্রয়-বিক্রয় ও পাওনা আদায়ে উদার হওয়া :

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ক্রয়-বিক্রয় ও পাওয়া আদায় করা অন্যতম কাজ। এসব ক্ষেত্রে অনেকেই কঠোরতা আরোপ করেন এবং কঠোর আচরণ করেন। সুযোগ থাকার পরও উদারতা দেখান না। অথচ এসব ক্ষেত্রে উদার হওয়া গুনাহ মাফের অন্যতম উপায়। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى»

"তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। সে বিক্রির ক্ষেত্রে ছিল উদার-সহজ, ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছিল উদার, তাগাদার ক্ষেত্রেও ছিল উদার।"[৪৪০]

৮৬. শহীদ হওয়া :

আল্লাহর রাস্তায় যারা মৃত্যুবরণ করেন তারাই মূলত শহীদ। ইসলামে শহীদের মর্যাদা অনেক উপরে। শহীদ হতে পারলে জীবনের গুনাহ মাফ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[৪৩৯]. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৪০, হাদীসটি হাসান।
[৪৪০]. জামি' আত্ তিরমিযী : ১৩২০, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

«يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ»

"ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহই মাফ করে দেয়া হবে।"[৪৪১]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ বলেন,

«الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ»

"আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ঋণ ছাড়া সকল গুনাহকে মাফ করিয়ে দেয়।"[৪৪২]

আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (একদা) তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং তাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে,

«أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَاىَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَيْفَ قُلْتَ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذٰلِكَ»

"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান হচ্ছে সর্বোত্তম 'আমল। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি কি মনে করেন যে, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তা হলে আমার পাপসমূহ মোচন হয়ে যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্য্যশীল, সাওয়াবের আশায় সম্মুখবর্তী/অগ্রবর্তী হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে (শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও)। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কী বললে! তখন সে ব্যক্তি (আবার) বললো, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই

---

[৪৪১]. সহীহ মুসলিম : ৪৯৯১।
[৪৪২]. সহীহ মুসলিম : ৪৯৯২।

www.pathagar.com

তা হলে আমার সকল গুনাহসমূহের কাফফারাহ্ হয়ে যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ তুমি যদি ধৈর্যধারণকারী, সাওয়াবের আশায় সম্মুখবর্তী/অগ্রবর্তী হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও, তাহলে সকল গুনাহ মাফ হবে। কিন্তু ঋণের কথা আলাদা। কেননা, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে একথা বলেছেন।"[৪৪৩]

আল মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব আল কিন্দী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ...»

"আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন শহীদের জন্য ছয়টি মর্যাদা রয়েছে : (তার মধ্যে প্রথমটি হলো) (শত্রুর আঘাতে) তার শরীর থেকে প্রথমবার রক্ত বের হওয়ার সাথে সাথে তাকে মাফ করে দেয়া হয়... ।"[৪৪৪]

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وانما يكفر حقوق الله تعالى"

"এই হাদীসের মধ্যে সকল মানুষের হক সমূহ ও পাওনাগুলো লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি রয়েছে। আর জিহাদ, শাহাদাত বরণ বা যে কোন সৎ 'আমলের মাধ্যমে মানুষের হক সমূহ ও পাওনাগুলো লঙ্ঘনের গুনাহ মোচন হয় না; এর মাধ্যমে শুধু আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের গুনাহ মাফ করা হয়।"[৪৪৫]

৮৭. জানাযায় একশ মুসলিমের উপস্থিতি ও মৃতের জন্য দু'আ করা :

কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার গোসল-কাফন দিয়ে দাফনের আগে জানাযা পড়তে হয়। জানাযা সলাত যারা পড়ে তাদের এক কীরাত (এক উহুদ

---

[৪৪৩]. সহীহ মুসলিম : ৪৯৮৮।

[৪৪৪]. মুসনাদ আহমাদ : ১৭১৮২, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪৪৫]. শারহু সহীহ মুসলিম, খ. ১৩, পৃ. ২৯।

www.pathagar.com

পাহাড় সমপরিমাণ) সাওয়াব হয়। কিন্তু যার জানাযাহ্ আদায় করা হচ্ছে তার লাভ কী? হ্যাঁ, কারও জানাযায় যদি একশজন মুসলিম উপস্থিত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া হয়। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ»

"একশত মুসলিম কারো জানাযার সলাত আদায় করলে তাকে ক্ষমা করা হয়।"[৪৪৬]

৮৮. নিজ বাড়ি থেকে মাসজিদে নাবাবীর উদ্দেশে হেঁটে যাওয়া :

বাড়ি থেকে সলাত আদায়ের উদ্দেশে মাসজিদে হেঁটে গেলে অনেক সাওয়াব হয় মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে মাসজিদে নবভীর ক্ষেত্রে এই সাওয়াবের বিশেষ ঘোষণা রয়েছে। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ حِيْنَ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِيْ فَرِجْلٌ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةٌ حَتَّى يَرْجِعْ»

"কেউ তার বাড়ি থেকে আমার মাসজিদে (মাসজিদে নাবাবী) আসার জন্য বের হয় তখন তার একটি কদমে একটি সাওয়াব লেখা হয় আরেকটি কদমে তার থেকে একটি গুনাহ মুছে ফেলা হয়, (এভাবে প্রতি কদমে চলতে থাকে) যতক্ষণ না সে (বাড়িতে) ফিরে আসে।"[৪৪৭]

৮৯. শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিছু দান করা :

শারীরিকভাবে আঘাত পেলে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে কিছু দান করলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার দানের সমপরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেন।

---

[৪৪৬]. সুনান ইবনু মাজাহ : ১৪৮৮, হাদীসটি সহীহ; সহীহ ইবনু মাজাহ : ১২০৯।
[৪৪৭]. সহীহ ইবনু হিব্বান : ১৬২২, হাদীসটির সনদ সহীহ।

www.pathagar.com

শা'বী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

«مَامِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ»

"কোন ব্যক্তি যখন শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং এর জন্য কিছু দান করে তাহলে তার দান পরিমাণ গুনাহ্ তার থেকে মুছে দেয়া হয়।"[৪৪৮]

৯০. চুল সাদা হওয়া :

বার্ধক্যজনিত কারণে কারও চুল বা দাড়ি যদি পেকে যায় (সাদা হয়) তাহলে প্রতিটি সাদা চুলের বিনিময়ে গুনাহ মাফ হয়। আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لَا تنتفوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ»

"তোমরা সাদা চুল উপড়ে ফেলো না কেননা সেগুলো ক্বিয়ামাতের দিন আলো হবে। আর যে মুসলিম ব্যক্তির চুল (বার্ধক্যজনিত কারণে) সাদা হয় তার প্রতিটি সাদা চুলের বিপরীতে ১টি করে সাওয়াব তার 'আমলনামায় লেখা হয় এবং ১টি করে গুনাহ মাফ করা হয় এবং ১টি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।"[৪৪৯]

উপরে বর্ণিত গুনাহ মাফের উপায়গুলো একজন গুনাহগারের গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট। তবে এর বাইরেও গুনাহ্ মাফের উপায় থাকতে পারে। রহমানুর রহীম আল্লাহ দয়া করে আমাদের গুনাহগুলো মাফ করার উপায় আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা শয়তানের কুমন্ত্রণায় কখনো গুনাহ করে ফেললেও হতাশ না হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাফ পাওয়ার আশায় আশাবাদী হতে পারছি।

---

[৪৪৮]. মুসনাদ আহমাদ : ২২৭০১, সনদ গ্রহণযোগ্য।
[৪৪৯]. সহীহ ইবনু হিব্বান : ২৯৮৫, সনদ হাসান।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

গুনাহ্ মাফের দু'আ

- কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত যেগুলো গুনাহ মাফের দু'আর সাথে সম্পৃক্ত
- হাদীসে বর্ণিত গুনাহ মাফের সাথে সম্পৃক্ত কিছু দু'আ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গুনাহ্ মাফের দু'আ

গুনাহ মাফের যতগুলো উপায় আছে সেগুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছে দু'আ। পূর্বের আলোচনায় বিভিন্ন পয়েন্টের অধীনে বেশ কিছু দু'আ ও যিক্র উল্লেখ করা হয়েছে যা হাদীসে বর্ণিত সময়ে ও সংখ্যায় পাঠ করলে গুনাহ মাফ হওয়ার কথা রয়েছে। আমরা উপরের আলোচনায় শুধু সে সকল দু'আই উল্লেখ করেছি যেগুলো সম্পর্কে হাদীসে গুনাহ মাফের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও কুরআন ও হাদীসে অনেক দু'আ আছে যেগুলোতে গুনাহ মাফের প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে অথচ সেগুলোতে কী পরিমাণ গুনাহ মাফ হবে সে কথা বর্ণিত হয়নি। তারপরও যেহেতু সেই দু'আগুলো কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেহেতু আমরা সেই দু'আগুলোসহ উপরের আলোচনায় উল্লিখিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু দু'আ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হলো, যাতে পাঠকগণ এই দু'আগুলো সহজেই খুঁজে পান এবং মুখস্থ করে দু'আগুলো করতে পারেন। এখানে কোনো দু'আর ফযীলত বর্ণনা করা হবে না। শুধু কখন কতবার পড়তে হবে সেটির বর্ণনাসহ দু'আগুলো আরবী, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ দেয়া হবে।[৪৫০]

❁ কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত যেগুলো গুনাহ্ মাফের দু'আর সাথে সম্পৃক্ত :

১. ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾

উচ্চারণ : রব্বি ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফিরলী।

অর্থ : হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফ্সের প্রতি যুল্ম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।[৪৫১]

২. ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾

---

[৪৫০]. এই অধ্যায়ে উল্লিখিত দু'আগুলোর কিছু অংশের উচ্চারণ ও অর্থ লিখতে মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত "ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ" গ্রন্থের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

[৪৫১]. সূরা আল ক্বাসাস ২৮ : ১৬।

www.pathagar.com

উচ্চারণ : আনতা ওয়ালিয়্যুনা- ফাগফিরলানা- ওয়ারহামনা- ওয়া আনতা খাইরুল গা-ফিরীন।

অর্থ : আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আপনি উত্তম ক্ষমাশীল।[৪৫২]

৩. ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

উচ্চারণ : রব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর্ র-হিমীন।

অর্থ : হে আমাদের রব! আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[৪৫৩]

৪. ﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- আতমিম লানা- নূরানা- ওয়াগফিরলানা- ইন্নাকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

অর্থ : হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।[৪৫৪]

৫. ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

উচ্চারণ : সামি'না- ওয়া আত্বা'না- গুফরা-নাকা রব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ : আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই (নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।[৪৫৫]

৬. ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ... وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

---

[৪৫২]. সূরা আল আ'রাফ ০৭ : ১৫৫।
[৪৫৩]. সূরা আল মু'মিনূন ২৩ : ১১৮।
[৪৫৪]. সূরা আত্ তাহরীম ৬৬ : ০৮।
[৪৫৫]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২৮৫।

www.pathagar.com

উচ্চারণ : রব্বানা- তাক্বব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামী'উল 'আলীম। ওয়াতুব 'আলায়না-, ইন্নাকা আনতাত্ তাওওয়া-বুর্ রহীম।

অর্থ : 'হে আমাদের রব্! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবূল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। 'আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি অধিক তওবা কবূলকারী ও দয়াময়'।[৪৫৬]

৭. ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে গেলে তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ :

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- লা- তুআ-খিয্না ইন্নাসীনা- আও আখত্বা'না-।

অর্থ : 'হে আমাদের রব্! আমাদের দায়ী করেন না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি'।[৪৫৭]

৮. কোন কাজ সহজ হওয়া ও কাজ সম্পাদনে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চাওয়া এবং বরকত চাওয়ার দু'আ :

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- ওয়ালা- তাহ্‌মিল 'আলায়না ইসরান কামা- হামালতাহূ 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বব্‌লিনা- রব্বানা- ওয়ালা- তুহাম্মিলনা- মা-লা- ত্বা-ক্বাতা লানা- বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগ্‌ফির লানা- ওয়ার্‌হামনা- আনতা মাওলা-না- ফান্‌সুরনা- 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ : 'হে আমাদের রব্! আমাদের ওপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের ওপর অর্পণ করেছিলে। হে

---

[৪৫৬]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১২৭-২৮।
[৪৫৭]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২৮৬।

www.pathagar.com

আমাদের রব্! আমাদের ওপর এমন কঠিন দায়িত্ব দিয়েন না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। তুমিই আমাদের রব্! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন'।[৪৫৮]

৯. গুনাহ্ মাফ ও জাহান্নামের 'আযাব থেকে বাঁচার দু'আ :

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- ইন্নানা- আ-মান্না- ফাগফিরলানা- যুনূবানা- ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান্‌ন-র।

অর্থ : 'হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের 'আযাব হ'তে রক্ষা করুন'।[৪৫৯]

১০. জাহান্নামের 'আযাব থেকে বাঁচার এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার জন্য দু'আ :

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- মা- খলাক্বতা হা-যা-বা-ত্বিলান, সুবহা-নাকা ফাক্বিনা- 'আযা-বান্‌ন-র। রব্বানা- ইন্নাকা মান্ তুদখিলিন্‌না-রা ফাক্বদ্ আখযাইতাহূ, ওয়া মা- লিয্‌যা-লিমীনা মিন্ আনসা-র। রব্বানা- ইন্নানা- সামি'না- মুনা-দিআয় ইউনা-দী লিল ঈমা-নি আন্ আ-মিনূ বিরব্বিকুম ফা- আ-মান্না-, রব্বানা-

---

[৪৫৮]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২৮৬।
[৪৫৯]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৬।

www.pathagar.com

ফাগ্ফিরলানা- যুনূবানা- ওয়া কাফ্ফির 'আন্না- সাইয়িআ-তিনা- ওয়া তুওয়াফ্ফানা- মা'আল আব্রা-র।

অর্থ : 'হে আমাদের রব্! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। মহা পবিত্র আপনি। অতএব আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের 'আযাব থেকে বাঁচান'! 'হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আপনি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন, তাকে আপনি লাঞ্ছিত করব। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে তো কোন সাহায্যকারী নেই'। 'হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আমরা একজন আহ্বানকারীকে (মুহাম্মাদ) শুনেছি যিনি ঈমানের প্রতি আহ্বান করছেন এই বলে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। অতঃপর সে মতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব হে আমাদের রব্! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যুদান করুন (অর্থাৎ তাদের মধ্যে শামিল কর)'।[৪৬০]

১১. আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দু'আ :

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

উচ্চারণ : রব্বানা যলামনা- আন্ফুসানা- ওয়া ইল্লাম তাগ্ফিরলানা- ওয়া তার্হামনা- লানাকূনান্না মিনাল খা-সিরীন।

অর্থ : 'হে আমাদের রব্! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুল্ম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ'লে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব'।[৪৬১]

১২. নিজের ও ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে দু'আ :

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

---

[৪৬০]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৯১-১৯৩।
[৪৬১]. সূরা আল আ'রাফ ০৭ : ২৩।

www.pathagar.com

উচ্চারণ : রব্বিগ্ ফিরলী ওয়ালি আখী ওয়া আদখিলনা- ফী রহমাতিকা ওয়া আনতা আর্‌হামুর্ র-হিমীন।

অর্থ : 'হে আমার রব! আমাকে মাফ করো এবং আমার ভাইকে মাফ করো। এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাও। বস্তুত তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু'।[৪৬২]

১৩. অবৈধ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের কামনা করলে যে পাপ হয়, তা ক্ষমার জন্য দু'আ :

﴿رَبِّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

উচ্চারণ : রব্বি ইন্নী আ'উযুবিকা আন্ আস্‌আলাকা মা- লায়সা লী বিহী 'ইল্‌মুন্, ওয়া ইল্লা- তাগ্‌ফিরলী ওয়া তার্‌হাম্‌নী আকুম্ মিনাল খা-সিরীন।

অর্থ : 'হে আমার রব! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ে আবেদন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। এক্ষণে যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'।[৪৬৩]

১৪. সন্তানাদিসহ নিজে মুসল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতা সহ সমস্ত মুসলিম ব্যক্তির জন্য দু'আ (ইবরাহীম আলায়হিস-সালাম-এর দু'আ) :

﴿رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾﴾

উচ্চারণ : রব্বিজ্'আলনী মুক্বীমাস্ সলা-তি ওয়া মিন্ যুর্‌রিইয়্যাতী, রব্বানা- ওয়া তাক্বব্বাল্ দু'আ-। রব্বানাগ্‌ফিরলী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়্যা ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল্ হিসা-ব।

---

[৪৬২]. সূরা আল আ'রাফ ০৭ : ১৫১।
[৪৬৩]. সূরা হূদ ১১ : ৪৭।

www.pathagar.com

অর্থ : 'হে আমার রব! আমাকে ছালাত ক্বায়িমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব্! আমার দু'আ কবূল করুন'! 'হে আমাদের রব্! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে'।[৪৬৪]

১৫. আল্লাহ্র রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দু'আ :

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- আ-মান্না- ফাগ্ফির্ লানা- ওয়ার্হামনা- ওয়া আন্তা খাইরুর্ রা-হিমীন।

অর্থ : 'হে আমাদের রব্! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'।[৪৬৫]

১৬. হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার দু'আ :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

উচ্চারণ : রব্বানাগ্ফির লানা- ওয়া লিইখ্ওয়া-নিনাল্লাযীনা সাবাকূনা- বিল ঈমা্-নি ওয়ালা- তাজ্'আল ফী কুলূবিনা- গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা- ইন্নাকা রাউফুর্ রহীম্।

অর্থ : 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইয়েরা যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা কর, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আপনি দয়ালু পরম করুণাময়'।[৪৬৬]

---

[৪৬৪]. সূরা ইব্রা-হীম ১৪ : ৪০-৪১।
[৪৬৫]. সূরা আল মু'মিনূন ২৩ : ১০৯।
[৪৬৬]. সূরা আল হাশ্র ৫৯ : ১০।

www.pathagar.com

১৭. কাফেরদের ওপর বিজয়ের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

উচ্চারণ : রব্বানাগ্‌ফির লানা- যুনূবানা- ওয়াইস্‌রা-ফানা- ফী আম্‌রিনা- ওয়া সাব্বিত আক্বদা-মানা- ওয়ান্‌সুরনা- 'আলাল্ ক্বওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ : 'হে আমাদের রব! আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিন, আর আমাদের কাজে যতটুকু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মাফ করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং কাফেরদের ওপর আমাদেরকে সাহার্য করুন'।[৪৬৭]

১৮. ফিতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা :

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- 'আলায়কা তাওয়াক্‌কালনা- ওয়া ইলায়কা আনাব্‌না- ওয়া ইলায়কাল মাসীর। রব্বানা- লা- তাজ্'আলনা- ফিত্‌নাতাল লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগফির্‌লানা- রব্বানা- ইন্নাকা আন্‌তাল্ 'আযীযুল হাকীম।

অর্থ : 'হে আমাদের রব! আমরা আপনার ওপরই ভরসা করেছি, আপনার দিকেই মুখ করেছি এবং আপনার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের রব্! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করবেন না। হে আমাদের, রব্! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি মহা শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়'।[৪৬৮]

---

[৪৬৭]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৪৭।
[৪৬৮]. সূরা আল মুমতাহিনাহ্ ৬০ : ৪-৫।

www.pathagar.com

১৯. বালা-মুসীবাত ও মহামারির সময় পিতা-মাতা ও মু'মিনদের রক্ষার জন্য ও যালিমদের ধ্বংসের জন্য নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর দু'আ :

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا﴾

উচ্চারণ : রব্বিগফিরলী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়্যা ওয়ালিমান দাখালা বায়তিয়া মু'মিনাও ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়ালা- তাযিদিয্য-লিমীনা ইল্লা- তাবা-রা- ।

অর্থ : 'হে আমার রব্! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন, আর যে ব্যক্তি আমার বাড়ীতে মু'মিন অবস্থায় প্রবেশ করবে তাকে ক্ষমা করুন এবং সকল মু'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আর যালিমদের ধ্বংস বৃদ্ধি করুন'।[৪৬৯]

২০. পাপ ক্ষমা চেয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দু'আ :

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- ইন্নানা আ-মান্না- ফাগফিরলানা- যুনূবানা-, ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্না-র।

অর্থ : 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আপনি আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা করুন'।[৪৭০]

---

[৪৬৯]. সূরা নূহ ৭১ : ২৮।
[৪৭০] সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৬।

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত গুনাহ্ মাফের সাথে সম্পৃক্ত কিছু দু'আ

১. সকল সলাতে তাকবীরে তাহ্রীমার পর ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ (সানা) :

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَایَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَایَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা-বা'আদ্তা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি, আল্লা-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া- কামা- ইউনাক্বক্বাস্ সাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ্ দানাস, আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল্মা-য়ি ওয়াস্সাল্জি ওয়াল বারাদি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পূর্ব ও পশ্চিম গগণের মধ্যে যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার ও আমার পাপরাশির মধ্যে তদ্রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ! শুভ্র বস্ত্রকে যেরূপ নির্মল করা হয় আমাকেও গুনাহ থেকে সেরূপ পাক সাফ করুন। হে আল্লাহ! আমার অপরাধ সমূহ পানি, বরফ ও হিমশীলা দ্বারা বিধৌত করে দিন।[৪৭১]

২. রাতের সলাত বা তাহাজ্জুদের সলাতে তাকবীরে তাহ্রীমার পরে পঠনীয় দু'আ :

وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

---

[৪৭১]. সহীহুল বুখারী : ৭৪৪; সহীহ মুসলিম : ১৩৮২।

www.pathagar.com

وَاهْدِنِىْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা হানীফাওঁ ওয়ামা- আনা- মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সলা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়া-ইয়া ওয়ামামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন। লা- শারীকা লাহূ ওয়া বিযা-লিকা উমির্তু ওয়াআনা- মিনাল মুসলিমীন। আল্লা-হুম্মা আনতাল মালিকু লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আনতা রব্বী ওয়াআনা- 'আবদুকা যলামতু নাফসী ওয়া'তারাফতু বিযাম্বী ফাগ্ফিরলী যুনূবী জামী'আন ইন্নাহূ লা- ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আনতা। ওয়াহ্দিনী লিআহ্সানিল আখলা-ক্বি লা- ইয়াহদী লি আহ্সানিহা- ইল্লা- আনতা, ওয়াস্রিফ 'আন্নী সাইয়্যিআহা- লা- ইয়াস্রিফু 'আন্নী সাইয়্যিআহা- ইল্লা- আনতা লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহূ ফী ইয়াদাইকা ওয়াশ্ শার্রু লাইসা ইলাইকা আনা- বিকা ওয়া ইলাইকা তাবা-রাকতা ওয়া তা'আ-লাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

অর্থ : আমি সেই মহান সত্তার দিকে আমার মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান সমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সলাত, আমার কুরবানী আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আর এজন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্গত। আল্লাহ্ আপনিই বাদশাহ্, আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আপনি আমার রব্ আর আমি আপনার দাস। আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ব্যতীত অন্য কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। আপনি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে চালিত করুন, আপনি ব্যতীত আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে চালিত করতে পারে না। আমার হ'তে মন্দ আচরণকে আপনি দূরে রাখুন, আপনি ব্যতীত অন্য কেউ তা দূরে রাখাতে পাওে না। হে আল্লাহ! উপস্থিত আছি আপনার নিকটে এবং প্রস্তুত আছি আপনার আদেশ পালনে। কল্যাণ সমস্ত আপনার হাতে এবং কোন অকল্যাণ আপনার প্রতি বর্তায় না। আমি আপনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

আছি এবং আপনারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করব। আপনি কল্যাণময়, আপনি সুউচ্চ। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে ফিরছি।[৪৭২]

৩.

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা ক্বাইয়িমুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়া লাকাল হাম্‌দু লাকাল মুসকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়ামান ফী হিন্না, ওয়া লাকাল হাম্‌দু নূরুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়ালাকাল হামদু আনতাল হাক্ক ওয়া'দুকাল হাক্কু, ওয়ালিক্বা-উকা হাক্কুন, ওয়া ক্বাওলুকা হাক্কুন ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন ওয়ান্না-রু হাক্কুন ওয়ান নাবিইয়ূনা হাক্কুন ওয়া মুহাম্মাদুন সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাক্কুন ওয়াস্ সা-'আতু হাক্কুন। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া 'আলায়কা তাওয়াক্‌কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়াবিকা খা-সামতু ওয়া ইলায়কা হা-কামতু, ফাগফিরলী মা- ক্বদ্দামতু ওয়ামা- আখ্‌খারতু ওয়ামা- আস্‌রার্‌তু ওয়ামা- আ'লানতু আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু লা- ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়ালা- ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে তার রক্ষাকারী। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে

---

[৪৭২]. সহীহ মুসলিম : ১৮৪৮।

www.pathagar.com

তাদের জ্যোতি। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং এদের মাঝে যা আছে তাদের বাদশাহ। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনিই সত্য, আপনার ওয়া'দা সত্য, আপনার সাক্ষাৎ সত্য, আপনার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নাবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ ﷺ সত্য এবং ক্বিয়ামাত সত্য। 'হে আল্লাহ! আমি আপনারই নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, আপনারই ওপর ভরসা করলাম, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম, আপনার সন্তুষ্টির জন্যই শত্রুতায় লিপ্ত হ'লাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য-গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র-পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।[৪৭৩]

৪. সলাতে রুকূর ও সলাতে সাজদার দু'আ :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা- ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

অর্থ : হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

৫. 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, নাবী ﷺ এ দু'আটি বেশী বেশী পড়তেন।[৪৭৪]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহূ ওয়া দিকক্বাহূ ওয়া জুল্লাহূ ওয়া আও্ওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ ওয়া 'আলা-নিইয়্যাতাহূ ওয়া সির্‌রাহূ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার সকল সূক্ষ্ম, বড়, প্রথম, শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ্ মাফ কর।[৪৭৫]

---

[৪৭৩]. সহীহুল বুখারী : ১১২০; সহীহ মুসলিম : ১৭৪৪।
[৪৭৪]. সহীহুল বুখারী : ৮১৭; সহীহ মুসলিম : ১১১৩।
[৪৭৫]. সহীহ মুসলিম : ১১১২।

www.pathagar.com

৬. দুই সাজদার মধ্যে পঠিত দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার্‌হামনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া'আ-ফিনী ওয়ার্ যুক্বনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার ওপর রহম কর, আমাকে হিদায়াত দান কর, আমাকে রোগ মুক্ত কর এবং আমাকে রিয্‌ক্ব দান কর।[৪৭৬]

৭. সলাতের সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিত দু'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফ্‌সী যুল্‌মান কাসীরাওঁ ওয়ালা-ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আন্‌তা, ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ার্‌হাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর্ রহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার ওপর অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৪৭৭]

৮.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা- ক্বদ্দামতু ওয়ামা- আখখারতু, ওয়ামা- আস্‌রার্‌তু ওয়ামা- আ'লানতু, ওয়ামা- আস্‌রাফতু, ওয়ামা- আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী; আনতাল মুক্বদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা।

---

[৪৭৬]. সুনান আবূ দাউদ : ৮৫০, হাদীসটি হাসান।
[৪৭৭]. সহীহুল বুখারী : ৮৩৪; সহীহ মুসলিম : ৭০৪৪।

www.pathagar.com

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্বাপর গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করুন (এবং মাফ করুন ঐসব গুনাহ্) যাতে আমি বাড়াবাড়ি করেছি এবং ঐসব গুনাহ যে বিষয়ে আপনি আমার চাইতে বেশী জানেন। আপনি অগ্র-পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।[৪৭৮]

৯. সলাতের সালাম ফিরানোর পর পঠিত দু'আ :

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তাওবাহ্ করছি।[৪৭৯]

১০. বিত্‌র-এর কুনূত :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিক্‌লী ফীমা-আ'ত্বায়তা, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা- ক্বাযায়তা; ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা- ইয়ুক্বয়া 'আলায়কা, ইন্নাহূ লা- ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়ালা- ইয়া'ইয্‌যু মান্ 'আ-দায়তা, তাবা-রক্‌তা রব্বানা- ওয়া তা'আ-লায়তা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছেন, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখান। যাদেরকে আপনি মাফ করেছেন, আমাকে তাদের

---

[৪৭৮]. সহীহুল বুখারী : ৬৩৯৮; সহীহ মুসলিম : ১৮৪৮।
[৪৭৯]. সুনান আবূ দাউদ : ১৫১৯; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৭।

www.pathagar.com

মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দিন। আপনি যাদের অভিভাবক হয়েছেন, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যান। আপনি আমাকে যা দান করেছেন, তাতে বরকত দিন। আপনি যে ফায়সালা করে রেখেছেন, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচান। কেননা আপনি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন, আপনার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। আপনি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখেন, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর আপনি যার সাথে দুশমনী করেন, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের রব্! আপনি বরকতময় ও সর্বোচ্চ।[৪৮০]

১১. জানাযার সলাতের মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا
اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ.
اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَتُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ফির লিহাইয়িনা- ওয়া মাইয়িতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গা-য়িবিনা- ওয়া সগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উন্সা-না-। আল্লা-হুম্মা মান আহ্য়াইতাহূ মিন্না- ফাআহ্য়িহী 'আলাল ইসলা-ম, ওয়া মান তুওয়াফ্ফায়তাহূ মিন্না- ফাতাওফ্ফাহূ 'আলাল ঈমা-ন। আল্লা-হুম্মা লা তাহ্রিমনা- আজরাহূ ওয়াতু যিল্লিনা- বা'দাহূ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালাতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দু'আ করার) উত্তম প্রতিদান হ'তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না।[৪৮১]

---

[৪৮০]. সুনান আবূ দাঊদ : ১৪২৭, হাদীসটি সহীহ।

[৪৮১]. সুনান আবূ দাঊদ : ৩২০৩; সুনান ইবনু মাজাহ : ১৪৯৮; মুসনাদ আহমাদ : ৮৮০৯, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

১২.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ ওয়ার্‌হাম্‌হু ওয়া 'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্‌সি' মুদ্‌খালাহূ; ওয়াগ্‌সিলহু বিলমা-য়ি ওয়াস্‌সালজি ওয়াল বারাদ; ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাত্বা-ইয়া- কামা-ইউনাক্কাস্‌ সাওবুল আব্‌ইয়াযু মিনাদ্‌ দানাস; ওয়া আবদিলহু দা-রান খায়রাম মিন্‌ দা-রিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খায়রাম মিন যাওজিহী; ওয়া আদখিল্‌হুল জান্নাতা ওয়া আ'ইয্‌হু মিন 'আযা-বিল ক্বরি ওয়া মিন 'আযা-বিন্‌ না-র।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়িতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গুনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হ'তে এভাবে মুক্ত করুন, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হ'তে সাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের 'আযাব হ'তে ও জাহান্নামের 'আযাব হ'তে রক্ষা করুন।[৪৮২]

১৩. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَثَبِّتْهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়া সাব্বিত্‌হু।

---

[৪৮২]. সহীহ মুসলিম : ২২৭৬।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর। আর এ সময় তাকে (ঈমানের উপর) দৃঢ় রাখ।[৪৮৩]

১৪. মেযবানের জন্য মেহমানের দু'আ :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক্‌লাহুম ফীমা- রাযাক্বতাহুম ওয়ার্ হাম্‌হুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিয্‌ক্ব দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দান কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের ওপর রহমত বর্ষণ কর।[৪৮৪]

১৫. ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দু'আ বা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْـدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِـذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাক্‌তানী ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা- 'আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত'তু আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি মা সনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফিরলী, ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার রব্, আপনি ছাড়া কোন রব্ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি সাধ্যমত আপনার কাছে দেয়া ওয়া'দা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমাকে যে নি'আমত দান করেছেন তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপসমূহ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই।[৪৮৫]

---

[৪৮৩]. সুনান আবূ দাউদ : ৩২২৩, হাদীসটি সহীহ।
[৪৮৪]. সুনান আবূ দাউদ : ৩৭৩১
[৪৮৫]. সহীহুল বুখারী : ৬৩০৬

www.pathagar.com

১৬. মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার হাম্‌নী ওয়া আল হিক্বনী বির্‌রাফীক্বিল আ'লা-।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিন।[৪৮৬]

১৭. কেউ প্রশংসা করলে বলতে হয় :

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লা- তুআ-খিয্‌নী বিমা- ইয়াকূলূনা, ওয়াগ্‌ফিরলী মা-লা- ইয়া'লামূনা ওয়াজ্‌'আলনী খাইরাম মিম্মা- ইয়াযুন্‌নূন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন, যা তারা জানে না। আর আমাকে তাদের ধারণার চেয়েও ভালো করে দিন।[৪৮৭]

১৮. শির্‌ক থেকে বাঁচার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন্‌ উশরিকা বিকা ওয়া আনা-আ'লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা- লা- আ'লাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্‌ক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শির্‌ক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৪৮৮]

---

[৪৮৬]. সহীহুল বুখারী : ৫৬৭৪; সহীহ মুসলিম : ৬৪৪৬; মুসনাদ আহমাদ : ২৫৯৮৯।
[৪৮৭]. আল আদাব আল মুফরাদ : ৭৬১; শু'আবুল ঈমান : ৪৮৭৬।
[৪৮৮]. আল আদাব আল মুফরাদ : ৭১৬।

www.pathagar.com

১৯. লায়লাতুল ক্বদরের দু'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তুহিব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালোবাসেন, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।[৪৮৯]

২০. পশুর পিঠে আরোহণের দু'আ :

سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থ : আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার ওপর অত্যাচার করেছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।[৪৯০]

২১. বৈঠক বসে যে দু'আ পড়তে হয় :

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ : রব্বিগ ফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত্ তাও্ওয়া-বুর্ রহীম ।

অর্থ : হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবাহ্ কবূল করুন। কেননা আপনি তাওবাহ্ কবূলকারী ক্ষমাশীল।[৪৯১]

---

[৪৮৯]. সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৮৫০; মুসনাদ আহমাদ : ২৫৩৮৪, হাদীসটি সহীহ।
[৪৯০]. সুনান আবূ দাউদ : ২৬০৪; মুসনাদ আহমাদ : ১০৫৬, হাদীসটি সহীহ।
[৪৯১]. সুনান আবূ দাউদ : ১৫১৮; সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৮১৪, হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

২২. বৈঠক শেষের দু'আ :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুব্হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র এবং আপনার প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবাহ্ করছি।[৪৯২]

২৩.

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হ, ওয়ালহামদুলিল্লা-হ, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনও ইলাহ নেই। আল্লাহ সবার চেয়ে মহান, আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনও উপায় ও সামর্থ নেই।[৪৯৩]

২৪. আহারের পর নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণ : আল্হাম্দুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যাত্ব ত্ব'আ-মা ওয়া রযাক্বানীহি মিন গইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্।

অর্থ : সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এই খাদ্য খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন উপায় ও সামর্থ ছাড়াই।[৪৯৪]

---

[৪৯২]. সুনান আবূ দাউদ : ৪৮৬১; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৪৩৩, হাদীসটি সহীহ।
[৪৯৩]. মুসনাদ আহমাদ : ৬৪৭৯; হাদীসটি হাসান। দিনের যে কোন সময় এই দু'আটি যে ব্যক্তি পড়বে সে ব্যক্তির পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান (বা তার থেকে বেশি) হয়।"

www.pathagar.com

২৫. কাপড় পরার সময় নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী কাসানী হা-যাস্ সাওবা ওয়া রযাক্বানীহি মিন গইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ্।

অর্থ : সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এই কাপড় পরালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন উপায় ও সামর্থ্য ছাড়াই।[৪৯৫]

২৬. ঘুমাবার সময় বিছানায় শুয়ে দু'আ পাঠ করা :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ। সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

অর্থ : আল্লাহু ছাড়া সত্যিকারের কোনও ইলাহ নেই, তাঁর কোনও অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনও উপায় ও সামর্থ্য নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোনও সত্যিকারের ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সবার চেয়ে মহান বা বড়।[৪৯৬]

২৭. ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ সম্বলিত নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

---

[৪৯৪]. সুনান আবূ দাউদ : ৪০২৫, শু'আবুল ঈমান : ৬২৮৫; গুনাহ মাফের কথা পূর্বে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

[৪৯৫]. সুনান আবূ দাউদ : ৪০২৫; শু'আবুল ঈমান : ৬২৮৫; গুনাহ মাফের কথা পূর্বে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

[৪৯৬]. সহীহ ইবনু হিব্বান : ৫৫২৮; ইবনু আবী শায়বাহ্ : ২৬৫২৭; আস্ সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ : ৩৪১৪; গুনাহ মাফের কথা পূর্বে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ ('ইবাদাতের যোগ্য) নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর এবং আমি তাঁর কাছে তাওবাহ্ করছি।[৪৯৭]

২৮. আযান শুনে নির্দিষ্ট দু'আ পড়া :

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا.

উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু, রযীতু বিল্লা-হি রব্বাও ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়াবিল ইসলা-মী দীনা-।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। আল্লাহকে রব্ বলে মেনে নিতে, নাবী ﷺ-কে নাবীরূপে স্বীকার করতে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি।[৪৯৮]

২৯. নির্দিষ্ট যিক্র ও তাসবীহ্ পাঠ করা :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহাম্দু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

অর্থ : নিশ্চয় সুবহা-নাল্লা-হ, আলহামদুলিল্লা-হ, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ওয়াল্লা-হু আকবার।[৪৯৯]

---

[৪৯৭]. সুনান আবূ দাউদ : ১৫১৯; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৭, হাদীসটি সহীহ।
[৪৯৮]. সহীহ মুসলিম : ৮৭৭; গুনাহ মাফের কথা পূর্বে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।
[৪৯৯]. মুসনাদ আহমাদ : ১২৫৩৪, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ : ৩১৬৮।

www.pathagar.com

৩০. মজলিস শেষে নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুব্হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

তাহলে উক্ত মজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৫০০]

৩১. তাশাহ্হুদ পড়ে সলাত শেষ করার সময় নির্দিষ্ট দু'আ পড়া :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইয়া- আল্লা-হু বিআন্নাকাল ওয়া-হিদুল আহাদুস্ সমাদ, আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ, আন তাগফিরা লী যুনূবী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর্ রহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই, হে আল্লাহ! আপনি তো সেই সত্ত্বা যিনি এক ও একক এবং অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি, আর তার সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ নেই। আপনি আমার গুনাহ্গুলোকে মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৫০১]

---

[৫০০]. জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৪৩৩, হাদীসটি হাসান সহীহ।

[৫০১]. সুনান আন্ নাসায়ী : ১৩০০, হাদীসটির সনদ সহীহ।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপসংহার

গুনাহে নিমজ্জিত মুসলিম উম্মাহকে গুনাহের মহাসমুদ্র থেকে উদ্ধারের জন্য মহান আল্লাহ যেমন নিজের নাম রেখেছেন গাফুর, গাফ্ফার, রহমান, রহীম, তাওয়াব তেমনি তিনি এমন কিছু পদ্ধতি ও 'আমল তাঁর রাসূল ﷺ-এর মাধ্যেমে শিক্ষা দিয়েছেন যা করলে কোন গুনাহগার বান্দা আর গুনাহে নিমজ্জিত বা গুনাহযুক্ত থাকবে না। আমরা কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে বেশ কিছু 'আমল বর্ণনা করেছি যেগুলো কোন পাপী বান্দা যদি তার জীবনে বাস্তবায়ন করে তাহলে তার 'আমলনামায় আর কোন গুনাহ থাকতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা স্বল্প সংখ্যক দু'চারটি গুনাহ মাফের উপায় না রেখে পরম দয়া করে অনেকগুলো উপায় রেখেছেন যেন তার কোন বান্দা গুনাহ করে হতাশ না হয় এবং না বলতে পারে যে, শয়তান আমাদের বিভ্রান্ত করে গুনাহ করাচ্ছে কিন্তু গুনাহ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে গুনাহমুক্ত করার জন্য এতগুলো গুনাহ মাফের উপায়ের ব্যবস্থা করেছেন।

আমি আমার নিজেকে সহ সকল মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য নসীহত করছি যে, আসুন কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণিত গুনাহ মাফের উপায়গুলো অবলম্বন করে নিজেকে গুনাহমুক্ত করি এবং গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য অনুসৃত শির্কী ও বিদ্'আতী পদ্ধতি ও 'আমল বর্জন করি। আল্লাহর সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখি যে, তিনি আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে জান্নাত দান করবেন।

গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলে আর কিছু করার থাকবে না। তাই মৃত্যুর পূর্বেই ইস্তিগফার, তাওবাহ্ ও বিশুদ্ধ 'আমলগুলো করার মাধ্যমে গুনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও আল্লাহ চাইলে কোনো কারণ ছাড়াই যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দিতে পারেন এবং দিবেনও। কিন্তু কেউ তো জানে না যে, সে আল্লাহর দয়া পাবে কি পাবে না। তাই গুনাহ মাফের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আল্লাহর দয়ার অপেক্ষায় থাকা উচিত।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে তার সাথে নিষ্পাপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরকে সহজে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করুন। *আ-মীন*।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على

سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআনুল কারীম।

২. কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ যাকারিয়া, বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১৪৩৬ হি.

৩. আদ্‌ দুর্‌ আল মানসুর, জালালুদ্দীন সুয়ূতী।

৪. আল জামি আস্‌ সহীহ (সহীহ আল বুখারী), মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী, দারু তূকিন্‌ নাজাত, ১৪২২ হি., প্রথম প্রকাশ।

৫. আল সহীহ (সহীহ মুসলিম), মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, দারুল জাইল ও দারুল আফাক আল জাদীদাহ, বৈরূত, তা.বি.।

৬. আস্‌ সুনান আস্‌ সুগরা, আহমাদ বিন শু'আয়ব আন্‌ নাসায়ী, তাহকীক : আবুল ফাতাহ আবূ গুদ্দাহ, মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ, হালব, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি. দ্বিতীয় প্রকাশ।

৭. আস্‌ সুনান আল কুবরা, আহমাদ বিন শু'আইব আন্‌ নাসায়ী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.।

৮. সুনান আন্‌ নাসায়ী, আহমাদ বিন শু'আইব আন্‌ নাসায়ী, দারুল মা'রিফাহ, বৈরূত, ১৪২০ হি., পঞ্চম সংস্করণ।

৯. আল জামি' (জামি' আত-তিরমিযী),মুহাম্মাদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা.বি.।

১০. আস্‌ সুনান (সুনান আবূ দাউদ), সুলাইমান বিন আল আস্‌'আস আস্‌ সিজিস্তানী, দারুল কিতাব আল 'আরাবী, বৈরূত, তা.বি.।

১১. আস্‌ সুনান (সুনান ইবনু মাজাহ), মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ আল কাযভীনী, দারুল ফিকর, বৈরূত, তা.বি.।

১২. আল মুসনাদ (মুসনাদ আহমাদ), আহমাদ ইবনু হাম্বাল, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪২২ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১৩. শু'আবুল ঈমান, আবূ বাক্‌র আল বাইহাকী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, ১৪১০ হি.।

১৪. আল মু'জামুল কাবীর, আবুল ক্বাসিম আত্‌ তাবারানী, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, আল মাওসিল, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি., দ্বিতীয় প্রকাশ।

১৫. আল মু'জামুল আওসাত, আবুল কাসিম আত্‌ তাবারানী, দারুল হারামাইন, কায়রো, ১৪১৫ হি.।

১৬. আল মুসনাদ, আবূ ইয়া'লা আল মূসিলী, তাহকীক : হুসাইন সালীম আসাদ, দারুল মামূন লিত্‌ তুরাস, দামেশক, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি., প্রথম প্রকাশ।

www.pathagar.com

১৭. সহীহ ইবনু হিব্বান বি তারতীবি ইবন বুলবান, আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান আত-তামীমী, তাহকীক : শু'আয়ব আল আরনাউত, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

১৮. সিলসিলাতুল আহাদীস আস্ সহীহাহ, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী, মাকতাবুল মা'আরিফ, রিয়াদ, তা.বি.।

১৯. আল মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন, আবূ 'আবদুল্লাহ আল হাকিম আন্ নাইসাবূরী, তাহকীক : মুস্তফা 'আবদুল কাদির আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.।

২০. আস্ সুনান (সুনান আদ্ দারিমী), আবূ মুহাম্মাদ আদ্ দারিমী, তাহ্কীক : ফাওয়ায আহমাদ যামরালী ও খালিদ আস্ সাবউল ইলমী, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরূত, ১৪০৭ হি.।

২১. আল আদাবুল মুফরাদ, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী, দারুল বাশায়ির আল ইসলামিয়্যাহ, বৈরূত, ১৯৮৯খ্রি./১৪০৯হি.।

২২. আল মুসান্নাফ, ইবনু আবী শাইবা।

২৩. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ইবনু রাজাব আল হাম্বালী।

২৪. মিশকাতুল মাসাবীহ, ওয়ালিউদ্দিন খাতীব আত্ তাবরিযী।

২৫. আস্ সিলসিলাহ আস্ সাহীহাহ, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, তা.বি.।

২৬. সহীহুল জামি' আস্ সাগীর, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৮ হি.।

২৭. সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, পঞ্চম প্রকাশ, তা.বি.।

২৮. ইরওয়াউল গালীল, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী।

২৯. সহীহ ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী।

৩০. ফাতহুল বারী, ইবনু হাজার আল আসকলানী।

৩১. শারহু সহীহ মুসলিম, (আল মিনহাজ শারহি সহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ)আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শার্ফ নাবাবী, দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৯২ হি.।

৩২. মিরকাতুল মাফাতীহ শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ, মুল্লা আলী কারী, দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা.বি.।

৩৩. আল মাজমূ', ইমাম নাবাবী, দারুল ফিকর, বৈরূত, তা. বি.।

৩৪. ফায়যুল কাদীর, 'আবদুর রাউফ আল মুনাভী।

৩৫. শারহু বুলুগিল মারাম, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন।

www.pathagar.com

৩৬. শারহু রিয়াদিস সালিহীন, মুহাম্মাদ বিন সালিহ্ আল উসাইমীন।
৩৭. তাতরীয রিয়াদুস সালিহীন, ফয়সাল বিন 'আবদুল আযীয আলে মুবারক, তাহকীক : ড. 'আবদুল 'আযীয বিন 'আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম আলে হামদ, রিয়াদ : দারুল আসিমাহ্, ১৪২৩ হি.।
৩৮. ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন, ইমাম আল গাযালী, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.।
৩৯. আখবারে মাক্কাহ, আল আযরাকী।
৪০. আল কাফ্ফারাত : আসবাব ওয়া সিফাত, ড. সা'ঈদ 'আবদুল আযীম, দারুল ঈমান, ইসকান্দারিয়া, ২০০৭ খ্রি.।
৪১. মিন মুকাফ্ফিরাতিয যুনূব, মুহাম্মাদ সা'দ খালফুল্লাহ আশ-শুহাইমী, দায়িরাতুশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল 'আমাল আল খাইরী, দুবাই, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি./২০১২খ্রি.।
৪২. মুকাফফিরাতুয যুনূব ফী যাওয়িল কুরআনিল কারীম ওয়াস সুন্নাতিস সহীহাহ্ আল মুতাহ্হারাহ্, সালিম আল হিলালী, দারু ইবনিল ক্বায়্যিম লিন্ নাশরি ওয়াত তাওযী', দাম্মাম, সাউদী আরব, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.।
৪৩. মুকাফফিরাতুয যুনূব ওয়াল খাতায়া ওয়া আসবাবুল মাগফিরাতি মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, ড. সাঈদ বিন আলী আল কাহতানী, আল উকাহ ডট নেট।
৪৪. আল হামাসাহ আল মাগরিবিয়্যাহ্, আল জাররাভী, (আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ)।
৪৫. ই'য়ানাতুত তালিবীন 'আলা হাল্লি আলফাযি ফাতহিল মু'ঈন,আবূ বাক্র আল দুমইয়াতী, দারু ইহ্ইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা.বি.।
৪৬. পাপ, তার শাস্তি ও মুক্তির উপায়, 'আবদুল হামীদ ফাইযী মাদানী।
৪৭. ছহীহ কিতাবুদ দু'আ, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রাজশাহী, ৩য় সংস্করণ, ২০১৬।
৪৮. বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন ২০১১।
৪৯. গুনাহ তাওবা ক্ষমা, আবদুস শহীদ নাসিম, বর্ণালী বুক সেন্টার-বিবিসি, ২০০৫।
৫০. https ://islamqa.info/ar/

www.pathagar.com

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান

পরিবেশক :

১. বাংলা হাদিস

বাড়ী নং ৯ (তৃতীয় তলা), রোড- ১৫, সেক্টর- ১৪, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০।
মোবাইল : ০১৭১৪১১০৬৩০, ইমেইল : info@hadithbd.com
ফেসবুক : facebook.com/hadithbd, ওয়েব : www. hadithbd.com

২. অ্যারাবিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : S12633/2017
রেজিস্টার্ড কার্যালয় : ৩৫৭-এ/৯/২ মদীনা মঞ্জিল
মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১৫৪৩২০২১, ০১৭১২১৪৯৯০৩, ০১৯৩১২১০৩০৪
ফেসবুক : https://www.facebook.com/arabicfoundationbd/
ইমেইল : chairmanafb8@gmail.com, hislam366@gmail.com
ওয়েব : www.arabicfoundationbd.org

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান :

০১. ঢাকা, বংশাল : সুনান প্রকাশনী – ০১৭৪৫০৫৮৬৮৬, ০১৭৭৭৭৫৬৩৬৫
(বংশাল বড় মাসজিদের দক্ষিণ পাশে)

০২. ঢাকা, পল্টন : আহ্‌মাদ প্রকাশনী – ০১৭১১১৬৭৩৩৭, ০১৯৪০৪৫৮৯৭১
(বাইতুল মুকাররম মাসজিদ বই মার্কেট)

০৩. ঢাকা, উত্তরা : তাকওয়া বুক্‌স – ০১৭৬১৪২৯০৭৭, ০১৭৮৯৪৪৭৭৮৮
(১৪ নং সেক্টর মাসজিদ মার্কেট, রোড # ১৯)

০৪. ঢাকা, নীলক্ষেত : আল বারাকা লাইব্রেরী – ০১৭৯৫০৯৩৭৭৪
(ইসলামিয়া মার্কেট, অফিস গলি)

০৫. ঢাকা, কাঁটাবন : আহসান পাবলিকেশন্স – ৯৬৭০৬৮৬, ০১৮৬৮৬১৪৮৮৩
(কাঁটাবন মাসজিদ ক্যাম্পাস, নীচতলা)

০৬. ঢাকা, বাংলাবাজার : আতিফা পাবলিকেশন্স – ০১৭৪৫-৬৩৯৫৮৮
(৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড; জুবিলী স্কুল এন্ড কলেজের বিপরীত পাশে)

০৭. ঢাকা, মোহাম্মদপুর : মিজান শেখ – ০১৭৩৬৭০০২০২
(ইকবাল রোডে আল আ-মীন মাসজিদের সামনে বাদ জুমু'আহ্)

০৮. ঢাকা, খিলগাঁও : ইসলামকে জানুন লাইব্রেরী – ০১৮১৮৫১৯৬০০, ০১৮১১৯০৯১১১
(১১৪১/এ, খিলগাঁও, তিলপাপাড়া, গোড়ান বাজার রোড, রাণী বিল্ডিং)

০৯. সিলেট, বন্দর বাজার : ০১৯২০৭৩৭৭৩০
(ই সি এস লাইব্রেরী, ৩/১, কুদরত উল্লাহ মার্কেট)

১০. ফেনী, ইসলামপুর রোড : খন্দকার লাইব্রেরী – ০১৮৪৩৪৪৯৩১৪
(এক্সিম ব্যাংকের বিপরীতে)

১১. রাজশাহী, রাণীবাজার : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী – ০১৭৩০৯৩৪৩২৫
(মাদরাসা মার্কেটের উত্তর পার্শ্বে)

www.pathagar.com

অনলাইন বুকশপ :

১. রকমারী.কম – মোবাইল : 01519-521971
https ://www.rokomari.com/book

২. মিনি বাজার.নেট : 01789447788
http://minibazar.net/

৩. ওয়াফি লাইফ – মোবাইল : 01977772585
https ://www.facebook.com/wafilife/?ref=br_rs

৪. সিজদা – মোবাইল : 01614711811
https ://www.facebook.com/sijdah/

৫. আল এহ্সান শপ
https ://www.facebook.com/AlEhsanShop

৬. বইঘর – মোবাইল : 01841844111
https ://www.facebook.com/Sohihboi/

৭. সহীহ 'আক্বীদাহ্ [Soheeh Aqeedah] : 01842-567370, 01552-362030
https ://www.soheehaqeedah.com.bd

www.pathagar.com

পাঠকদের পাতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

উদীয়মান তরুণ লেখক, গবেষক ও সংগঠক শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ঝালকাঠি জেলার সঞ্জয়পুর গ্রামে নানাবাড়িতে ১৯৮৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আব্দুশ শহীদ খান আর মা আফরোজা খানম আরজু। বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক আর মা গৃহিণী। তিন ভাই-বোনের মধ্যে মেঝো তিনি। ছোটবেলায় পারিবারিকভাবেই পড়াশুনায় হাতেখড়ি। তারপর মকতবে কুরআন তেলাওয়াত ও আদব-কায়দা শেখা শুরু। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলপাঠ চুকিয়ে বরিশাল শহরে মুসলিম গোরস্তান রোড মাদরাসার হিফযখানায় দুই বছর কুরআনের হাফিয হওয়ার চেষ্টা। দুই বছরান্তে শুদ্ধ করে কুরআন শেখা ও কিছু হিফয করার পর শিক্ষার্জনের উদ্দেশে ঢাকায় পাড়ি জমান তিনি।

তিনি মাত্র বারো বছর বয়সে ঢাকায় এসে পুরোনো ঢাকার নাজির বাজারের মাদরাসাতুল হাদীসে দশ বছর অধ্যয়ন শেষে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী অর্জন করেন ২০০৮ সালে। এর মধ্যেই নারায়ণগঞ্জের রসূলপুর ওসমান মোল্লা সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা থেকে ২০০৪ সালে দাখিল ও সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে ২০০৬ সালে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সম্মানসহ স্নাতক এবং প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অর্জন করে স্নাতকোত্তর পাঠ সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নিজ বিভাগে এম. ফিল. গবেষণা করছেন।

কর্মজীবনে বর্তমানে তিনি ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ-এ গবেষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। সাথে সাথে উত্তরার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল "ইনসাইট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল"-এ তারবিয়াহ্ প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়মিত ক্লাসও নেন তিনি। তিনি অ্যারাবিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (রেজি. এস১২৬৩৩/২০১৭)-এর পরিচালক হিসেবে আরবী ভাষা চর্চায় ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি একাডেমিক পড়াশুনার বাইরে প্রচুর পড়াশুনা ও লেখালেখি করেন। এটি তার লেখা প্রথম বই হলেও ইতিমধ্যেই তার ৬টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশের স্বীকৃত গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তার অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক আরাফাতসহ বহু পত্রিকা-সাময়িকী ও স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলনে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। পড়াশুনা ও লেখালেখির পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষদের কাছে বিশেষ করে ছাত্র-তরুণ-যুবকদের মধ্যে ইসলামের সুমহান বাণীকে ছড়িয়ে দিতে দা'ওয়াতী কাজ করেন।

তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শতাধিক পুরস্কার অর্জন করেন। বিশেষ করে ২০০৮ সালে স্যাটেলাইট চ্যানেল **ATN** বাংলা'য় অনুষ্ঠিত ইস্পাহানী কুইজ প্রতিযোগিতা "জানতে চাই জানাতে চাই"-এ মাদরাসাতুল হাদীসের পক্ষে দলনেতা হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হন, ২০১১ সালে ইসলামিক টিভি আয়োজিত "হিটাচী চৌকস" কুইজ প্রতিযোগিতায় সারাদেশের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হন এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে রাহাবার মাল্টিমিডিয়া আয়োজিত চ্যানেল নাইন-এ সম্প্রচারিত ইসলামী সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা "আলোকিত জ্ঞানী"তে চ্যাম্পিয়ন হন। পড়াশুনা, লেখালেখি আর সফর করা তার নেশা-পেশা-শখ। ফেসবুকে সক্রিয় আছেন **Shahadat Faysal** নামে।

مكتبة الشهادة
মাকতাবাতুশ শাহাদাহ